কবিতাকলাপ।

শ্রীচণ্ডীচরণ রায় প্রণীত।

কলিকাতা

১৭ ভবানীচরণ দত্তের লেন,

রায় যন্ত্রে,

শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত

ও

১৪ কালেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস ডিপজিটরীতে প্রকাশিত।

১২৮৭।

এই পুস্তক,

খুল্লতাত শ্রীযুক্ত গিরিজাকিশোর রায়

মহাশয়ের চরণে,

প্রীতিপূর্ণ মনে

অর্পিত হইল।

শ্রীচণ্ডীচরণ রায়।

সূচীপত্র ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	১৬	কটিতটে	কটিতে
১৪	১০	সুমুখী	সুমুখি
২৭	১২	ভোলা ভোলাইয়া	ভোলা ভুলাইয়া
৩৫	২০	অন্তর-স্থলি	অন্তর স্থলী
৫৬	৬	মহামহা-মোহ	মহামায়া-মোহ
৫৯	৬	বক্ষ	কক্ষ
১০৪	২	ভাব না	ভাবে না
১০৮	১	গোষ্ঠ	গোষ্ঠ
১২০	১২	ফণি	ফণী
১৩১	৭	বনস্থলি	বনস্থলী
১৩৮	১৩	সাধে কেন বাদ	সাধে কোন্ বাদ
১৪৩	৩	অন্তস্থলি	অন্তঃস্থলী
১৫২	১৭	কেন বা	কেহ বা
১৫৫	৯	দুঃখকারাগারে	ভব দুঃখকারাগারে
১৬২	৬	কাননস্থলি	কাননস্থলী
১৬৪	১৫	নবজীবনে	নব জীবনে
১৮৮	১১	আরো কত কত মত	আরো কত মত
২০৭	১৩	কুকারী	কুকারি
২০৮	১৬	সম্মুখে	সম্মুখে

কবিতাকলাপ

শিবসঙ্গীত।

প্রবৃত্তি।

সূচনা।

১

স্বপ্ন যোগে দেখিলাম মূর্ত্তি ভয়ঙ্করা,
চতুর্ভুজা ঘোর রূপা কজ্জল-বরণী।
নৃমুণ্ডমালিনী বামা নর-শির-করা,
সরুধির পান-পাত্র খড়্গধারিণী।
বিমুক্ত কুন্তলরাশি, জড়াইয়া তাহে,
আস্ফালিছে ফণী যেন মেঘেতে বিজলী।
মূর্ত্তিমতী ক্রোধ রূপা, কার সাধ্য চাহে,
ঘূর্ণিছে লোচন যেন অনলমণ্ডলী।
বিস্ফারিত ওষ্ঠাধর, বিকট-দশনা,
দেখিলাম রুধিরাক্ত লম্বিত রসনা॥

২

উনমত্ত রণ-মদে, বামা দিগ্বসনা,
সুঘন জঘনে তার নর-কর-শ্রেণী
রহিয়াছে স্তরে স্তরে। বিস্তারিয়া ফণা
গরজিছে কটিতটে ফণীর বন্ধনী।
আস্ফালিয়া খড়্গ মুণ্ড ছাড়িছে হুঙ্কার,
নাচিছে সমর-মদে, কম্পিছে মেদিনী
সমর-তরঙ্গ-রঙ্গে হাসিছে আবার
অট্ট হাসি, মহাঘোর ভীতি সঞ্চারিণী।
নাচিছে হাসিছে আরো চতুর্দ্দিকে তার
ডাকিনী যোগিনী কত কিম্ভূত আকার॥

৩

নহে ত সমর সেই, কেবল সংহার,
যে আসিছে, মরিছে, লুণ্ঠিছে ধরাতলে
পলাইবে ত্রিভুবনে সামর্থ্য কাহার,
সংহারিছে করালিনী সবে অবহেলে।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে দিগন্ত যুড়িয়া,
ছাইল মৃতের দেহে সকল মেদিনী।
চলিল শোণিত-স্রোত সবেগে বহিয়া,
চলে যথা কল কল কলে কল্লোলিনী।

ঢাকিল তারকাগণ চন্দ্রমা গগনে,
ছাইল সংসার নীল নিবিড় রঞ্জনে ॥

৪

আচম্বিতে হেনকালে বামার সম্মুখে
রজত-কন্দরসম প্রকাণ্ড মূরতি,
উদিল পুরুষ এক। থাকি অধোমুখে
দীন ভাবে করপুটে করিয়া কাকুতি
যেন বা যাঁচিল ভিক্ষা। বলিল "শিবানি
দেওগো আমারে ভিক্ষা জীবের জীবন।
করো না সংহার আর, অকালে মেদিনী
হইল গো জীব-শূন্য, ক্ষান্ত কর রণ।
বিতর করুণা শিবে জীবে পুনরায়,
জীবের পাতক মম, ক্ষম গো আমায় ॥"

৫

"আমি মহাকাল, তারা, নিয়ন্তা কালের,
করিব সকল লয় উপযুক্ত কালে।
বটে বটে জীবগণ পুত্তলি পাপের,
কি ফল ফলিবে তায় বল গো বধিলে।
তুমি গো পবিত্রা অতি, পাতক-নাশিনী,
কেন না হইয়া গঙ্গা, সর্ব্বগদ-হরা,

বিদূরিলা পাপ-ভার ? কেন বা এমনি
করাল কালিকা রূপে সংহারিছ ধরা ?
দ্রবময়ী হ'য়ে তারা পার গো গলিতে,
তবে কেন রণময়ী হ'লে গো নাশিতে ॥"

৬

না শুনিলা স্তুতি-বাক্য। সংসার-বিনাশী
ঘোরতর হুহুঙ্কারে গর্জ্জিলা সঘনে।
আস্ফালিলা মহাশূন্যে জ্যোতির্ম্ময় অসি,
যেন বা বিদ্যুতবিভা ধাঁধিল গগনে।
আতঙ্কে উঠিল কাঁপি সেই মহাবীর,
টলিল মস্তক তার হুঙ্কার-আরবে,
টলিল জঘন পাদ, কম্পিল শরীর,
বলিলা বচন পুন কম্পান্বিত রবে—
"রক্ষাকর রক্ষাকর ! যাইছে জীবন।
একান্ত কি সৃষ্টি নাশ হবে গো এখন ?"

৭

কিঞ্চিত নীরব থাকি বলিলা আবার,
"দিতেছি গো আমি দেহ সৃষ্টি বিনিময়ে।
সমর্পিনু লহ এই, কর গো সংহার
কণ্ঠ-গত প্রাণ মম মহাঘোর ভয়ে।

রক্ষাকর ত্রিভুবন বিনাশি আমায়,
এই শেষ ভিক্ষা মম শুন গো শঙ্করি।”
এত বলি মহাবাহু পড়িলা ধরায়।
করালী কালিকা তবে সঘনে হুঙ্কারি
উঠিলা শঙ্কর-হৃদে। লাগিলা নাচিতে,
পাগলিনী, দিগ্বসনা, প্লাবিতা-শোণিতে ॥

৮

দেখিয়া অদ্ভুত কাণ্ড অন্তরে আমার
উপজিল ভয় সহ বিস্ময় বিষম।
নিরখিয়া পুনরায় নারীর আচার
ভীতির বিরুদ্ধ ভাব হইল উদগম—
বৃন্দাবনে বংশীধারী আত্মসুখ গণি
নিপতিত কুতূহলে শ্রীরাধা-চরণে।
শবসম দেখি আজি শম্ভু শূলপাণি
বিলুণ্ঠিত পদতলে পরের কারণে।
তথাপি শিবের প্রতি কেন শিবজায়া
কঠিনা পাষাণী সমা, না করিছে দয়া ॥

৯

চিন্তিলাম পুন মনে সতীত্ব সতীর—
শঙ্কর-ঘরণী বটে সতী-কুল-মণি।

দক্ষ-যজ্ঞানলে বামা ত্যজিলা শরীর,
পূজ্যা ত্রিভুবনে তেঁই অতুল্যা রমণী।
এতেক ভাবিয়া তবে হইল ভকতি,
মজিয়া বিবিধ ভাবে করিলাম স্তুতি ॥

প্রবৃত্তি।

কেন গো শিবানি কঠিনা এমনি,
হলে বিমুখিনী পতির প্রতি।
জাননা কি সতি, শিব শুদ্ধমতি,
তোমা বিনা তার নাহিক গতি ?
কেন গো শঙ্করি হেন ভয়ঙ্করী
হান ভীম অসি ভীষণ বলে।
দেখ না শঙ্কর ভয়ে জড়সড়
পতিত তোমারি চরণতলে ?
কেন গো ভবানি হইলে কোপিনী,
মৃতপ্রায় পতি দেখ না তাকে।
কেন কর রোষ তব আশুতোষ
তোমারি ভয়েতে তোমাকে ডাকে

কেন গো চণ্ডিকা হইলে কালিকা,
কালিম আঁধারে ঘেরিলে ধরা।
কি কর কি কর সংবর সংবর,
ভয়ে ভোলানাথ হইল সারা॥
কেন গো ঈশানি ঘোরকরালিনী,
কেন গো এমন কঠোর বেশ।
দেখিয়া কাতরে তোমার অন্তরে
ধরে না কিছুই দয়ার লেশ?
তুমি গো পাষাণী কঠিনা কামিনী,
পাষাণের হৃদি কভু কি গলে।
দয়া না করিলে মহেশ মরিলে
কে ডাকিবে তবে শিবানী বলে?
ভবেশ-ভামিনী কেন উলঙ্গিনী,
পাগলিনী প্রায় এ কোন ঠাট,
তুমি গো কামিনী ভুবনমোহিনী,
সাজে কি তোমাকে এ হেন নাট?
অসি ঝালাপালা কেন মুণ্ডমালা,
কেন গো তামসী-বরণ কালা।
নর-শির করে ভাসিছ রুধিরে,
সঙ্গে কেন এত ভূতের মেলা?

নাচ কোপ ভরে, তব পদ ভরে
টলমল ধরা, কি হবে গতি ।
এ কেমন কোপ, লজ্জা করি লোপ
দলিছ চরণে আপন পতি ?
সকোপ নয়নে করাল বদনে
কুঞ্চিত ভ্রূযুগে কঠোর বেশ।
দেখে ভয়ে মরি কোথা গো কবরী,
আলু থালু কেন করেছ কেশ ?
সুমুখ-ভূষণ সুচারু দশন
বিকট কেন গো করেছ তারা।
কোমল রসনা করিছ তাড়না,
বিম্বাধরে কেন রুধির ধারা ?
ভুলি কল নাদ করিছ নিনাদ
ঘোর হুহুঙ্কারে অম্বর ভরি।
কম্পিছে মেদিনী দেখ গো শিবানি,
কম্পে সদাশিব আতঙ্কে ডরি ॥
ত্রিলোক-তারিণী হলে বিনাশিনী,
গৌরী কেন আজি হইলে কালী।
ছাড় উগ্র বেশ, ধর দয়া-লেশ,
পদতলে পতি হয়েছে ডালি ॥

তুমি অতি ধন্যা, সতী সাধ্বী মান্যা,
কাজ কি তোমার ভীষণ কাজে।
দয়ার আলয় রমণীহৃদয়,
রোষ কি কখনো নারীকে সাজে?
নাশিতে সংসারে নাশিছ শঙ্করে,
শঙ্কর বিনাশে, বল গো সতি।
পতি প্রাণ যার বল গো তাহার
পতির বিহনে কি হবে গতি॥
কর গো শঙ্করি ওগো শুভঙ্করি,
ক্ষমঙ্করি কর মহেশে ক্ষমা।
মহা ঘোর ভয়ে ডাকে গো অভয়ে
সংবর এখনো সংবর ভীমা॥
হর গো তারিনি তাঁপ-নিবারিণী,
হর ভয় দুঃখ বিষম তাপ।
পাতক নাশিনী সতত সঙ্গিনী
নিষ্পাপী শিবের কোথায় পাপ॥
পতি লালা ভোলা কেন দেও জ্বালা,
কালামুখ কেন কর গো তারে।
ভয়েতে বিহ্বল দেখ গো বিকল
শব সম শিব রয়েছে পড়ে॥

গল গো এখন, বিতর জীবন,
পাষাণ ভেদিয়া পড় গো গলে।
গলেছে ত আগে উত্তর ভূভাগে
হিমগিরি ভেদি জাহ্নবী জলে॥
নিতান্ত নীরস কঠোর কর্কশ,
তপ্ত মরুভূমি ছিল গো ধরা।
তৃণ লতা তরু ফল ফুল চারু
ধনধান্য শূন্য দুঃখেতে ভরা॥
বিরস অন্তরে পাতকে কে ডরে ?
দুঃখ হয় দেখ পাপের মূল।
ক্ষুধার পীড়নে একে অন্যে হানে,
দুঃখ ভারে হয় স্থূলেতে ভুল॥
বিষম দুঃখেতে ঘেরিল পাপেতে
বিপন্ন ভারত উৎসন্ন প্রায়।
গলিলে দয়াতে তোমার মায়াতে
রস-শূন্য হ'ল সরস-কায়॥
পাপ তাপ হরা ঢালিলে গো তারা
অনন্ত উচ্ছ্বাসে অমৃত রাশি।
গেল দুঃখ দূরে ভারত মন্দিরে
মাতিল আনন্দে ভারতবাসী॥

জানি তদবধি তুমি দয়াবতী
পাষাণের মাঝে আছে গো জল।
ভক্তি-মন্ত্র-বলে ভকতে ডাকিলে
পাষাণেতে গল, না কর ছল ॥
গল গো তেমতি, তুমি মধুমতী
মধুর লহরী দেও গো ঢেলে।
রেখ না নিবারি সুধামৃত বারি,
কি হবে অমৃতে শঙ্কর ম'লে ?
অতি সুগভীর সুধাসার নীর,
কেন গো নিবদ্ধ পাষাণ-হৃদে।
খোল খোল ঝাট হৃদয় কবাট,
ঢাল বারি রাশি মোহন নাদে॥
ওগো মন্দাকিনি সুমন্দ হাসিনী,
কর টলমল প্রমোদ ভরে।
প্রমোদ হরষে শীতল পরশে
তরল লাবণ্যে তোষ গো হরে॥
ওগো শৈবলিনি পতিতোদ্ধারিণী,
উদ্ধার শঙ্করে যাইছে প্রাণ।
বিষম ভয়েতে লুণ্ঠিত ধূলিতে,
অচেতনে কর চেতনা দান ॥

তুমি ভোগবতী, রসাতল গতি
বিতর সুরস অমৃত রাশি।
ত্রিপথ-গামিনী শিব সম্মোহিনী,
তোষ আশুতোষে সন্তাপ নাশি ॥
হে ভবরঙ্গিনি সুর-তরঙ্গিণী,
তরঙ্গ ভঙ্গিতে কর গো খেলা।
সদাশিব-অঙ্গে টলমল গঙ্গে
তরল তরঙ্গে ঘুড়াও জ্বালা ॥
ওগো কল্লোলিনি শিব সীমন্তিনী,
কুলকুল নাদে কর গো গান।
গঙ্গাধর-শিরে জটাজুটে ঘুরে
সরস সঙ্গীতে ধর গো তান ॥
হে রণ রঙ্গিনি ভূত বিভঙ্গিনী,
সংবর বিষম সংহার খেলা।
কেন গো বিরূপ ধর সেই রূপ,
মোহিলা যে রূপে পাগলা ভোঁলা ॥
অসিত বরণ ঘুচায়ে এখন,
কর গো ধারণ কাঞ্চন বিভা।
হিরণ্ময়ী রূপ জান না কি রূপ
ধ্যানগত শিব- মানস-লোভা ?

সুকোমল করে কেন অসি ধরে
ফেলে দেও দূরে নৃমুণ্ড খাড়া।
ফেল গো ত্বরিতে, না পারি দেখিতে
নৃপকাল-পাত্র রুধির-ভরা॥
ঘুচায়ে দ্বিভুজ রাখ গো দ্বিভুজ,
চতুর্ভুজা হেরে মরি গো ডরে।
করি গো বিনয়, হইয়া সদয়
দেও বরাভয় কমল-করে॥
কেন গো তারিনি নৃমুণ্ড-মালিনী?
নর-শির-মালা দেও গো ফেলে।
নবীনা রমণী কুসুম কামিনী,
কুসুমের মালা পর গো গলে॥
নরকর-শ্রেণী, চারু নিতম্বিনি,
সাজে কি সুঘন জঘন তটে?
ফেল গো এখন পর গো বসন,
কটিতটে কিঙ্কিনী পর গো এঁটে॥
একি বিপরীত সুমুখে শোণিত,
নির্ম্মল সলিলে ফেল গো ধুয়ে
বিম্বাধর ভাগে তাম্বুলের রন্দ্র,
কি শোভা দর্পণে দেখিয়ে।

নাগিনী-জড়িত, জটা সমন্বিত
রুক্ষতম কেন করেছ কেশ ?
দূর কর ফণী বিনাইয়া বেণী
গন্ধ-তৈলোজ্জ্বল কর গো বেশ ॥
নব ঘনসম অতি কৃষ্ণতম
উড্ডীন কেন গো কুন্তলরাশি ?
বাঁধ গো কবরী, দেও তদুপরি
সুকুসুম-দাম—প্রফুল্ল হাসি ॥
লম্বিত রসনা নহে সুশোভনা,
সংবর সুমুখী বিকট ভাবে।
কুমুদ-বিকাশী মৃদু মধু হাসি
শঙ্কর-বাসনা পূরাও শিবে।
ললাট গগনে কেন বরাননে
রোষ-সমুত্থিত মেঘের ঘটা ?
চন্দ্রপরকাশে সুশোভা আকাশে
পর গো সীমন্তে সিন্দূর-ফোটা ॥
আনন গো ললনা সঘর্ম্ম মলিনা,
কোমল বরাঙ্গে রুধির-ছিটা ?
হিরন্ধ বারিতে নিবারি ত্বরিতে
ধ্যর সমুজ্জ্বল সুকান্তি ছটা ॥

কর গো ধারণ দিব্য অভরণ,
অলক্তক রাগ কোমল পদে।
কুসুম-কলাপে চন্দন-প্রলেপে
বিস্তার সুগন্ধি মৃগের মদে॥
ওষ্ঠাধর-বিভা কোকনদ-শোভা
মুখ শশধর অপূর্ব্ব রাকী।
হাস্য-রস-ধাম চারু দন্তদাম
আধ বিকসিত দেখি গো দেখি॥
কমল নয়নে কোমল ঈক্ষণে
দূর কর শিবে শিবের ভীতি।
ভয়ে ম্রিয়মান ধূলিতে শয়ান
পতি প্রতি দয়া কর গো সতি॥
রমণী হইয়া রণেঁতে নামিয়া
প্রমত্ত কেন গো কঠোর কাজে?
ডাকিনী যোগিনী পিশাচ প্রেতিনী
নাচে চারি দিকে ভীষণ সাজে॥
একি যুক্ত হয়, দেখে পাই ভয়,
মৃত দেহময় করেছ ধরা।
এ ঘোর মশান ভয়ানক স্থান,
বহিছে ভূমিতে রুধির ধারা॥

ধাইতেছে কত   শিবা শত শত,
উনমত্ত প্রায় শোণিত পানে।
মৃত মাংস আশে   শব-দেহ-পাশে
করিছে বিরোধ শকুনি-সনে ॥
উড়িয়া উড়িয়া,   কখনো বসিয়া
পালে পালে কাক দিতেছে যোগ
ডাকিয়া হাঁকিয়া   সকলে মিলিয়া
শব-রক্ত-মাংস করিছে ভোগ ॥
ঘোর গণ্ডগোল   উঠিতেছে রোল,
লাগিয়াছে মনে বিসম ত্রাস।
সংবর এখন,   পরিহর রণ,
একান্ত সৃষ্টি কি করিবে নাশ ?
কর নিবারণ,   হয়েছে এখন ;
কোন্ প্রয়োজনে এ ঘোর রণ ?
নয়নের পলে   ত্রিভুবন টলে,
তবে কেন বৃথা কর গো রণ ?
তাড়াও সকালে   বায়স শৃগালে,
দেখিতে না পারি পিশাচ-খেলা।
শকুনি গৃধিনী   ডাকিনী যোগিনী
দেও তাড়াইয়া প্রেতের মেলা ॥

অমৃত নয়নে অমৃত ঈক্ষণে
মৃত দেহে জীবী সঞ্চার শিবে।
উঠুক জাগিয়া আনন্দে নাচিয়া,
মহানিদ্রা ভাঙ্গি জাগাও সবে॥
জয় জয় রবে ভুবন ভরিবে
গাইবে সকলে তোমার জয়।
গাবে মৃত্যুঞ্জয় জয় দুর্গা জয়,
করেছে যে নামে মৃত্যুকে জয়॥
ওগো বরাঙ্গনে হেন রণাঙ্গনে
সঙ্গত কি থাকা হয় গো শিবে?
পরিহরি রণ চল গো এখন
কৈলাস-কাননে লইয়া শিবে॥
কমল কাননে কমল আসনে
বসগো শঙ্করি কোমল ভাবে।
ভুবন-মোহিনী কমলে কামিনী
ভোলানাথ ভোলা তোমারি ভাবে॥
ধরিগো চরণে ইন্দু-নিভাননে,
হাসগো মোহন মধুর হাসি।
পুলকিত মনে দেখিব কেমনে
পড়িবে সঘনে বিজলী খসি॥

চকিত চমকে ঝমঝে ঝমকে
উঠিবে নাচিয়া শিবের হৃদি।
দিবে কর-তাল, বাজাইবে গাল,
উঠিবে গো তাল বিমান ভেদি ॥
আনন্দে উতলা সঙ্গে নিয়ে চেলা
নাচিবে তাধেই তাধেই তালা।
বাজাবে ববম্ শিব বববম্
ভাবেতে বিভোর ববম্ ভোলা ॥
ডগমগ ভুরু, বাজাবে ডমরু,
তারু রুরু রুরু, তারুরু তালে।
প্রেম পুলকেতে ঢলিতে ঢলিতে
মগন ভাবেতে নাচিবে ঢুলে ॥
বভম, বভম ঘোর সরগম
বাজাইবে শিঙ্গা বিবিধ ছাঁদে।
শিব শিব বোল করি ঘোর রোল
গাবে ভূতগণ গভীর নাদে ॥
থমকে থমকে নাচিবে ঝমকে
ঊর্দ্ধে বাহু তুলি ভূতের ঠাট।
ভূতনাথ ভোলা অদভুত খেলা
খেলিবে, দেখিবে ভূতের নাট ॥

ভাবেতে পাগলা ফেলে বাঘছালা
হর দিগম্বর নাচিবে ঘুরে।
লিহিহি লিহিহি হাসিবে হিহিহি,
মনোরঙ্গে ভূত হাসিবে ফিরে॥
আমোদে উথলি ফেলে দিয়ে ঝুলি,
বম্ বম্ বোলে বাজাবে গাল।
থক থক থই তাথই, তাথই
বাজাবে বগলে বিবিধ তাল॥
নাচিবে গো ঘুরি প্রদক্ষীণ করি,
ঘেরিয়া তোমাকে নাচিবে শিবে।
তব আরাধনা ভোলার বাসনা,
সদয়া অভয়া হওগো শিবে॥
তুমি গো বরদা সুখদা অন্নদা,
দান কর তারা ভিখারী শিবে।
দয়া না করিলে, তুমি নাহি দিলে
শিবের দুর্দ্দিন ঘুচিবে কবে ?
বদ্ধ পরিকর ভোলা মহেশ্বর,
যাঁচিয়াছে ভিক্ষা আপন পতি।
তদগদ মতি করিল কাকুতি,
কাতরে করুণা কর গো সতি॥

শম্ভু শূলপাণি ওগো ভবরানি,
চরাচর-গুরু ত্রিলোকপতি,
দেখ রুক্ষ বেশে তোমার সকাশে
অতি সকাতর বিহীন-গতি ॥
অতুল্য রমণী নারী-কণ্ঠমণি
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে কর গো শোভা।
বিস্তার ভুবনে পূর্ণ চন্দ্রাননে,
শান্তি সুখময় বিমল বিভা ॥
প্রচণ্ড প্রখর মহা ভয়ঙ্কর
কালানল ভালে ত্রিশূলধারী।
রৌদ্ররস-মত্ত সংহার-প্রবর্ত্ত
মহারুদ্র শিব প্রলয়কারী ॥
তব সংমিলনে দেখ তার মনে
উচ্ছ্বসে শান্তির শীতল বারি।
করুণা-নিলয় সদা শান্তিময়
শান্ত সদাশিব সন্তাপহারী ॥
মহা উদাসীন বাহ্য-জ্ঞানহীন,
ধ্যান-মগ্ন শিব পরম যোগী।
বিষম সন্ন্যাসী শ্মশান-নিবাসী
মায়া বিবর্জ্জিত সংসারত্যাগী ॥

পাইয়া তোমাকে পরম পুলকে
কৈলাস ভবনে ভবেশ ভোলা।
আনন্দে উথলি অতি কুতূহলি
খেলে কত মত প্রেমের খেলা॥
সিদ্ধিতে বিভলা সঙ্গে ভূত চেলা
ভূতস্থদ্ধিহীন বিষম খেপা।
কাণ্ড সৃষ্টিছাড়া আহার ধুতুরা,
রজত অঙ্গেতে বিভূতি লেপা॥
শিরে জটাভার, কণ্ঠে ফণীহার,
পরিধান জীর্ণ বাঘের ছালা।
শ্মশানে মশানে যেখানে সেখানে
ঘুরিয়া বেড়ায় পাগলা ভোলা॥
পাইয়া তোমায় দেখ পুনরায়
বাতুল হয়েছে পরমজ্ঞানী।
আগম নিগম জ্ঞান গুহ্যতম
সর্ব্বশাস্ত্র-গুরু ত্রিশূলপাণি॥
রজত নিন্দিত রতন লাঞ্ছিত
মহাতেজস্পুঞ্জ প্রবীণকায়।
চারু-চন্দ্র-বিভা পঞ্চানন-শোভা
জ্ঞান-জ্যোতি-পূর্ণ লোচনত্রয়॥

রুদ্রাক্ষমণ্ডিত, শ্মশ্রু বিলম্বিত;
বিশাল হৃদয় ভাবেতে ভরা।
বিচিত্র বরণ, অতি সুশোভন,
শার্দ্দূল-অজীন-বসন পরা॥
দেব ব্যোমকেশ চতুর্ভুজবেশ
মৃগ বরাভয় পরশু করে।
গম্ভীর মূরতি সুস্থির প্রকৃতি
শান্তি সুধাময় সুধাংশু শিরে॥
বসি পদ্মাসনে প্রসন্ন বদনে
কহিছে অশেষ বিজ্ঞান কথা।
সৃষ্টিস্থিতি লয় যে নিয়মে হয়
প্রকৃতি মধুর অপূর্ব্ব গাথা॥
সিদ্ধাদি-সেবিত অমর-বন্দিত
দেব অধিদেব পরম গুরু।
নিবদ্ধ তোমাতে, সব তোমা হ'তে,
তুমি আদ্যাশক্তি শিবের গুরু॥
কেন হেন জনে একান্ত অধীনে
কোপানলে দগ্ধ করগো শিবে।
পতিত চরণে দেখ বরাননে
তব কোপে শিব অশিব হবে॥

কেন কর রোষ, শিবের কি দোষ,
তব ভক্ত শিব অনন্য-গতি।
হেন ভক্ত জনে অযথা পীড়নে
হবে গো তোমার অযশ অতি ॥
সতী-অগ্রগণ্য, তুমি নহ অন্য,
খ্যাত তব নাম জগতিতলে।
তোমার চরিত্র পরম পবিত্র
তুমি গো দৃষ্টান্ত রমণী-কুলে।
পতিব্রতা হয়ে কোপেতে ভুলিয়ে
দলিছ চরণে আপন পতি।
হয় ব্রত ভঙ্গ, কর কোন রঙ্গ,
দৃষ্টি নাহি কিছু তাহার প্রতি ॥
দেখি হেন কাজে রমণী সমাজে
পতি সেবা কেবা করিবে বল ?
ত্রিভুবন তবে পাপেতে ঘেরিবে,
না থাকিবে তব নামের বল ॥
ক্রোধ রিপু ঘোর, তাহাতে বিভোর
মহালক্ষ্মী তুমি তুর্ম্মতিহরা।
কোপেতে আচ্ছন্ন, হবে মতিচ্ছন্ন
ভবে যত নারী আছে গো তারা ॥

তোমার মানসে রিপুর পরশে
কলঙ্ক বিষম রটিবে ভবে।
তুমি গো অজিতা, হ'লে রিপুজিতা,
তব নামে জয় কিরূপে হবে?
রমণী স্বভাব কমনীয় ভাব,
কোমলতা হয় নারীর গুণ।
তুমি কমলিনী, কমলে কামিনী,
তোমাতে বিলোপ কেন গো সে গুণ?
কমলা হইয়া কোপেতে মাতিয়া
কর সুকঠিন কঠোর কাজ।
ছিলে কমলিনী, হলে করালিনী,
লজ্জারূপা হয়ে ত্যজিলে লাজ?
কুসুম চন্দনে সেবিয়া যতনে
পাওয়া ভার তব করুণা-কণা।
মাতিয়া রঙ্গে পিশাচ সঙ্গে
পান কর তুমি শোণিত পানা?
কোমল অঙ্গিনী, কুসুম মালিনী
বরাঙ্গে কুসুম ভার সহে না।
ভুজঙ্গ হার বহ মুণ্ড-ভার
শিরে অজগর ধরিয়া ফণা॥

দক্ষযজ্ঞানলে শরীর ত্যজিলে
পতি-নিন্দা শুনি, পরমা সতী,
পড়িয়া ধরায় সেই পতি পায়,
না মান তাহায় কেমন রীতি ?
দুখ-ভয়-হরা হানিতেছ খাঁড়া,
শিবানী করিছ অশিব দান,
হয়ে ভবরাণী বধিতেছ প্রাণী,
পতিস্তবে সতী দেও না কাণ ?
ত্রিতাপ-হারিণী সন্তাপ-দায়িনা,
মঙ্গলা খেলিছ সংহার-খেলা,
নিষ্কলঙ্ক শশী বরষিছ মসী,
কাঞ্চন-বরণী হয়েছ কালা ?
পতিত-তারিণী পতিত-তাড়িনী,
পতিব্রতা কর পতিকে হেলা,
জীবন-দায়িনী হলে বিনাশিনী,
দয়াময়ী দেও বিষম জ্বালা ?
অগতির গতি দিতেছ দুর্গতি,
ভক্তাধীনা দেও ভকতে পীড়া,
রমণী-রচিত একি বিপরীত,
কঠিন কুসুম, কোমল হীরা ?

তুমি কর রোষ, পতি আশুতোষ,
তুমি গো কঠিনা, পতি ত ভোলা।
তুমি শক্ত অতি, ভক্ত তব পতি,
বিপরীত সব তোমার খেলা॥
তুমি নাচ রণে, পতি ধরাসনে,
তব সিংহনাদে মেদিনী কাঁপে।
পতি ম্রিয়মাণ হারায়েছে জ্ঞান,
কথা নাই মুখে ভয়েতে কাঁপে॥
তুমি ভয়ঙ্কর, পতি শুভঙ্কর,
তব সিংহ, তার বৃষভ যান।
তুমি তীক্ষ্ণমতি, সে ত শান্ত অতি,
সাদা সিধা শিব নহে ত আন॥
তুমি যাহা কর, ভাল-মন্দ-কর,
যাহা মনে কর তাহাই সাজে।
পতি সোজা সুঝি নাহি ঘোর পেঁচি
যা করে তাতেই বিষম বাজে॥
তুমি ইচ্ছাধীন, পতি দীনহীন,
ইচ্ছাময়ী চল আপন মতে।
হাসাও কাঁদাও, পাকেতে ঘুরাও,
পতি পুত্তলিকা তোমার হাতে॥

তুমি মনোময়ী, মান না দোহাই,
মনে মনে তব আছে ত বড়াই—
মনে যাহা লবে করিবে তাই।
ধরি নানা রূপ কর গো বিরূপ,
পতি নাহি বুঝে করিবে কিরূপ,
ভয়ে বলে "কর যা রুচি তাই" ॥
মিছে দোষ শিবে, ভেবে দেখ শিবে,
ভার মাত্র রাখ পতির শিরে।
চল নিজ মতে, যোগ দিয়া তাতে
ঘোর পাকে পতি বেড়ায় ঘুরে ॥
শান্তকে শাসিয়া, অধীনে বধিয়া
ভোলা ভোলাইয়া গৌরব কত ?
পতিকে পীড়িয়া, ভকতে তাড়িয়া,
নামের মহিমা করিবে হত ॥
বুঝেছি গো স্থূল, তুমি হও মূল,
কার্য্য যত কিছু, কারণ তুমি।
তুমি মহামায়া, সব তব ছায়া,
তুমি ভিত্তি-মূল, আধার-ভূমি ॥
তোমাতে সংসার, তোমা বিনা যার
লক্ষ ত্রিজগতে নাহি গো আর,

কেন হেন জনে বধ অকারণে ?
আশুতোষ,তারা,তোমার(ই)তোমার
কেন গো শিবানি কঠিনা এমনি
হলে বিমুখিনী পতির প্রতি।
তব পতি, সতি, শিব শুদ্ধমতি,
তোমা বিনা তার নাহিক গতি ॥

শিবসঙ্গীত।

নিবৃত্তি।

সূচনা।

১

বলিলাম কত মত মিনতি বচন,
সংহার-মূরতি তবু করি নিরীক্ষণ।
ভয়ঙ্করা করালিনী রণ-রঙ্গ-ভরে
হাসিছে বিকট অট্ট ভয়ঙ্কর হাসি।
বর্দ্ধিত প্রকোপে আরো আস্ফালিছে করে
বিকৃত মৃতের মুণ্ড আর মহা অসি।

করিছে রুধির পান তুলি বারে বারে
নৃকপাল-পাত্র মুখে, ভাসিছে রুধিরে ॥

২

শব-সম শিব-দেহ রহিয়াছে পড়ি,
নাচিতেছে মহাবেগে বামা তদুপরি।
কম্পিতেছে বসুন্ধরা, কম্পে যথা তরি
অকূল সাগর-মাঝে, ঊর্ম্মির আঘাতে।
সাধ্য কার রাখিবারে ধরণীরে ধরি ?
বিলম্ব কিছুই যেন না আছে ডুবিতে।
বুঝিবা নিশ্চয় ধরা ডুবিত অতলে,
না পড়িলে মহাকাল কালী-পদতলে ॥

৩

প্রত্যেক চরণাঘাতে শঙ্করের মুখে
উঠিছে শোণিতোচ্ছ্বাস ঝলকে ঝলকে।
বিশাল শঙ্কর-হৃদি প্রতি পদ-ভরে
হইতেছে প্রপীড়িত, কম্পিত সঘনে।
আন্দোলিত দেহরাজী, গভীর সাগরে
বিক্ষোভিত জলরাশি যেন বা পবনে।

সংরক্ষিত মীনগণ নিম্নে যথা রহে,
সমাবৃত মেদিনী তেমতি শিব-দেহে ॥

৪

কি ঘোর রমণী এই! সতী বা কেমন,
মহা কোপে হইয়াছে পতির শমন।
কি বিষম বিষ-বহ্নি জ্বলিছে নয়নে,
জড়ীভূত-হুতাশন নয়ন বামার।
তেজের নিধান যথা মার্ত্তণ্ড গগণে,
তেমতি বামার নেত্র ক্রোধের আধার—
জ্বলিতেছে ধক্ ধকি, বিস্তারি ভুবনে
প্রলয়ের কালানল প্রত্যেক ঈক্ষণে ॥

৫

কেমন পুরুষ শিব? জ্ঞানের নিধান
রমণীর ভয়ে কেন এত ম্রিয়মাণ?
হইবে কি দগ্ধ আজি কালিকা-দহনে
মহাদেব মহাজ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময় ভানু?
পরম পুরুষ কেন প্রকৃতি কলনে
এতই বিকল! আহা! সংজ্ঞাহীন-তনু?
লুণ্ঠিত ধরণীতলে, দলিত চরণে।
হইল কি শক্তি শিব-নিধন-কারণে?

কি অসাধ্য রমণীর এই ত্রিভুবনে,
প্রকৃতির নিশ্চয়তা নাহি যার মনে।
কোমল কুসুম-গুচ্ছ শোভে যেই করে,
সেই করে পুনরায় হানে ভীম অসি ?
আতঙ্কে কাঁপায় যেই ঘোর হুহুঙ্কারে,
সে চন্দ্র-বদনে ছিল মৃদু মধু হাসি ?
হাসিয়া গগনে কিবা সুহাস্য-দামিনী
নিক্ষেপে কুলিশ ঘোর, নব কাদম্বিনী ॥

৭

ভাল কি করিবে মন্দ কি বিশ্বাস তার,
কে পারে বুঝিতে ভবে চরিত্র বামার ?
নিয়ত নিরত ভক্ত সদাশিব—মন,
অস্থির প্রকৃতি অতি শিবানী—বাসনা।
তুষিতে তাহায় শিব দিতেছে জীবন,
তথাপি দিতেছে বামা বিঘোর যাতনা।
পুরুষের নারী যথা মনের বাসনা,
মন মানে বাসনায়, মনে সে মানে না ॥

৮

মনের বেদনা কভু না বুঝে বাসনা,
সে আছে আপন ভাবে নাহি ত ভাবনা।
কে পারে তুষিতে তারে, পলকে যাহার
সমুদিত কত মত শতেক কামনা।
কিছুতে যে নহে তুষ্ট,তোষা তারে ভার,
ভকতি তাহার প্রতি কেবল লাঞ্ছনা।
তথাপি বাসনা যদি খুসিতে না হাসে,
না মানে বারণ মন দুঃখ-নীরে ভাসে॥

৯

বাঞ্ছিত না লভি যবে বিরস বদন
মনোরমা বাসনা, আকুল তবে মন,—
সকল সংসার শূন্য, শূন্যময় মানে ;
বাসনা নিবৃত্ত তবে না হইলে নয়।
এদুঃখ যাহার লাগি সে কি তাহা গণে ?
বুঝাইলে জ্ঞানে তারে নাহি ফলোদয়।
বাঁধিতে বাসনা মনে কি করেছে কল,
জ্ঞান-বল হ'তে তার কি বল প্রবল ?

১০

বুঝিতে সক্ষম মন, জ্ঞানের আধার,
কি সুখে তথাপি ভোগে দুঃখ অনিবার ?
বাসনার অনুগত ভৃত্য ভৃতিহীন,
মুগ্ধ মায়া-জালে, খাটে ভূতের বেগার।
বুঝিয়া না বুঝে মন, কেন অনুদিন
বহিছে কষ্টেতে সদা বাসনার ভার ?
ছিঁড়িয়া বন্ধন কেন অলীক মায়ার
লভিছে না স্বাধীনতা সর্ব্ব সুখ-সার ?

১১

জ্ঞান-গুরু সদাশিব মূর্চ্ছিত ধরায়,
বক্ষে কালী করালিনী, দেখিয়া দোঁহায়
উদিল অন্তরে মম অশেষ ভাবনা—
মনের স্বভাব চিন্তা, ভাব উদাসীন।
কেন বা সহিষ্ণু রুদ্র তেজোপূর্ণ-মনা,
জ্ঞান কেন মহামায়া-তিমির-অধীন ?
না সহিল মনে মম অবিচার হেন,
দহিয়া দুখের দাহে বলিলাম পুন ॥

শিবসঙ্গীত।

নিবৃত্তি।

কেন মহামায়া হইলে নিদয়া,
শুনিলে না তুমি মরম-কথা।
ধরিল চরণ, লইল স্মরণ,
মর্ম্মে মরি কত করিল রোদন,
শুখাইল হৃদি, সুখাল জীবন,
বৃথা আকিঞ্চন, সকলি এখন,
জনমের মত হইল বৃথা॥
নিদাঘেতে যথা তৃণ-তরু-লতা
থাকে শুখাইতে প্রখর করে।
মার্ত্তণ্ড প্রবল উগারে অনল,
প্রতি দিন দিন দহে ধরাতল,
দহে চারিদিক্, বায়ু নভঃস্থল,
সমস্ত সংসারে জ্বলে কালানল,
বারিবিন্দু বিনে বিরস বিকল,
দারুণ সন্তাপে তাপিত সকল

কাঁদে দিবা নিশি জলের তরে।

উপজে নিরাশা, দুঃসহ পিপাসা

বহ্নি-শিখা-সম জ্বলে গো অন্তরে,

দুর্ব্বিষহ জ্বালা কেবল বাড়ে ॥

নাহি পরিত্রাণ, বাহিরায় প্রাণ,

এ দুঃখে কে করে সলিল প্রদান?

হারাইল তরু জীবন-ধারা।

শুষ্ক পর্ণ চয় ক্রমে হয়ে ক্ষয়,

যাইল পড়িয়া ঝরিয়া ঝরিয়া,

প্রবল পবনে নিল উড়াইয়া,

ক্রমে কাণ্ড শাখা গেল শুখাইয়া,

মূল গ্রন্থি ক্রমে ছাড়িল ধরা।

ছাড়িল জীবন, কে করে বারণ,

শিথিল হইল সুদৃঢ় বন্ধন,

ছিঁড়িল সজোরে লতিকা-গ্রন্থন,

মহা বৃক্ষ ভূমে পড়িল ঢলি।

পড়িল ঢলিয়া, ভূমি কাঁপাইয়া;

কাণ্ড শাখা বাহু পড়ে আছাড়িয়া,

অবসন্ন দেহ গেলরে ভাঙ্গিয়া,

গেল শুখাইয়া অন্তর-স্থলি ॥

হউক এখন ধারা বরষণ
ঘন ঘটাঘোর, ঝন ঝনাঝন
অনন্ত নির্ঝরে অনন্ত গগন
ঝরুক সঘনে, জল-প্রস্রবণ
ছুটুক, মহীতে হ'ক্ প্লাবন,
সব অকারণ, হবে না কখন
কোন ফলোদয়, ব্যর্থ সমুদয়,
গিয়াছে সময়, এবে অসময়,
হবে না হবে না কোনই ফল।
উঠিবে না আর তরু পুনর্ব্বার,
মৃতদেহ কভু সজীব আবার,
নীরস তরুতে রসের সঞ্চার,
হবে না হবে না, হবেনাকো আর—
নবীন কুসুম পল্লব বিস্তার,
ফলিবে না আর সুরস ফল!

শঙ্কর মোহিত, ধরণী-পতিত!
চক্ষু ঊর্দ্ধগত, অর্দ্ধ-নিমালিত!
অবরুদ্ধ কণ্ঠ, নিশ্বাস বিগত!

দেহ তেজোহীন, শক্তি-বিরহিত,
নাহি স্পন্দন। শীতল, জড়িত,
শিথিল সর্ব্বাঙ্গ। সুকর-স্খলিত
শৃঙ্গ ডমরুক দূরে নিপতিত,
শব-চিহ্ন সব শিবের দেহে!
দেখে পাই ব্যথা, ছিন্ন তরু যথা
শিব কল্পতরু পরম দেবতা
অযত্নে ভূমিতে পড়িয়া রহে!!

একি অসম্ভব, দেব-অধিদেব
মহাদেব আজি বিষম ত্রাসে।
পাই ঘোর ভয়, কি জানি কি হয়,
মৃত্যুঞ্জয় প'ড়ে মৃত্যুর গ্রাসে॥
হইল নিধন জগত-নিধান,
শিব বিনা কেবা অশিব নাশে।
গেল রসাতলে, ত্রিভুবন টলে,
না রহিল কিছু ধরণী-বাসে॥
অমঙ্গল গুরু ভাঙ্গিল সুমেরু,
গ্রন্থি ছাড়া ধরা রবে কোথায়।

হইবে প্রলয়, পঞ্চে পঞ্চ লয়,
পঞ্চানন আজি পঞ্চত্ব পায়!
কালী-কোপ-বলে কালের কবলে
মহাকাল প'ড়ে কালের কাল,
গেল কালাকাল, সকলি অকাল,
কুক্ষণে কালিকা হইলা কাল ॥
ধরা রসাতলে ডুবিবে অকালে,
মহাকাল বিনে প্রবল কাল,
গিলিবে সকলে যে কাল সে কালে,
না বুঝিবে কিছু উচিত কাল ॥
সৃষ্টিস্থিতি লয় যে নিয়মে হয়,
বিপরীত সব ঘটিবে তার।
শঙ্কর বিহনে শাসে কে শমনে,
ধারে কি কৃতান্ত অন্যের ধার?
সৃষ্টি হ'তে লয়, হইবে প্রলয়,
সমুদায় ক্রমে পাইবে লয়।
হইবে অসার এ ভব সংসার
ভবের অভাবে কি ভাবে রয়?
কালী দিলা বল, শমন সবল,
নতুবা কে পারে হরিতে হরে?

কাল মহাকালী কঠোরা করালী,
তোর(ই) কাল কোপে শঙ্কর মরে ॥
কুপিতা রমণী, কালিয়া নাগিনী,
প্রখর কোপেতে ঢালিলা বিষ।
কোপ-নেত্রে বিষ, কোপ মুখে বিষ,
কঠোর গর্জ্জনে বিষম বিষ !!

মহাবিষ-জ্বালা ক্রমশ ছাইল,
শঙ্করের দেহ ক্রমে অবশিল,
মহা প্রকম্পিত, হৃদয় তক্রিত,
জীবন-প্রবাহ স্থগিত হইল,
শঙ্কর পড়িল ধরণীতলে।
সিন্ধু সমুত্থিত, শেষ উদ্‌গারিত,
মহাকালকুট ত্রিলোক-বিখ্যাত,
ত্রিলোক রক্ষিতে গিলিয়া হেলাতে,
রাখিলা কণ্ঠেতে, পরহিত-রত,
এবে ঘোরতর অতীব প্রখর
মহাকটুতম মহা দুর্নিবার
কালীকোপ-বিষে শঙ্কর ঢলে !!

বিশ্ব-মূলাধার পতিত এবার,
নিরাধার বিশ্ব কিরূপে রয়।
হবে ছারখার নাহি সারাসার,
শিব বিনা সব হইবে লয়॥*

চন্দ্র সূর্য্য তারা জলবায়ু ধরা
পুলক-পূর্ণিত, মঙ্গলময়,
হবে নিরাধার, জগত সংসার,
শিব বিনা সব হইবে লয়॥

কানন সুন্দর, তুঙ্গ গিরিবর,
দৃশ্য মনোহর বিটপীচয়,
সকলি অসার, হবে নিরাধার,
শিব বিনা সব হইবে লয়॥

বিপিনে বিহঙ্গ, সুন্দর সুরঙ্গ,
ফল ফুল শোভা আনন্দময়,
সকলি অসার, হবে নিরাধার,
শিব বিনা সব হইবে লয়॥

হরিত বরণ চারু দরশন,
দূর্ব্বাদল-শোভা ভুবনময়,

* স্মরণ রাখিতে হইবে যে মন শিব ও বাসনা শিবানী। মনের বিনাশে সমুদায় সংসার শূন্য।

সকলি অসার, হবে নিরাধার,
শিব বিনা সব হইবে লয় ॥
অলি-বিগুঞ্জিত, শিখি-বিনৃত্তিত,
কল-নিনাদিত কোকিল-কলে ;
লতিকা মণ্ডিত, তরু-সমন্বিত,
মৃদু আন্দোলিত কুসুম ফলে ;
সমীর-সেবিত সুগন্ধ-বাসিত
নিকুঞ্জ কানন প্রমোদময়,
সকলি অসার, হবে নিরাধার,
শিব বিনা সব হইবে লয় ॥
রম্য সরোবর সহ জলচর,
কমল কুমুদে সুশোভাময়,
সকলি অসার, হবে নিরাধার,
শিব বিনা সব হইবে লয় ॥
গম্ভীর জলধি, হ্রদ নদ নদী,
অগণিত কত জীব-আলয়.
সকলি অসার হবে নিরাধার,
শিব বিনা সব হইবে লয় ॥
স্থাবর জঙ্গম, অতি মনোরম,
জীব-জন্তু-পূর্ণ জীবনময়,

সকলি অসার, হবে নিরাধার,
শিব বিনা সব হইবে লয় ॥
সুরাগ-রঞ্জিত মেঘ মালা কত,
মণি মরকত কাঞ্চন রাগে,
গিরি হর্ম্ম্য যত আরো কত মত
শোভে চারিভিতে বিমান ভাগে ;
কভু কাদম্বিনী সহ সৌদামিনী
হাসিরাশি যেন গগনময়,
সকলি অসার, হবে নিরাধার,
শিব বিনা সব হইবে লয় ॥
নিশি অবসানে, পূরব গগণে,
উদিত তরুণ অরুণ বিভা ;
কনক কিরণে বিধৌত আননে
বিকসিত কিবা স্বর্গীয় শোভা ॥
গগন ভূতল কিবা টলমল,
উজ্জ্বল তরল কাঞ্চনময়,
সকলি অসার হবে নিরাধার,
শিব বিনা সব হইবে লয় ॥
মধ্য দিনমানে বসি উচ্চাসনে
দিনপতি অতি প্রবল করে,

শাসয়ে সংসারে, . কে এড়াবে তারে,
প্রতিরন্ধ্রে যার নয়ন পড়ে ;
তেজের আধার করিছে বিস্তার
অতুল্য দীধিতি জগতময়,
সকলি অসার, হবে নিরাধার,
শিব বিনা সব হইবে লয় ॥
গোধূলি লগনে সন্ধ্যা সংমিলনে
ভাস্কর ভূষিত বাসর সাজে,
রঞ্জিত লোহিতে শোভে চারিভিতে
কাদম্বিনীগণ গগনমাঝে ;
মরি কিবা শোভা, প্রমোদ সম্ভবা,
অলক্তক বিভা ভুবনময়,
সকলি অসার, হবে নিরাধার,
শিব বিনা সব হইবে লয় ॥
নির্ম্মল গগনে পূর্ণ চন্দ্র সনে
বিকশিত কত তারকারাশি,
নীল জলধিতে কমল-বনেতে
কমলা যেন বা আছেন বসি ;
শান্তিময় শোভা জন-মনোলোভা,
কিরণ উচ্ছ্বাস দিগন্তময়,

সকলি অসার হবে নিরাধার
শিব বিনা সব হইবে লয়॥
অচিন্ত্য ব্যাপার! অনন্ত আধার,
অনন্ত গগনে অসঙ্খ্য তারা।
কত সুগোচর কত অগোচর
ব্যাপ্ত চরাচর কে করে সারা॥
অসঙ্খ্য তপন ঢালিয়া কিরণ
করিছে ভ্রমণ অনন্ত-পথে।
সদা অনুগত গ্রহগণ কত
ভ্রমিছে প্রত্যেক তপন সাথে॥
প্রতি গ্রহসহ ভ্রমে অহরহঃ
উপগ্রহ কত চাঁদের মেলা।
ঘোরে দিবা রাতি নাহিক বিরতি,
স্বভাবের নীতি কে করে হেলা॥
শ্বেত রক্ত পীত হরিত-জড়িত,
বিবিধ বরণে বিবিধ রবি,
রঞ্জিত কিরণে সুদূর গগনে
চিত্রিছে কতই বিচিত্র ছবি॥
কোথামাত্র এক, কোথা অতিরেক,
কোথা পুঞ্জ পুঞ্জ তপনরাশি,

ভ্রমিছে রঙ্গেতে লইয়া সঙ্গেতে
ভূমণ্ডল কত, কত বা শশী ॥
মায়া-রজ্জু বলে আকর্ষিয়া কলে
খেলিছে প্রকৃতি কৌতুকী বালা,
দিগন্ত ব্যাপিয়া, যুগান্ত যুড়িয়া,
অনন্ত গোলকে অপূর্ব্ব খেলা ॥
অসঙ্খ্য আধারে, অশেষ আকারে,
সমদ্ভূত কত অনন্ত জীবী।
অনন্ত আলোকে, অনন্ত পুলকে,
আহা কি মহান অনন্ত-ছবি !
প্রাণী সমন্বিত অনন্ত জগত,
তরি-শ্রেণী যথা জলধি জলে।
কারণাব্ধিনীরে, মায়ার সমীরে,
কাল-স্রোত বেগে যাইছে চলে ॥
অখণ্ড মণ্ডল ব্যাপ্ত চরাচর
মহা বিশ্বকাণ্ড জীবনময়,
সকলি অসার হবে নিরাধার,
শিব বিনা সব হইবে লয় ॥

অহো বিশ্বেশ্বর বিশ্ব-বীজ হর
ভবেশ শঙ্কর বিশ্ব-গুরো !
বিশ্ব-ভয় হর বরাভয় কর
করুণা নিধান কল্পতরো !!
অহো শুভঙ্কর শিব শম্ভু হর
পরম আরাধ্য আদীশ্বর।
মঙ্গলদায়ক ভীতি নিবারক
কৃতান্ত-অন্তক মহেশ্বর ॥
অহো মহাদেব দেব অধিদেব
সদাশিব হর শান্তিময়।
শান্তি বিধায়ক আনন্দ বর্দ্ধক
সদানন্দ-চিত চিন্ময় ॥
বিজ্ঞান-নায়ক জ্ঞান-বিধায়ক
জ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময় যোগীশ্বর।
ত্রিগুণ নাশক নির্গুণ পাবক
সর্ব্বভূতাত্মক ভূতেশ্বর !—

তোমার জীবনে জগত জীবন
তোমার বিলয়ে জগত লয়।

তোমার বিভূতি জগত-দীধিতি,
শিবাত্মা সকল জগতময় ॥
অজর অমর নিতান্ত অক্ষর
প্রজ্জ্বলিত সদা চেতনা তব।
সদা দীপ্তিমান নাহিক নির্ব্বাণ,
নাহি আদি অন্ত সয়ম্ভু শিব ॥
স্থূল সূক্ষ্মাধারে ত্রিগুণ অন্তরে
জ্বলিছে নিয়ত প্রভূত্ত বলে।
ঢাকা গুণাধারে কে দেখে তোমারে
মহাবহ্নি যথা ভূগর্ত্ত তলে ॥
রোগ দুঃখ শোকে ঘোর দুর্ব্বিপাকে
মহা দুঃখী যবে পড়িয়া ভূমে।
ভুলি দুঃখ যত থাকে অভিভূত
সংজ্ঞাপরি শূন্য গভীর ঘুমে ॥
স্বপ্ন-বিরহিত রহে নিদ্রাগত
না রহে কিছুই উদ্বেগ-লেশ ;
প্রশান্ত বদন মুদিত নয়ন
সর্ব্ব অবয়বে শান্তির বেশ ॥
দেহ নিদ্রাগত রয়েছে নিশ্চেত,
মনোবৃত্তি যত বিরত কাজে।

জাগিছে তখন নিগূঢ় চেতন,
অতি গুহ্যতম অন্তর মাঝে ॥
স্থূল সূক্ষ্ম দেহ বাসনার গেহ,
অহরহঃ যাহে রিপুর বাস।
ব্যাধি জরা ক্রমে ঘোর পরাক্রমে
অহর্নিশি যাহা করিছে নাশ ॥
অহমিত্যাকার মোহ অন্ধকার
চতুর্দ্দিকে তার রয়েছে ঘেরা।
নিভৃত নিবিড়ে জ্ঞান দীপ করে
চৈতন্য প্রহরী সতত খাড়া ॥
ছাড়ি কোলাহল নিদ্রায় বিকল
রিপুদল যত কেহ না জাগে।
স্বধু অন্তরাত্মা সমভাব সদা
আছে জাগরুক অন্তরভাগে ॥
সেই সে প্রহরী জ্ঞান দীপধারী,
সেই শান্তি শান্তি মঙ্গলময়।
শেই শান্তি জ্যোতি অন্ধতমোভেদি
নিদ্রিতের দেহে প্রদীপ্ত রয় ॥
দেহ দেহী যত গুণত্রয় যুত
মায়া সমদ্ভুত ত্রিগুণচয়।

দেহ অচেতন, সুপ্ত যবে মন,
শিবাত্মা তখনো চেতন রয়॥
সত্ব রজস্তম ত্রিগুণ উত্তম,
মধ্যম, অধম, ত্রিবিধরূপ।
আছে আবরিয়া আলোক ঢাকিয়া,
বিরূপ করিয়া স্বভাবরূপ॥
সত্ব স্বচ্ছ অতি, নাহি বর্ণভাতি,
দীপ ঢাকি যথা ফটিক সাজে।
না ঠেকায় আভা, আলোকের শোভা,
নিবারে কেবল পশিতে মাঝে॥
রজো বর্ণময় তবু স্বচ্ছ হয়,
করে রূপান্তর বরণ বিভা।
তমো আবরণ, করে নিবারণ,
মৃদাধারে যথা আলোক-শোভা।
ভেদিয়া এ তিন ক্রমে হয়ে ক্ষীণ
বাহিরায় কিছু অন্তরতাপ।
হয় হেন মতে সগুণ জগতে
উপলব্ধি সুধু আত্মার ভাব॥
নাহি দেখা যায়, মাত্র জানা যায়
আছে মধ্যে কিছু সতেজ অতি।

বহু অনুমানে, বিচার বিধানে,
ভাবা যায় মনে, তাহার ভাতি ॥
সেই সে পরম, জীবের চরম,
সেই শিব-আত্মা সকল ভূতে।
ব্যাপ্ত চরাচর, তবু অগোচর,
নহে গম্য কভু বুদ্ধির পথে ॥
নাহি ক্ষুধা ভোগ, নাহি দুঃখ রোগ,
নাহি ত কামনা ভাবনা কভু।
না আছে অভাব, সদা সমভাব,
ধ্বংস প্রাদুর্ভাব বিহীন বিভু ॥
সতত চেতন, না হয় কখন,
সুষুপ্তি স্বপন আবেশ লেশ।
নাহি রাত্রি দিবা, পল দণ্ড কিবা,
বর্ষ মাস-ঋতু কালের শেষ ॥
নাহি উদয়াস্ত, নহে রাহু-গ্রস্ত,
নাহি অয়নাদি কালের গতি।
শিরসি উপর, সদা স্থিরতর,
দিক্ প্রভাকর প্রখর অতি ॥
নাহিক বাসনা, ইচ্ছা বিবেচনা,
সুতর্ক বিতর্ক প্রবল ঝড়।

প্রবৃত্তি তুফান, নাহি বৃষ্টিবান,
চিন্তামেঘে কভু না করে ঘোর ।।
নাহি আন্দোলন, কার্য্য বিড়ম্বন,
সংসার তাড়ন ক্লেশের সুখ।
নাহি উত্তেজন, নাহি প্রয়োজন,
নাহিক সম্মুখ পরাঙ্‌মুখ ॥
তুমি-আমি-ভেদ পুরুষ প্রভেদ,
নাহি ভেদাভেদ কখনো তার।
নাহিক স্বজাতি, নাহিক বিজাতি,
নাহি অন্য কোন কিছুই আর ॥
আর কি বলিব, তত্ত্বমসি শিব,
তুমি একমেব বিশ্বাস-ভূমি।
তুমি অদ্বিতীয়, তুমি হে তুরীয়,
ইহ সর্ব্বখলু কেবল তুমি ॥
তুমি সত্য এক তদঅতিরেক
অসত্য অনেক উপাধিময়,
হইয়া তোমাতে, রয়েছে তোমাতে,
তোমাতেই শেষে হইবে লয় ॥
বিম্বের সমান দেখিমাত্র ভান,
দৃশ্যমান সুধু ছায়ার ফলে।

পবন-হিল্লোলে সঞ্চালিত জলে
ভানু-বিম্ব যথা শতধা টলে ॥
মায়ার বঞ্চনা কেবল কল্পনা,
স্বপন রচনা সুষুপ্ত মনে।
লুপ্ত জাগরণে, তপন কিরণে—
ভূত ভ্রান্তি যথা তিমির সনে ॥
মায়া সমুদ্ভূত দেহ দেহী যত,
অসঙ্খ্য বুদ্বুদ জল্পনা জলে।
উঠে পড়ে মিলে, খেলে চলে গলে,
সকলি মায়ার কুহক কলে ॥
মিছে মহামায়া, প্রপঞ্চের কায়া,
ভঙ্গুর যতেক ভৌতিক খেলা।
পলকে পলকে ঢলকে ঢলকে
আসিছে যাইছে জীবের মেলা ॥
বায়ুতে কোয়াসা, মায়ার তামাসা,
মৃগতৃষা যথা আকাশ-পটে।
অটবী নগরী, গৃহ যান তরি,
মিছে ঘটা সব মায়াতে ঘটে ॥
মায়া সমুদ্ভব অনিত্য বিভব,
যত কিছু সব সংসার-ঘটা।

জনম মরণ, মায়া প্রকরণ,
সুখ দুঃখ যত বিষম লেঠা ॥

(মায়া।)

আকাশেতে ভানু, বাষ্প রেণু রেণু,
ক্রমে মেঘমালা উঠিছে ভাসি।
কর-প্রতিঘাতে ক্ষণে ক্ষণে তাতে
রূপ রঙ্গ কত খেলিছে হাসি ॥
কভু বায়ু ভরে যাইতেছে উড়ে
শুভ্র অভ্ররাশি গগণ পথে।
শান্তির নিশান ঘুড়িয়া বিমান
খেলিছে ভাস্কর-কিরণ-সাথে ॥
কভু মেঘমালা কাঞ্চন মেখলা
সজ্জিত রঞ্জিত সুন্দর-তনু।
কভু ঘনঘটা বিজলীর ছটা
ছাইয়া গগন ঢাকিছে ভানু ॥
কভু নীল পীত কভু বা লোহিত
কভু কাল মেঘে করিছে ঘোর।
কভু বৃষ্টিবান ধারা খরশান
বরষিছে বেগে বাঁধিয়া জোর ॥

কভু বা অচল, নাহি চলাচল,
যেন বা অচল শোভিছে দূরে।
কভু সুচঞ্চল, কভু কেলি-চল,
ললিত চরণে চলিছে ধীরে ॥
কভু এক দিকে রঞ্জিত আলোকে
ছুটিছে চমকে কিরণ-ছটা।
আধই বদনে চপল নয়নে
খেলিছে যেন বা হাসির ঘটা ॥
তবে অন্য দিকে সুগভীর মেঘে
করিছে কালিমা নাহিত আল।
আধ মুখশশী বিষাদে তামসী
রাহুগ্রাসে যেন হয়েছে কাল ॥
প্রবৃত্তি অনিলে ত্রিগুণ সলিলে
ঘটিছে কতই মায়ার খেলা।
বাসনা-তরঙ্গ, যোগাইছে রঙ্গ,
কে বুঝে মায়ার অনন্ত লীলা ?
আলোকের ছায়া মহা শক্তি মায়া
ইচ্ছাময়ী সে যে ত্রিগুণযুত।
মনে মনে তার জাগিছে অপার
মহা দুর্নিবার বাসনা কত ॥

অস্থির প্রকৃতি, সুচঞ্চল অতি,
অশেষ মূরতি পলকে ধরে।
এই হাসি রাশি পূর্ণ মুখশশী,
এই ত গম্ভীর গুমান ভরে॥
এই পূর্ণ আশা, আবার নিরাশা,
এই ত আবার উদ্যম ভরা।
আবার এখন করিছে রোদন,
ভাবিতে ভাবিতে হইছে সারা॥
এই পুনরায় পুলকিত-কায়,
মিটিল হেলায় মনের সাধ।
আবার তখনি পরমাদ গণি
বাধিল সুখেতে বিষম বাদ॥
বড়ই বালাই! নিজ অনুযায়ী
নহে চিরস্থায়ী কিছুই তার।
মনে লয় কত, মিলে না ত তত
নিয়ত কেবল কামনা সার॥

নির্গুণ শঙ্কর, নির্ম্মেঘ ভাস্কর,
মালিন্য কথনো নাহিক তার।

থাকি চারিধারে আবরিয়া তারে,
মায়া-মেঘে করে মোহ আঁধার ॥
শিব জ্ঞান-ভানু তেজো পরমাণু
বিস্তারিছে সদা সংসার ভরি।
মায়া-মেঘরাশি করিছে তামসী,
মহামহা-মোহ জ্ঞানের অরি ॥
এ হেন মায়াতে মোহ তিমিরেতে
আচ্ছন্ন কেন হে চৈতন্যময়।
শিব তূষ্ণীম্ভূত জ্ঞান বিমোহিত ,
আলো বদ্ধ কেন আঁধারে রয় ?
ছাড়িয়াছে মায়া সেত তার দয়া,
শিব জ্যোতির্ম্ময় জাগহে আজি।
কেন হয়ে ভীত রয়েছ পতিত,
এযে ভেল্‌কি সব ভোজের বাজী ॥
উঠহে শঙ্কর বিশ্ব-বিভাকর,
মোহ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠহে জাগি।
মায়ার বন্ধনে সুখানুসন্ধানে,
কেন হও মিছে দুঃখের ভাগী ?
সমেঘ গগনে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
ক্ষণপ্রভা যথা চমকে সাজে।

পলকে বিকাশি নয়ন ঝলসি,
পলকে লুকায় তিমিরমাঝে ॥
মায়ামেঘ মাঝে তেমতি বিরাজে
সুখ ক্ষণপ্রভা ক্ষণিক আল,
ক্ষণেক হাসিয়া যায় লুকাইয়া,
থাকে দুঃখ ঘোর গভীর কাল ॥
যত তীক্ষ্ণ আল তত ঘোর কাল,
নেত্রে যত ধাঁধা আঁধটি তত,
সুখ বৃদ্ধি যত দুঃখ বাড়ে তত,
চিরসুখে দুঃখ নহে ত হত ॥
চপলার হাসি বটে সর্ব্বনাশী,
অবশেষে করে অশনি পাত।
ঘোর প্রহরণে মরম ঘাতনে
ঘুচে একেবারে সুখের সাধ ॥
নির্ম্মল গগনে তপন কিরণে
প্রতিভাত যথা চাঁদের আল।
জ্ঞান উদ্দীপনে শান্তি জাগে মনে,
সুখ হ'তে শান্তি সতত ভাল ॥
প্রতিভা বিহীন ভানুচন্দ্র-হীন
বিমল গগনে তারকা-ভাতি।

তিমিরে বিলীন, নহেত মলিন,
মেঘ হতে ভাল সেও যে অতি ॥
আশা থাকে মনে ভরিবে কিরণে,
উদিবে যখনে গগনে ভানু।
উদিবে চন্দ্রমা, ঘুচিবে কালিমা,
না থাকিবে তবে তিমির অণু ॥
জ্ঞান প্রভাকর শান্তি শশধর
উদিবে উদিবে, নাহি ত ভুল।
মানস-সরসে কিরণ পরশে
ফুটিবে মঙ্গল কুসুমকুল ॥
তুমিহে নিষ্কল জগত-মঙ্গল,
মায়ার কলনে বিকল অতি।
বাঞ্ছ তবু তারে হানে যে তোমারে,
কেন হে মমতা তাহার প্রতি ?
ছেড়েছে তোমায়, ছাড়হে তাহায়,
মমতা-বন্ধন করহে দূর।
চিত্ত চমকিয়া বিজলী হাসিয়া
এড়িবে না আর অশনি ঘোর ॥

শিবসঙ্গীত।

উপসংহার।

১

ক্ষান্ত না হইতে আমি দেখি সবিস্ময়ে,
শঙ্কর-হৃদয় মাঝে দেবী ধীরে ধীরে
হইছেন নিমজ্জিত। প্রদোষ সময়ে
নিমজ্জে তপন যেন মহাসিন্ধু-নীরে।
ক্রমশঃ ডুবিল জানু, কটীতট, পরে
উরস, উদর, বক্ষ যাইল ডুবিয়া।
সুনীল কিরণ-জাল উঠিল অম্বরে,
দেবী-দেহোদ্ভবা বিভা, ভূতল ছাড়িয়া
সমস্ত শরীর পরে ক্রমশঃ ডুবিয়া
শিবদেহে একেবারে গেল মিশাইয়া।

২

নিবিল নীলিম রশ্মি, মহাদৃশ্য ক্রমে
হইল বিলুপ্ত, সব ঢাকিল তিমিরে।
অস্ত যবে দিনমণি সন্ধ্যা সমাগমে,
উত্তাল তরঙ্গদল অকুল সাগরে,

ঘনগণ সুদূর ভূধর-দৃশ্য-সম—
নিবিড় নীলিমা ময় সুনিম্ন বিমানে,
হয় যথা বিলুপ্ত তিমিরে গাঢ়তম,
না থাকে প্রভেদ মাত্র সাগরে গগনে,
একাকার সমুদায়, নৈশ অন্ধকারে
অদৃশ্য সকল দৃশ্য হয় একে বারে ॥

৩

সেই মত দেখিলাম। শঙ্করের দেহ,
ভূত প্রেত পিশাচ গুহ্যক দৈত্য দানা,
অথবা শকুনি গৃধ্র, শিবা কাক সহ
শবগণে যে সকলে দিতেছিল হানা,
আরো আরো বিঘোর মশান দৃশ্য যত—
ভয়ঙ্কর মহাদৃশ্য, ব্যাপক মেদিনী—
ছিল যাহে মহাভয়ে সৃষ্টি অভিভূত,
সকলি বিলুপ্ত এবে সহ করালিনী।
অন্ধকার দশ দিশ, ভূতলে গগনে,
না পাই দেখিতে এবে কিছুই নয়নে ॥

৪

বিলুপ্ত সকল রব, ঘোর কোলাহল
স্থগিত, সংগ্রাম ক্ষেত্রে নিতান্ত নীরব!

দেখি এবে আর নাহি টলে ভূমণ্ডল ;
তরী যথা স্থির, যবে সুস্থির অর্ণব
প্রবল ঝটিকা অন্তে, তেমতি এ ধরা—
মহাকম্পে কাঁপিয়া কাঁপিয়া এতক্ষণ
হইয়াছে স্থিরতর। নাহি পাই সাড়া—
কোন দিকে, কোনরূপে কিছুর(ই)এখন।
দেখিলাম রহিয়াছি একাকী বিজনে,
নিতান্ত সকল শূন্য, শূন্য ত্রিভুবনে ॥

৫

অদ্ভুত ব্যাপার এই ! না পারি বুঝিতে,
কি হেতু, কি রূপে মগ্ন হইলা কালিকা
সদাশিব-হৃদিদেশে। এ কি আচম্বিতে—
হইল পতন যেন অন্ধ যবনিকা
মহা রণ-রঙ্গভূমে। ভাবিলাম মনে,
হইলা কি অন্তর্হিতা সংহারকারিণী,
সংহারিয়া শঙ্করে সমর অবসানে ?
দারুণ সতীত্ব তব ভীষণা রমণী !
সহগামী হলে তার সংহারিলা যারে।
এ ঘোর চরিত্র তব বুঝিতে কে পারে ?

৬

যথার্থ কি সদাশিব হইলা নিধন ?
এ নহে সম্ভব কভু। তুষ্ণীম্ভূত তনু
হইবে সতেজ পুন, জাগিবে জীবন,—
গ্রাসান্তে কিরণময় স্বর্গে যথা ভানু।
অন্তর আকুল বড় হইল আমার
দেখিতে সে শান্তিময় গম্ভীর মূরতি,
রজত-কন্দর-সম সুন্দর আকার,
জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ সুশোভন অতি।
ভক্তিভরে তবে আমি যুক্ত করি পাণি,
বলিলাম গদগদ স্তুতিময় বাণী॥

৭

উঠ হে জাগিয়া পুন চৈতন্য-মিহির,
কেন হে রহিবে তুমি সমাচ্ছন্ন মোহে ?
কর হে বিনাশ তূর্ণ এ ঘোর তিমির,
বিস্তার রজত-রশ্মি পুনরায় দেহে।
ভূতল-শয়ন ত্যজি উঠ হে জাগিয়া,
দেখা দেও এ অধমে করুণানিধান।
বল হে একটি কথা, শ্রবণ ভরিয়া
শুনিব হে পুনরায় সে গম্ভীর তান।

বল হে, বল হে কথা, একান্ত অন্তরে
যাঁচিতেছি ভিক্ষা, দয়া কর হে কাতরে ॥

৮

উঠিল গম্ভীর রব অম্বর ভরিয়া ;
কভু নাহি শুনিয়াছি এ হেন নিনাদ।
স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব দিগন্ত যুড়িয়া
উঠিল বাজিয়া সেই মহাশব্দ ছাঁদ।
শব্দ-সিন্ধু মাঝে যেন আছি নিমজ্জিয়া,—
চতুর্দ্দিকে, ঊর্দ্ধে, অধে, ব্যাপিয়া সংসার,
শ্রবণের পথে শব্দ অন্তরে পশিয়া
আকুল করিল, মর্ম্মে লাগিল ঝঙ্কার।
আপনা বিস্মৃত আমি হইলাম্ শুনি—
সে অপূর্ব্ব, সর্ব্বব্যাপী মহা দৈববাণী ॥

৯

বলিল "রে মন্দমতি কুতর্কী মানব,
অজ্ঞানান্ধমনা, তব ধৃষ্টতা অপার।
অহঙ্কারে মত্ত, কর বাক্যের গৌরব—
যতেক কুযুক্তি তোর সকলি অসার।
তর্কের তরঙ্গময় অকূল পাথার—
রেখে দে রে দূরে তোর বেদান্ত বিচার ॥

১০

"স্থূলদর্শী, অসহিষ্ণু, ক্ষমা-গুণ-হীন,
মূর্খতায় পরিপূর্ণ অন্তর তোমার।
জান না কি শিবশক্তি প্রভেদবিহীন,
মনের বাসনা আর মন বাসনার?
শিব বিনা শিবজায়া অন্য নাহি জানে,
হর-হৃদি-নিবাসিনী হর-মনোরমা।
শত অপরাধ তার নাহি গণি মনে,
এ ভব-ভবনে সতী সতীত্ব-চন্দ্রমা।
ওরে মূর্খ, দুর্ব্বিনীত কি বলিব তোকে,
সতীর চরণতলে থাকি আমি সুখে॥"

১১

ক্ষান্ত হ'ল দৈববাণী হুঙ্কারিয়া ঘোরে,
ভীষণ স্বপন মম ভাঙ্গিল সজোরে।
দেখিলাম তমোপূর্ণা গভীরা যামিনী,
বহিছে সম্মুখে মম তরঙ্গ-বাহিনী।
দূর্ব্বাদল শয্যাপরে তটিনীর তীরে—
রহিয়াছি শয়িত, পবন বহে ধীরে।

দেখিলাম অস্তমিত হইয়াছে শশী,
আকাশে মেঘের ঘটা লেপিয়াছে মসী।
ভাবিলাম ঘোর স্বপ্ন দেখেছি নিদ্রায়,
আশ্চর্য্য ! স্বপন ব'লে বুঝি নাই তায়।
যে ঘোর হুঙ্কারে হরে দেখিনু মূর্চ্ছিত,
রহিলাম আমি তায় কেমনে জীবিত ?
স্বপ্ন ব'লে জানা ছিল তখনি উচিত,
মূর্খ আমি ! করিয়াছি জ্ঞান বিপরীত।
সত্যজ্ঞানে বলিয়াছি রুক্ষ কথা কত,
করিয়াছি অপরাধ ক্ষমা-বহির্ভূত।
নারী-নর-কণ্ঠমণি, নিন্দিয়াছি তায়,
এখনে ত উদ্ধারের না দেখি উপায় !

সতীকাব্য।

পতির বিরহে সতী * করিছে রোদন।
বলিতেছে সখী তারে সান্ত্বনা-বচন ॥

---

* নায়িকার নামও সতী

(সখী)

সান্ত্ব হও প্রাণসখি কাঁদিয়া কি ফল গো—
বুঝে কি বুঝ না সব বিধাতার কল গো ?
বিধি যাহা দিয়ে নেয়, কাঁদিলে কি ফিরে দেয়,
দিত যদি কাঁদিতাম আমরা কেবল গো—
কাঁদিয়া হারাবে স্বধু দেহ-বুদ্ধি-বল গো ॥

(সতী)

হইব না সান্ত্ব আমি করিব রোদন গো—
মিছেমিছি কেন সখি দেও মোরে সান্ত্বনা?
জেনেছ কি কখনও কঠিন কেমন গো—
বল যাহা বারে বারে বিধাতার বঞ্চনা ?
হারায়েছ পেয়ে নিধি আমার মতন গো,
সুখান্তে দুঃখেতে কভু পেয়েছ কি লাঞ্ছনা ?
জ্বলিছে অন্তরে মম বিষম আগুণ গো—
প্রবোধ প্রক্ষেপে আরো বাড়ে স্বধু যন্ত্রণা।
কেমনে হইব সান্ত্ব, করিব রোদন গো,
দিও না দিও না মোরে দিও না গো সান্ত্বনা॥

(সখী)

ধৈরজ ধর গো কিছু, কাঁদিলে কি পাইবে—
শুনিলে শোকের ধ্বনি শত্রুকুল হাসিবে।
তোমার বদনশশী কাঁদিয়া হয়েছে মসী,

নেত্রনীরে দিবানিশি আর কত ভাসিবে—
অমূল্য জীবন কি গো একেবারে নাশিবে ?

(সতী)

কেমনে হইব সান্ত্ব অন্তর দহিছে গো—
বিষম সন্তাপে মোর হৃদয় ফাটিছে গো।
জীবন জ্বালায় সই উথলি উঠিছে গো—
কেমনে নিবারি বারি নয়নে ছুটিছে গো।
কত যে যাতনা মনে নিয়ত হতেছে গো—
কে বুঝিবে কাহার(ই) বা এমন হয়েছে গো
এ দেহ দুঃখেতে অতি ভার ত লাগিছে গো—
সহিতে না পারি আর যাতনা বাড়িছে গো।
যার মানে মানী আমি সে চলে গিয়েছে গো—
শত্রুকুল হাসে আর বল মোরে মিছে গো।
এখন বাঁচি গো ম'লে, কি করিবে বুদ্ধিবলে,
কি হবে শরীর গেলে সুখ ত গিয়েছে গো—
কেমনে হইব সান্ত্ব, প্রাণ ত কাঁদিছে গো॥

(সখী)

এমন দারুণ কথা আর মুখে নিও না,
জীবন পরম ধন নষ্ট হতে দিও না।

আপনি যাইছে চলে, ফোটা ফোটা পলে পলে,
অকালে জীবন গেলে সুফল ফলিবে না—
এ জল ফেলিলে ঢেলে আর ত মিলিবে না॥

(পুন)

আরো কেন মনে ভেবে দেখ এক বার না—
ও জীবনে অধিকার কেবল তোমার না।
দুঃখে দুখী সুখে সুখী, আমরা তোমারি সখি,
আমাদের পানে কি গো বারেক চাহিবে না
তোমা ছাড়া প্রাণসখি প্রাণ ত বাঁচিবে না॥

(সতী)

সখি গো—
কি বলিলে, আমাছাড়া পারিবে না বাঁচিতে—
আমি কি রহিব এই নাথহীন জগতে?
সখি গো—
পলে পলে ছার প্রাণ যাবে বহুকালে গো—
কেন না দিলাম ঢেলে নাথপদতলে গো।
কি ফল ফলিবে আর এখন রাখিলে গো—
কি কাজে লাগিবে আর এই মহীতলে গো॥
বিলম্ব কেন গো করি, সে পদ স্মরণ করি,
এখনি জীবন-বারি দেই আমি ঢেলে গো—
এখনি তাহার সঙ্গে হইবে মিলন গো॥

(সখী)

ব'ল না এমন কথা, দেখ মনে ভাবিয়া,
পাইবে কালেতে তাঁকে ধ্যানপথে থাকিয়া।
পতিচিন্তা-পথ গতা যথা দেবী মহাশ্বেতা
সান্ত্বিলা সন্তাপ সদা যোগ চিন্তা করিয়া,
কেন না হও গো সান্ত্ব সেই পন্থা ধরিয়া ?

(পুন)

জীবন ত পরিমিত অতি অল্পকাল গো—
দেখিতে দেখিতে যাবে করি আজ কাল গো।
কালের ত দ্রুত গতি, আসে যায় নিতি নিতি,
ভেবে দেখ জন্মাবধি গেল যত কাল গো—
মুহূর্ত্ত সমান সব, লাগে যেন কাল গো।
উতলা কেনগো হও, কিছুদিন বেঁচে রও,
শান্তি পথে মন দেও পাইবে সকল গো—
পাইবে কালেতে যারে হরিয়াছে কাল গো॥

(সতী)

সখি গো—
সুখের জীবন যায় দেখিতে দেখিতে গো,
মুহূর্ত্ত যুগান্ত সম অভাগীর কপালে।

ছিলাম পতির সঙ্গে বড়ই সুখেতে গো—
সে কাল উড়িয়া সখি গেল অতি সকালে ॥
এখন না উড়ে কাল, আমার বক্ষেতে গো—
অচল হইয়া যেন চাপিয়াছে সবলে।
কিছুতে না কমে ভার, না পারি থাকিতে গো—
আরো যেন বাড়িতেছে প্রতি পল বিপলে।
ধরিতে শান্তির পথ বল মোরে কি ব'লে ?
আমি ত হতেছি দগ্ধ সদা শোক-অনলে।
কেবল অনল আমি দেখি এই ভূতলে,
শান্তি কোথা, না তরিলে সমাধির অনলে ?
এ দুঃখ কাহারে কই, যাতনা কেমনে সই,
আমার সান্ত্বনা কই অবনীতে থাকিলে ?
শান্তি সুধু আছে সই তার সঙ্গে মিলিলে।
তুমি বল পাব কালে, পাব আমি কত কালে ?
সে যে বড় দীর্ঘকাল ফুরাবে না একালে,
কি ফল ফলিবে বল মর্ম্মে ম'রে বাঁচিলে !
কেন বল মহাশ্বেতা, বিফল তাহার কথা ;
বিশেষ কি হবে বৃথা দুঃখে কাল কাটিলে,
এখনি ত হব সুখী দেহ কারা ছাড়িলে ॥

সখি গো—
মহাশ্বেতা মম তুল্য সুখী হয়ে ছিল না।
পতি কি পরম ধন কভু জেনে ছিল না॥
অথবা আমার মত ভাল সে বাসিত না।
বাসিলে কখনো ছেড়ে বাঁচিতে পারিত না॥
তাহার সঙ্গেতে সখি তুলনা তুলিও না॥
তাহাকে ভাবিয়া যেন আমায় ভুলিও না॥
যোগচিন্তা পথে তার সীমা আমি দেখি না।
থাকিতে সহজ পথ দীর্ঘ পথে যাব না॥
কেবল যোগের চিন্তা সহিতে পারিব না।
এখনি লভিব যোগ আর দূরে রব না॥
সখি গো—
নারীর দৃষ্টান্ত সেই রাজপুত-বালা গো—
পদ্মিনী, পরমা সতী, বিধবা না হইলা।
জীবিত থাকিতে পতি, অনলে পশিলা সতী,
তিলার্দ্ধ হইবে গৌণ শঙ্কা মনে গণিলা,
আগে যেয়ে স্বর্গে পরে প্রাণপতি ভেটিলা॥
সখি গো—
আমি ত কঠিনা অতি সহিতেছি জ্বালা গো—
এত যে সন্তাপ তবু আছি দেখ বাঁচিয়া।

হারাইয়া পতি ধনে আছি একা এ ভুবনে,
চাহি সদা শূন্য পানে গিয়েছি ত ভুলিয়া—
স্বামী আছে স্বর্গে সই আমা ছাড়া হইয়া ॥

(সখী)

হায় সখি প্রাণসখি—

(সতী)

সখি গো—
আমি ত কঠিনা অতি, নতুবা কেমনে গো
দেশান্তরে পতি মোর গেলা যবে চলিয়া,
কেন না ধরিয়া পায় গেলাম সঙ্গেতে, হায়!
যাইতে দিলাম তায় কেন মোরে ছাড়িয়া,
শূন্য গৃহে রহিলাম কোন প্রাণে বাঁচিয়া ?
সখি গো—
আমি ত কঠিনা অতি নতুবা কেমনে গো
কাটিলাম পঞ্চ বর্ষ শূন্য দেহ ধরিয়া।
পতি গেল পরবাসে, রহিলাম নিজ বাসে,
তাহার আসার আশে পথপানে চাহিয়া,
কেন না গেলাম তার পাছে পাছে ছুটিয়া ?
সখি গো—
আমি ত কঠিনা অতি নতুবা কেমনে গো
পঞ্চবর্ষ পরে যবে পতি এল ফিরিয়া।

পাইলাম মনে করে আসিলাম নদীতীরে,
দেখিলাম তরী দূরে গেল জলে ডুবিয়া !
হারাইয়া সব আমি রহিলাম চাহিয়া !!

(কিঞ্চিৎকাল নীরব থাকিয়া পুন)

রহিলাম কত কাল পারি না ত বলিতে—
এখনো সে ঘোর চিত্র আছে চক্ষে লাগিয়া।
দেখি কতকাল পরে আছি আমি শূন্য ঘরে,
তুমি মোরে কোলে করে আছ সখি বসিয়া,
ছলিলে তখন মোরে কত কথা বলিয়া॥

(পুন)

জানাইলে নিদ্রাবসে দেখেছি স্বপন গো—
মিথ্যা সব, আসে নাই পতি মোর ফিরিয়া।
বলিলে গো কত করে যাই নাই নদীতীরে,
ঘুমিয়া ছিলাম ঘরে, তার চিন্তা করিয়া—
দেখিয়া স্বপন ঘোর উঠিয়াছি জাগিয়া॥

(পুন)

উঠিতে যাইয়া দেখি পারি না উঠিতে গো—
শক্তি হীন—যাইলাম শয্যাতলে পড়িয়া।
বলিলে কেঁদেছি কত ডাকি তারে অবিরত
হয়ে যেন সংজ্ঞাহত ঘোর স্বপ্ন দেখিয়া,
হয়েছি কাতর তাই দুঃখ মনে পাইয়া॥

(পুন)

চিন্তার শকতি মোর ছিল না কিছুই গো—
বুঝিতে না পারিয়া গো রহিলাম অমনি।
বলিলে ভৌতিক পীড়া, আমার কপাল পোড়া,
প্রাণ কেন দেহ ছাড়া হইল না তখনি—
হয়েছে কঠিন বুঝি কর্ম্ম দোষে এমনি ?
অশেষ যতন করে শুশ্রূষা করিলে মোরে,
নীরোগ হইয়া পরে জানিয়াছি সকলি—
ছলিয়াছ দিয়া মোরে মিছা আশা কেবলি॥

প্রাণ-সখি !—
তুলিও না মনে আর—

(সতী)

হায় সখি এবে আমি জেনেছি সকল গো—
আমার সুখের তরী ডুবিয়াছে নদীতে।
হইয়া চেতনা-হীন আছিলাম কত দিন,
নীরোগ করিলে কেন ? জাগাইলে জানিতে—
হায় সখি কেন মোরে দিলে না গো মরিতে!!

(সখী)

নীরোগ কোথা গো তুমি অতীব কাতরা গো—
শরীর মন্দির তব পড়িছে ত ভাঙ্গিয়া।

কেবল নয়ন-ভাতি আঁধারে দিতেছে বাতি,
সদা ভয় তাও জানি কবে যাবে নিবিয়া—
কাল চোর নিবে কবে প্রাণ ধন হরিয়া !!

(সতী)

ভালই করেছ সখি জাগায়ে আমায় গো—
সজ্ঞানে যাইব এবে প্রাণনাথ সদনে।
ছাড়িয়া ভঙ্গূর কায়া হইব তাঁহার ছায়া,
লভিব পরম যোগ ভক্তি যোগে এখনে—
জীবন অঞ্জলি সখি দিব পতি চরণে ॥

(সখী)

হায় সখি এত অল্প বয়স তোমার গো—
সরস কমল তব নবীন জীবন।
সংসার-সরসী-জলে, পরিপূর্ণ পরিমলে
এইমাত্র ফুটে ছিলে কিসের কারণ গো—
কিসের কারণ !

(সতী)

তাহারি কারণ সখি তাহারি কারণ গো—
তাহারি কারণ ॥

(সখী)

সখি গো—

না হইতে মধ্য-দিবা এতই সকালে গো—

কেমনে করিবে তুমি লীলা সংবরণ!

এস এস প্রাণ সখি হৃদয়ে ভরিয়া রাখি,

অসময়ে পঙ্কজ কি মুদিবে নয়ন গো—

মুদিবে নয়ন!

(সতী)

অকালে গিয়েছে অস্ত আমার তপন গো—

আমার তপন!

(সখী)

হায় সখি যাইবে কি ফুরাইয়া সব গো—

কুসুমিত কুন্দলতা করিবে ছেদন?

যতেক যতন সখি হত সব হইবে কি?

তোমার এ ভাবে দেখি শূন্য ত্রিভুবন গো—

শূন্য ত্রিভুবন!

(সতী)

হারায়েছি আমি সখি পতি বড় ধন গো—

পতি বড় ধন!!

(সখী)

তোমার বদনচন্দ্র অতি নিরমল গো—
নবীন পল্লব তব চারু করতল।
পঙ্কজ তনু তব, অতুল বিভব সব,
লভিল কি গৌরব যাইতে কেবল গো—
যাইতে কেবল!

(সতী)

তাহারে দিব গো ডালি তাহারি সকল গো—
তাহারি সকল॥

(সখী)

হায় সখি! প্রাণ সখি! প্রাণের পুতলি গো—
পাইয়াছ জন্মাবধি কতই যতন!
কতই সোহাগে সখি রয়েছ সতত সুখী
অবশেষে হইবে কি অকালে মরণ গো—
অকালে মরণ!

(সতী)

পতির পশ্চাতে আমি করিব গমন, সখি
করিব গমন॥

(সখী)

প্রাণের বিহঙ্গ তুমি হৃদয় পিঞ্জরে গো—
যতনে রক্ষিত অতি সাধনের ধন,

শুনিয়াছি কল গান মোহিত অন্তরে গো—
তবরূপ দরশনে মোহিত নয়ন!
কতই করেছি আশা আজনম ভরে গো—
দেখিব শুনিব কত মনের মতন!
না মিটিতে কোন সাধ ঘটিবে কি পরমাদ?
পিঞ্জর ছাড়িয়া কিগো উড়িবে এখন—
সখি উড়িবে এখন!

(সতী)

উড়িব পতির পাছে করো না বারণ সখি
করো না বারণ!

(সখী)

যেয়ো না যেয়ো না সখি যাইতে দিব না গো—
ফেলিয়া ভবের খেলা, থাকিতে জীবন।
অস্ত গেলে নিশিনাথ রজনী মলিনা গো—
না পূরিতে কাল, তবু যায় কি কখন?
নিশি বিনে প্রাণ সই তারকার গতি কই,
তুমি গেলে একান্তই মুদিব নয়ন গো—
মুদিব নয়ন!

(সতী)

মম পতি অস্তগত জন্মের মতন গো—
জন্মের মতন!

(সতী)

সখি গো—

অভাগীর দশা কি গো দেখিয়াও দেখ না—

ভবের খেলা ত সাঙ্গ হয়েছে আমার।

নিশির মালিন্য সখি সতত ত থাকে না,

দিনান্তে পতির সঙ্গে মিলে সে আবার।

আমি ত দুর্ভাগা অতি, হারায়েছি প্রাণ পতি,

কি হবে আমার গতি একান্ত এবার গো—

একান্ত এবার !

গিয়েছে ত পতি মম ফিরিবে না আর গো—

ফিরিবে না আর !!

(সখী স্বগত)

বিফল হইল সব ! সখীত না বাঁচিবে—

যত আশা-মরীচিকা শূন্যে লয় হইবে !

বলি এক হয় আর, সতীকে বুঝান ভার,

পতির উদ্দেশে তার প্রাণ মন ছুটিবে—

জলেতে জলের স্রোত একেবারে মিলিবে ॥

(প্রকাশ্যে)

ওকি হ'ল প্রাণ সখি কি দেখিছ ওখানে—

হঠাৎ কেন গো তব স্থগিত রোদন।

এস এস বক্ষে এস! তব চন্দ্র বদনে—
সখী বলে পুন মোরে কর সম্বোধন ॥
বল বল—কথাবল, কি ভাবিছ এখনে।
না বলিলে প্রাণ-সখি বুঝি আমি কেমনে ॥

(সতী)

সখি—
ওই যে কদম্ব তরু দেখিছ সম্মুখে গো—
ঢালিতেছে কুসুমাশ্রু সমীরণ দোলনে।
এক দিন তার সনে কত যে আনন্দ মনে
আসিলাম ঐ খানে, বলিব তা কেমনে—
বসিলাম তরুমূলে কত সুখে দুজনে।
শুন সখি, তার পরে সাক্ষী করে তরুবরে
নিলাম বন্ধন দোহে অলঙ্ঘন বচনে—
হইব না ছাড়াছাড়ি জীবনে কি মরণে।
বলিলাম আমি তায় সে বলিল পুনরায়
চন্দ্রতারা সমুদায় সাক্ষী আছে গগনে—
কেহকে ছাড়িয়া কেহ রহিব না জীবনে।
একান্ত অন্তরে তবে মজিয়া ভকতি ভাবে
পরমেশে বলিলাম পতি-পত্নী দুজনে—
অলঙ্ঘ্য একথা মোরা লঙ্ঘিব না কখনে ॥

(পুন)

কঠিনা আমি গো বড়! পৃথিবীতে থাকিয়া—
প্রদত্ত বচন মম লঙ্ঘিতেছি নিয়ত।
কি ভাবিছে পতি, হায়! রহিয়াছি ছেড়ে তায়,
আমার বচন সে ত সত্য সদা জানিত—
আমাকে ত প্রাণপতি বড় ভাল বাসিত॥

(পুন)

আমাকে ত প্রাণপতি বড় ভাল বাসিত—
আমাকে দেখিলে সে যে কত খুসি হইত।
অন্য কেহ তার মন বুঝিতে না পারিত—
আমি কাছে না থাকিলে কত কষ্ট পাইত।
এখন আমারি দোষে আছে একা শূন্য বাসে,
রাখি তায় বৃথা আশে আমি আছি জীবিত,
আমার এ দেহ বুঝি পাষাণেই গঠিত॥

(পুন).

উড়িতেছে পতি বুঝি মহা শূন্য বিমানে—
ওই যে প্রদোষ তারা হবেই বা ওখানে।
অথবা পৃথিবীতলে ভ্রমিতেছে জলে স্থলে
একাকী—একাকী হায়! গহনে কি কাননে—
বুঝি প্রাণপতি মম আছেই বা এখানে?

(হঠাৎ চমকিত ভাবে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে করিতে——)

হায় নাথ! তুমি কিহে আছ এই কাননে—
দেখা দেও, এক বার দেখি আমি নয়নে।
দেহ যদি ছাড়িতাম তোমাকে ত পাইতাম,
প্রাণনাথ দেখা দেও! দেখা দেও এখনে—
দুঃখীনীরে দেখা দেও থাকিও না গোপনে!!

(পুন)

কোথা নাথ! কোথা তুমি বল বল বল হে
এ ছার চক্ষুতে হায়! দেখিতে ত পাইনা!
দেহের বন্ধন ঘোর! বিষম যাতনা হে—
কত চেষ্টা করি তবু কিছুতে ত যায় না!
থাকিতে পারি না আর! হইয়াছে গুরু ভার—
এ দুঃখে কর হে পার, অদর্শন রয়ো না!
দেখা দেও! প্রাণ-নাথ! আর ত হে সয়না!!

(কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত থাকিয়া পতন)

(সখী)

কি হ'ল কি হ'ল সখি একি দেখি হায় লো!
যে কথা বলিল সতী করিল কি তাই লো!
সাগর উদ্দেশে বুঝি নদী আজি ছুটিল!
পতির কারণে বুঝি সতী দেহ ছাড়িল!!

(সখী)

সখি গো বদন তোল যেয়ো না গো ফেলিয়া—
আয়ত লোচন তব রে'খ না গো মুদিয়া।
কথা বল প্রাণসখি, চুম্বি তব বদনে—
মেল গো নয়ন, আমি চুম্বি তব নয়নে।

(চুম্বন করিতে করিতে)

নিশ্বাস বহিছে—সখী যায় নাই ছাড়িয়া—
প্রাণ পাখী উড়ু উড়ু—যায় নাই উড়িয়া।
মূর্চ্ছিতা হয়েছে সখী, এই যে নড়িছে দেখি,
এই ত মেলিছে আঁখি, মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া—
প্রাণের পুত্তলি মোর উঠিয়াছে জাগিয়া॥

(মৃদু রবে সতী)

কেমন নিনাদ এই! শুনি আমি শ্রবণে
বাজিছে বাজনা যেন চারি দিকে সঘনে,
শ্রবণ কুহরে পশি অন্তর ভরিয়া—
আকুল করিছে মোরে গম্ভীর নিস্বনে।
মোহন গম্ভীর লঘু, মৃদু তান ধরিয়া—
বাজিছে কি দুন্দুভি অমরের ভবনে?

(সখী)

হায় সখি বল একি কি শুনিলে শ্রবণে—
কিছু ত না শুনি আমি এ নিবিড় বিপিনে।

পাখীগণ করি রব কুলায়ে গিয়েছে সব
নীরব নির্জ্জন এবে, চন্দ্রমার কিরণে—
কিছু ত না দেখি আমি বনরাজি বিহনে ॥

(পুন)

ওই দেখ প্রাণসখি নিরমল গগনে—
কত শোভা করিতেছে পূর্ণিমার চাঁদ।
বিমান ভূতল আজি ভরিয়াছে কিরণে—
অমৃতের ধারা যেন নাহি মানে বাঁধ ॥
আরো দেখ ঝিকি মিকি হাসিতেছে খুসিতে—
ছোটবড় তারা কত বিমানের পটে।
যেন বা নগর মাঝে আমোদের নিশিতে—
জ্বলিছে আলোক মালা ঘাটে বাটে মাঠে ॥
দেখ গো চাঁদের জোতে তটিনীর সলিলে—
ছোট ছোট ঢেউ সব নাচিতেছে কত।
যেন বা পুলক মনে প্রমোদের বিকালে—
বালক বালিকাগণ বাল্য কেলি রত ॥
দেখ গো বারেক চেয়ে কত যেন পুলকে—
সুচপল করজাল চমকিছে জলে।
না দেখি জলদে যেন বিমানের গোলকে—
বিজলি খেলিছে আজি তটিনীর কোলে ॥

এ দিকে আবার দেখ কত শোভা কাননে—
হাসিতেছে চন্দ্রকরে তৃণ লতা তরু।
অমৃত নিষেকে যেন প্রকৃতির আননে—
ভাতিছে জীবন ছটা দরশন চারু।
দেখ গো লড়িছে সব মন্দগতি পবনে—
অমৃত প্রভাবে আজি সঞ্জীবিত বন।
নাচিছে সকল যেন কেলিচল দোলনে—
দোলাইয়া মৃদু মৃদু সবুজ বসন॥
আরো দেখ ভূমিতলে সুন্দর কেমন গো—
খেলিছে আলোর মাঝে সারি সারি ছায়া।
যেন বা তরুর সঙ্গে খেলিতে পবন গো—
ধরিয়াছে কুতূহলে নানাবিধ কায়া॥
দেখ গো—

(সতী)

নাচিছে অপ্সরীগণ বাজিতেছে বাজনা—
গাইছে মঙ্গল গান কিন্নরী সকলে।
সঙ্গীত লহরীময়—নাহি কিছু তুলনা—
অমরা ভাসিছে আজি আনন্দের সলিলে॥

(সখী)

কি বলিছ প্রাণসখি, ব'ল না এমন গো—
কোথা বা কিন্নরগণ কোথাই বা বাজনা।

অপ্সরী দেখিছ কোথা? নির্জ্জন কানন গো—
কোথায় মঙ্গল গান? শুনিতে ত পাই না।
তৃণ গুল্ম তরু লতা—নহে ত অমর গো—
পবনে লড়িছে বন, নহে সখি নাচনা।
বিকল মানস তব, অন্তর কাতর গো—
প্রকৃত প্রকৃতি-রূপ হইছে না ধারণা॥
কল্পনা কুহক-জালে করিছে আকুল গো—
প্রয়োজন নাহি আর দরশন শ্রবণে।
চিন্তার শকতি নাই, হইতেছে ভুল গো—
নিদ্রা যাও অঙ্কে মম নিমীলিত নয়নে।
দূরে যাবে বিকলতা, যুড়াবে শরীর গো॥
সুস্থির হইয়া সখি—

(সতী)

বিবাহ হইবে আজি, বাজিতেছে বাজনা—
অনন্ত সুখের ধাম অমরের ভবনে।
অমর—নাহিক মৃত্যু—নাহি কোন ভাবনা—
যথা যাও—সঙ্গী সদা—চিরকাল এখানে॥

(সখী)

কি বল কি বল সখি—

(সতী)

রোগ শোক দুঃখ তাপ নাহি পারে আসিতে,
নাহিত বিপদ ঘোর, নাহি ডোবে তরণী।
দারুণ পিশাচ দুষ্ট নাহি পারে পশিতে,
বিচ্ছেদের যমালয়—স্বর্গপুরী এমনি ॥

(সখী)

আহা সখি প্রাণসখি—

(সতী)

বড়ই অনন্ত সুখ—লাখ লাখ রজনী—
অনন্ত, অনন্ত আহা—অন্ত নাই কখনি।

(হঠাৎ গাত্রোত্থান।)

(সখী উত্থান পূর্ব্বক)

আহা! একি হইল গো—

(সতী)

আহা কি বিমল আভা অন্ধকার ভেদিয়া,
আলোকে ভরিয়া পথ পড়িয়াছে ওখানে।
স্বর্গের সুবর্ণ দ্বার গিয়াছে ত খুলিয়া,
প্রাণনাথ এই আমি আসিতেছি চরণে ॥

(কদম্ব বৃক্ষের প্রতি ধাবিত।)

(সখী নিবারণ করিয়া—)

কোথা যাও প্রাণসখি, কিসের কারণ গো—
না সখি, যেয়ো না সখি, যেয়ো না গো যেয়ো না
বৃক্ষের আড়াল দিয়া চাঁদের কিরণ গো—
পড়িয়াছে ভূমিতলে দেখিতে কি পাও না

(সতী)

কে তুমি দিতেছ বাধা করিতে গমন গো—
ছেড়ে দেও যাব আমি প্রাণপতি সদনে।
তুমি কি গো দেবদূতী ? বল ত কেমন গো—
আছে প্রাণপতি মম অমরের ভবনে ?
যাইতে দিবে না মোরে ? থাক সদা স্বর্গদ্বারে ?
দ্বারের কিঙ্করী তুমি ? ধরি তব চরণে—
দুঃখিনী আমি গো বড় প্রাণপতি বিহনে !!

(সখী)

হায় ! হায় ! এত দুঃখ ছিল কিরে করমে—
শোকাচ্ছন্ন-মতি হায় ! পারিছে না চিনিতে !
সখি গো প্রাণের সখি ! এই কি ছিল গো বাকী ?
জ্ঞানদীপ নিবিল কি দেহ দেহী থাকিতে !
জীয়ন্তে মরিলে কি গো নিদারুণ দুঃখেতে !!

(সতী)

কেন গো করিছ রাগ, কি দোষ আমার গো—
বারণ করিয়া সবে দিল না ত আসিতে।
বিলম্ব হয়েছে কত, উপযুক্ত কাল গত,
সে জন্য কি দেবী মোরে দিবেই না যাইতে—
সেও কি করেছে মানা অভাগীরে লইতে !!

(রোদন !)

(সখী)

হায় কি করিব আমি, কিছুই না বুঝি গো—
কি বলে বুঝাই, সখী কিছুই ত বুঝে না।
সখি গো প্রাণের সখি ! বারেক দেখ ত দেখি,
আমি তব সখী সই চিনিতে কি পার না ?
উদ্ধারের পথ হায় ! কিছুই ত দেখি না !!

(সতী)

মিছে মিছি কেন মোরে করিতেছ ছলনা—
সাজে কি তোমাকে হেন ? তুমি দেব-ললনা।
কেন গো বলিছ এত ? দীপ্তিমান রয়েছে ত—
ওই যে প্রসস্ত পথ আমি কি গো দেখি না ?
দেখিতে পাও না পথ, বল না গো বল না ॥

(পুন)

ওই ত স্বর্গের দ্বার, ওই ত তোরণ গো—
মণ্ডিত পল্লব ফুলে কতই যে শোভন।
ওই ত ওদিকে তার, দেখিতেছি সুবিস্তার,
রজত প্রাঙ্গণ এক সমুজ্জ্বল বরণ—
দেখ গো ভাতিছে তাহে অলৌকিক কিরণ॥

(সখী)

কেমনে এমন ভ্রম হইল তোমার গো—
কোথা গো তোরণ সখি দেখ ভাল করিয়া।
শোভিছে সুগোল যেন তোরণ আকার গো—
পল্লবিত তরুগণ পরস্পর মিলিয়া।
দেখ সখি অন্তরালে, নির্ম্মল নদীর জলে,
ভাতিছে উজ্জ্বল ছটা চন্দ্রকর পড়িয়া—
দেখ গো তরণী এক যাইতেছে চলিয়া॥

(পুন)

পবন পরশে দেখ উড়িছে নিশান গো—
যেন বা প্রমোদ ভরে থাকি থাকি শিহরে।
ললিত গমনে তরি ক্রমশঃ যাইছে নরি,
না পায় লড়িতে বারি তটিনীর শরীরে,
দেখ গো ধবল পাল ভরিয়াছে সমীরে॥

(সতী)

এ দুঃখে কেমনে মোরে কর উপহাস গো –
নাহি কি অন্তরে তব করুণার কণিকা ?
দেবরথ, দেবদূতী, রজত কাঞ্চন ভাতি,
চূড়ায় সুন্দর অতি উড়িতেছে পতাকা—
আমি কি বুঝি না কিছু, আমি কি গো বালিকা ?

(পুন)

তরণী হইলে দেবি ডুবিছে না কেন গো—
তটিনী হইলে কেন গিলিছেনা তরণী ?
দেখিতে পাইলে তরি তুলিত তরঙ্গ ভারি,
বদন ব্যাদান করি গরাসিত অমনি—
তরঙ্গিনী করালিনী নরকুল ঘাতিনী ॥

(সখী নদীর প্রতি—)

আশ্চর্য্য চরিত্র তব ! কার সাধ্য বুঝিতে—
তরঙ্গিনী বটে তুমি কাম রূপি জগতে।
তব কান্তি শান্তিময়ী জন-মন মোহিতে—
ভীষণা করালী পুন ধন প্রাণ নাশিতে।
ভুবনমোহিনী হাসি পার তুমি হাসিতে—
আবার সংহাররূপ পার পরকাশিতে।

মার্জ্জিত দর্পণ সম আছ অনুকারিতে—
সুন্দর স্বভাব-ছবি নিরমল বারিতে।
ভুবন আকুল করি কুল কুল সঙ্গীতে—
হেলায় চল গো তুমি সুললিত ভঙ্গীতে।
আবার গরজি ঘোর পার তুমি সাজিতে—
তুমুল সমর সাজে সমীরণ সাহিতে।
উত্তাল তরঙ্গ ভীম অবহেলে তুলিতে—
জীবনের যত আশা অনায়াসে নাশিতে।
যে জন বিশ্বাস করি, সুখের আশ্বাসে তরি
ভাসায় সলিলে তব, তারে পার গিলিতে—
বিশ্বাসঘাতিনী বড় তুমি গো এ জগতে॥

(সতী)

উচিত ভৎর্সনা দেবি করিলে আমায় গো-
বিশ্বাসঘাতিনী আমি নিতান্তই জগতে।
আমাকে বাসিত ভাল, ছাড়িয়া তাহায় গো—
পারিয়াছি দেখ আমি কত কাল থাকিতে।
জানিত সে দৃঢ় মনে, বান্ধা মোরা প্রাণে প্রাণে,
দিয়াছি কেমনে হায় সে বন্ধন ছিঁড়িতে—
বিলম্ব করেছি দেখ তার কাছে যাইতে॥

(পুন)

কিন্তু দেবী ঘোরতর সমরের সাজে গো—
সাজি নাই কভু আমি, পারিবে গো জানিতে।
সাক্ষী মম প্রাণপতি, আমি গো নিরীহ অতি,
সদা পতিগত-মতি, পারি আমি বলিতে—
সমর কেমন স্বধু শুনিয়াছি কথাতে॥

(পুন)

আর যে বলিলে কত বুঝি না সকল গো,—
অন্য দোষ ক্ষুদ্র বটে এক দোষ তুলনে।
বিশ্বাস ছিল গো তার, বহিব না দেহ ভার,
সে বিনে কখনো আমি রহিব না জীবনে,
বিশ্বাসঘাতিনী তাই বিলম্বন কারণে॥

(পুন)

বিলম্বন নাহি আর, পৃথিবী ছাড়িয়া গো—
আসিয়াছি অবশেষে পূর্ব্বকথা রাখিতে।
ছাড় গো সময় নাই, প্রাণনাথ কাছে যাই,
দেব-রথ দেখ ওই আসিতেছে ত্বরিতে,
আসিছে নিশ্চয় দেবি আমাকেই লইতে॥

(সখী)

বটেই ত তরিবর আসিছে এ দিকে গো,
দেবরথ নহে সখি চিত্রময় তরণী।

অনুভবে বুঝি সার, সাহেব আরোহী তার,
যাইবে না দূরে আর, লাগাইবে এখনি,
এই রমণীয় কুলে যাপিবে এ যামিনী ॥

(পুন)

দেখ গো সারঙ্গ ওই প্রসারিত ভুজে গো—
ও দিকে প্রান্তর ভূমি করিতেছে নিশানা।
বুঝি ঠিক অনুমানে, লাগাইবে ওই খানে,
নির্জ্জন কাননে মোরা! হইতেছে ভাবনা,
চল গো, এখানে সখি থাকা ভাল হবে না ॥

(সতী)

কোথায় গেল গো রথ? আরত গো দেখি না,
অন্তর্দ্ধান হ'ল বুঝি? কি হইল বল না।
এই ছিল এই নাই, কি করিলে বল তাই,
বল গো, বল গো দেবি, সব তব মন্ত্রণা,
কি সুখ পাও গো মোরে দিয়া এত যন্ত্রণা?

(সখী)

আমি যাহা ভাবিয়াছি হইয়াছে তাই গো—
বনান্তর-কুলে তরি লাগিয়াছে ওখানে।
ওই যে পতাকা তার উড়িতেছে দেখ গো—
তরুগণ ঊর্দ্ধভাগে নিরমল গগনে।

তরুর আড়ালে তরি, কেমনে দেখিতে পারি,
বড়ই বিপদ ভারী ঘটিবে এ কাননে,
চল যাই শীঘ্র মোরা, থাকিব না এখানে ॥

(পুন)

কি ভাবিছ প্রাণসখি কি দেখ আবার গো—
নহে রথ, নহে রথ, তরণীই সার গো !
উঠিবে বিদেশী লোক বিপদ অপার গো—
এ কানন নহে সখি জনশূন্য আর গো।
শত্রু সখি, নরশত্রু, বড় নিদারুণ গো—
ভুজঙ্গ এ শত্রু হ'তে বটে সকরুণ গো।
শ্বাপদ হইতে খল, বধে অকারণ গো—
প্রাণ হ'তে প্রিয় মান করে ত হরণ গো।
আমরা অবলা দুটি, নির্জ্জন কানন গো ;—
উপায় নাহি গো কিছু, যাইবে জীবন গো।
যাইবে সকল সখি, কি দেখিছ হায় গো !
দেখিব আসিয়া মোরা কালি পুনরায় গো।
ওই ত কি দেখি আমি কদম্ব তলায় গো—
চল সখি শীঘ্র চল পালাই ত্বরায় গো।
এ দিকেই আসিতেছে, কি করি উপায় গো—

ভীষণ আকৃতি ওই! কোথা যাব হায় গো!
চল সখি—সর্ব্বনাশ—হায় একি—

(সখী ভয়-বিহ্বল, হঠাৎ চীৎকারপূর্ব্বক বসিয়া পড়িল, এদিকে সতী আগন্তুকের প্রতি ধাবিত হইয়া—)

প্রাণনাথ, প্রাণনাথ, আসিয়াছি লও হে।
প্রাণপতি—প্রাণ—আমি পেয়েছি
তোমায় হে॥

(বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আগন্তুকের বক্ষে পতন ও তাহাকে আলিঙ্গণ। আগন্তুক সতীকে স্বীয় হৃদয়ে আকর্ষণ পূর্ব্বক)

সতী—প্রাণ—প্রাণপ্রিয়ে—এস মম হৃদয়ে—
এস গো ভরিয়া রাখি হৃদয়ের হৃদয়ে।
সতী গো, তোমার পতি যায় নাই মরিয়া,
তোমার সতীত্ববলে আসিয়াছে ফিরিয়া।
এস মোরা পতি পত্নী থাকি সুখে মিলিয়া,
আর কেহ এ দোহাঁরে লইবে না ছিঁড়িয়া॥

(সখী স্বগত—)

একি দেখি,—সত্য কিনা,—পারি না ত বুঝিতে
মিথ্যা কি সত্যই দেখি, কি হইল নয়নে?
এ সব ঘটনা কি এ, ঘটিতেছে কিমতে;
পাগল হয়েছি বুঝি আমিও এ কাননে?

(পতি)

সতি তব সুললিত মধুর কথায় গো—
আছিলে কেমন প্রিয়ে বল গো আমায়।
—প্রিয়ে বল গো আমায়।

(সতী)

প্রাণনাথ্ প্রাণনাথ্ পেয়েছি তোমায়—
আমি পেয়েছি তোমায়॥

(পতি)

না জানি কতই দুঃখ পাইয়াছ সতি গো—
দুঃখের কাহিনী যত বল গো আমায়।
কতই যাতনা প্রাণে সহিয়াছ আমা বিনে,
নবনীত তনু তব গলিয়াছে হায় গো—
গলিয়াছে হায়।

(সতী)

প্রাণনাথ প্রাণনাথ পেয়েছি তোমায়—
আমি পেয়েছি তোমায়॥

(পতি)

সতি গো প্রাণের সতি তিলার্দ্ধ কারণ গো—
অন্তর হইলে তব অন্তর সুখায়।

কতই সন্তাপে হৃদি জ্বলিয়াছে নিরবধি,

বদন সরোজ তব শুখায়েছে হায় গো—

শুখায়েছে হায় !

(সতী—)

প্রাণনাথ প্রাণনাথ পেয়েছি তোমায়

আমি পেয়েছি তোমায় ॥

(পতি)

বল গো বল গো সতি বল আমি শুনি গো—

একে একে দুঃখ-কথা বল সমুদায়।

অনুদিন কত জানি বার্ত্তা মম নাহি শুনি

কমল নয়ন তব ঝরিয়াছে হায় গো

ঝরিয়াছে হায়

(সতী—)

প্রাণনাথ প্রাণ আমি পেয়েছি তোমায়—

আমি পেয়েছি তোমায় ॥

(সতী)

প্রাণনাথ অবশেষে পেয়েছি তোমায় হে—

দূরিত সকল দুঃখ হয়েছে আমার।

ছাড়িয়া দুঃখের কায়া হয়েছি তোমার ছায়া,

এখনে এ মহা স্বর্গে আনন্দ অপার হে—

আনন্দ অপার।

(পতি—)

তুমি যথা স্বর্গ তথা তুমি সুখ সার গো—
তুমি সুখ সার ॥

(সতী)

হায় নাথ কত কষ্ট পেয়েছ অশেষ হে—
আমাছাড়া এত দিন। আমি ত হেলায়
আছিলাম অবনীতে, তোমাকে সুদুঃখ দিতে,
আমি অতি পাপীয়সী, ক্ষম হে আমায়—
নাথ ক্ষম হে আমায়।

(পতি—)

সতি তুমি পুণ্যরূপা পবিত্র ধরায়—
সতী পবিত্র ধরায় ॥

(সতী)

প্রাণনাথ স্বর্গেতেও নাহি জান সুখ হে—
আমার বিহনে তুমি। একাকী থাকায়
পাইয়াছ দুঃখ কত, স্মরণে থাকিবে, সে ত
কঠিন দুঃখের দাগ কেমনে ঘুচায়—
নাথ কেমনে ঘুচায় ?

(পতি—)

প্রেমের মিলনে দুঃখ তরাসে পালায়—
দুঃখ তরাসে পালায় ॥

(সতী)

বড়ই অসুখে তুমি ছিলে এত কাল হে—
শান্তিহীন, উৎকণ্ঠিত, আকুল পরাণ।
বিচ্ছেদ বড়ই জ্বালা, বিষম আগুণ হে—
কেবল জ্বালায় নাথ না যায় পরাণ।
আগুণ কেবল বাড়ে, পোড়ে তবু নাহি মারে,
দহিয়াছে তাহে তব সুখের পরাণ হে—
সুখের পরাণ!

(পতি—)

তব সতীত্বের চিন্তা সুখের নিদান প্রিয়ে—
সুখের নিদান॥

(পতি)

তোমার সতীত্ব বলে আমার জীবন গো—
অভেদ্য অলড় অতি পর্ব্বত সমান।
অকাতরে পারি আমি করিতে ধারণ গো—
সকল প্রবলতর দুঃখের তুফান॥
তব দুঃখে দুঃখী সুধু। নিজের কারণ গো—
নহি দুঃখী, করি সব তৃণবৎ জ্ঞান।
প্রিয়ে গো আমার জন্য চিন্তিত কখন গো—
হইও না, তুমি মম ভিত্তি মূল স্থান॥

গিয়েছে সকল দুঃখ, হয়েছে মিলন গো
এ ভব মণ্ডল এবে আনন্দ বাগান প্রিয়ে—
আনন্দ বাগান।

(সতী—)

থাকিব মিলিয়া সদা পরাণে পরাণে নাথ,—
পরাণে পরাণ ?

(পতি—)

থাকিব থাকিব সতি না হইবে আন গো—
না হইবে আন ॥

(সতী—)

স্বর্গের মিলন কভু হবে না খণ্ডন হে—
হবে না খণ্ডন ?

(পতি—)

থাকিবে এ স্বর্গ সুখ সতত এখন প্রিয়ে—
সতত এখন ॥

(সখী স্বগত—)

এ বিষম ভ্রম হায়! ঘুচে নাই এখনো,
"স্বর্গের মিলন," "স্বর্গ," বলিতেছে কেবলি।
চিনে না কিছুই সখী, করে না ত মনেও,
পতি ছাড়া সতী আর ভুলিয়াছে সকলি ॥

(পতি)

তোমার সতীত্ববলে মরিয়া না মরি গো—
প্রবল তরঙ্গ মোরে করিল না তল।
কি জানি ঠেকিল পায়, নির্ভর করিয়া তায়
অনায়াসে ভাসিলাম তব নাম স্মরি গো,
সতীত্ব সম্বল তব অতীব প্রবল—
সতি অতীব প্রবল।
প্রাণনাথ তুমি নাথ সতীর সম্বল, নাথ—
সতীর স্বম্বল ॥

(পতি)

সংজ্ঞাহীন হইলাম কিছুকাল পরে গো—
না জানি কি রূপে তবু ভাসিলাম জলে।
নয়ন মেলিয়া দেখি, তটিনীর কূলে ঠেকি
কোমল পুলিন দেশে যেন শয্যাতলে গো—
শয়ন করিয়া আমি আছি কুতূহলে,
ভাঙ্গিল সুষুপ্তি যেন জননীর কোলে।

(সতী—)

জানি আমি এ রূপেই স্বর্গে নেত্র মেলে, নাথ
জীব যবে পৃথী ছাড়ি আসে পরকালে ॥

(পতি)

বাঁচিলাম সতি আমি, তবপতি ব'লে গো—
গিলিয়া তটিনী পুন উগারিল মোরে।
রক্ষিত সতত যেই তব প্রেম বলে গো—
পার্থিব শঙ্কট তার কি করিতে পারে ॥
বহুদূর দেশ সেই, চিন্তিত সদাই গো—
একাকী কেমনে আমি দেশে আসি ফিরে।
আকুল পরাণ মম, উপায় না পাই গো—
তব চন্দ্র মুখ পুন দেখিব কি করে।
মিলিল সঙ্গতি পরে, ঈশ্বর কৃপায় গো—
আসিয়াছি, প্রাণ্ আমি পেয়েছি তোমারে।
ওই যে সুন্দর যান তরুর ছায়ায় গো—
আসিয়াছি প্রিয়ে আমি তাহারি উপরে।
পাইয়াছি এবে, আমি ঈশ্বর কৃপায় গো—
প্রাণের অধিক প্রিয়ে পেয়েছি তোমায়।
বিচ্ছেদের অন্তে সুখ কত জনে পায় প্রিয়ে
কত জনে পায়?

(সতী)

হৃদয়ে হৃদয়ে যেন চিরদিন যায় হে—
এ মহা স্বর্গের সুখ আর না ফুরায়, নাথ—
আর না ফুরায়।

(সখী স্বগত—)

পৃথিবী বলিয়া সখী মনেই যে ভাব না—

দেখি ত এখনে মোরে চিনে কিবা চিনে না।

(নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রকাশে—)

সখি—

মিলিয়াছ পতি পত্নী হৃদয়ে হৃদয়।

পৃথিবী মণ্ডল এবে স্বর্গ সুনিশ্চয়॥

(সতী পত্নী)

কোথায় ছিলে গো সখি? বহু দিন পরে

আসিয়াছি, বল শুনি আছ গো কেমন।

(সখী—)

ছিলাম নিকটে আমি কিঞ্চিত অন্তরে—

বুঝি আমি কি জন্য হ'ল না দরশন॥

এখন কেমন আছি পারি না ত বুঝিতে—

জানি না স্বর্গেই কিম্বা আছি মোরা মহীতে॥

(সতী)

তুমিও এসেছ সখি—রহিলে না ছাড়িয়া?

(সখী—)

সখি গো প্রাণের সখি—দেখ মনে ভাবিয়া,

আছি এই অবনীতে, রত সদা তব হিতে,

দুঃখে দুখী সুখে সুখী, যেও না গো ভুলিয়া—

কোথা যাব প্রাণসখি তব সঙ্গ ছাড়িয়া ?
দেখ গো কদম্ব তরু, দেখ ওই চন্দ্র চারু,
আলোকিত বন শোভা দেখ ভাল করিয়া—
এই ত কাননে মোরা আছিলাম বসিয়া ॥

(সতী কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত। পরে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া—)

বটেই ত—
তবে কি হে প্রাণনাথ্ এই মর্ত্ত্য ভবনে—
এ জন্মেই পুনরায় পেয়েছি তোমায় ?
দুঃখিনীর প্রাণধন আছিলে কোথায়, নাথ—
আছিলে কোথায়।

(পতির বক্ষে, উচ্চরবে রোদন। সখী পরমোল্লাসে—)

গিয়েছে গিয়েছে ভ্রম গিয়েছে ত এখনে—
গিয়েছে সকল দুঃখ ঈশ্বর কৃপায়।
আনন্দে কাঁদ গো এবে প্রাণে যত চায়, সখি—
প্রাণে যত চায় ॥

গোধূলী।

আইল গোধূলী সহাস্য বদনা
ললাটে একটি উজল তারা,
উজল কনক রুচির বরণা
হেম-প্রভা কিবা ভুবন ভরা।
উড়িল অম্বরে বসন অঞ্চল
কাদম্বিনী ছটা দীপিল মহী,
দীপ্ত চরাচর, সুচারু চঞ্চল
বিভার বিভব চলিল বহি।
প্রবাল, মাণিক, কনক, হীরক
ঝলিল গগনে অতুল সাজে,
ঝলিল চৌদিকে অপূর্ব্ব আলোক
ছড়াইয়া ছটা ভূতল মাঝে।
হাসিল গগন, হাসিল ভূতল
হাসিল সলিলে কুমুদ-মুখী,
হাসিল কাননে কুসুম সকল
সন্ধ্যা সমাগমে সকলে সুখী
বেলী, গন্ধরাজ, মালতি, যুথিকা
অযুত অযুত কুসুম রাশি,

সুগন্ধ রজনী, বন-কস্তুরিকা
মধুরা মধুরা উঠিল হাসি।
গন্ধামোদ-মত্ত মলয় অনিল
আইল উড়িয়া অম্বর পথে,
চুম্বি পরিমল শিহরি উঠিল,
লাগিল কেলিতে বিবিধ মতে।
লাগিল কেলিতে বনে প্রভঞ্জন
কুঞ্জতরু শাখা দোলায়ে ধীরে,
মঞ্জরিত লতা পরশিয়া পুন
নাচাইল তায় কোমল করে।
প্রণয়িনীসহ এ সুখ-প্রদোষে
ভাবী সুখ ভাবি পরম সুখী,
কেলি কোলাহলে আকুল হয়ে
চলিল কুলায়ে যতেক পাখী।
পশিয়া কুলায়ে পুলক মানসে।
'চুকূবু, চুকূবু" আলাপি দোঁহে,
বিহগ বিহগী বিলাস লালসে
নিভৃত নিবিড়ে নীরব রহে।
গোধূলী দেখিয়া ধূলি উড়াইয়া
গোপালের বোলে গোধন যা

গোষ্ঠ হ'তে গৃহে আইল ফিরিয়া
রোমন্থন সুখে হইল রত।
নীরবিল এবে নিকুঞ্জ কানন
সাজিল প্রকৃতি মোহন সাজে,
আরক্তিম আভা ছাইল ভুবন
হেমাঙ্গী যেন গো হাসিল লাজে
হাসিল সরসে সুরস রসিকা
ফুল্ল কোকনদ প্রমোদ ভরে,
বিধুর লাগিয়া বিধুরা বালিকা
বিধুমুখে হাসি তাহারি তরে।
সুধাইল ধনী গোধূলারে তবে
সুধাংশুর কথা মধুরে হাসি,—
"শান্ত সুধানিধি কান্ত মম কবে
আসিবে গো লয়ে কৌমুদি রাশি
সারা দিন দেখ জ্বলেছি জ্বালায়
রবিকর-তপ্ত সলিলে ভাসি,
যুড়াইব সই, এনে দেও তায়—
বলগে তাহারে ডাকিছে দাসী।
দেখিলে তোমারে কত আশা মনে
নিতি নিতি মোর উপজে সই,

কি যে করে চিতে কব তা কেমনে—
কত যে উৎসুক হইয়া রই।
সে আশা সফলা নহে গো সুরমা—
নিতি না হেরি গো হৃদয় চাঁদে,
আঁধার নিশিতে বিরহ কালিমা—
দ্বিগুণিত দুখে পরাণ কাঁদে।
দারুণ বিধির নিদারুণ বিধি
হতাশ-হুতাশে দহে গো মোরে,
পূর্ণ সুধাময় মম সুধানিধি
বরষে দ্বাদশ দিবস তরে।
দেখ তাহে পুন কুটিল জলদ—
মম সুখে দুষ্ট বিরোধী সদা,
ঘন ঘটা করি ঘটায় বিপদ—
সুখের সম্পদে বিচ্ছেদ বাধা।
অজানত মতে আসে গো পামর
থাকি আমি যবে পরম সুখে,
লাগায়ে আঁধটি করে গো ফাঁফর
সুখের মাঝারে মরি গো দুখে।
না জানি কি মতে, আশে কোথা হ'তে,
কি হেতু বিদ্বেষী—বাদী কি বাদে?

শূন্যে ফাঁদ পাতি দেখিতে দেখিতে
আবরে আমার গগন চাঁদে।
দুঃখের কাহিনী কি আর কহিব,
রাহু ব'লে আছে প্রবল অরি,
না জানি স্বজনী কত যে সহিব
স্মরিলে সে কথা আতঙ্কে মরি।
মায়াবী রাক্ষস আসি অলক্ষিতে
করে বিপক্ষতা বিমানে বসি,
কে পারে তাহার কুহকে রক্ষিতে—
মসীলেপময় করে গো শশী।
চারি দিকে যবে শোভান্বিত ভাল
বিমল আকাশে উজল তারা,
মম কলানিধি হয়ে যায় কাল
দেখে ভয়ে আমি হই গো সারা।
থাকি যবে আমি মনের উল্লাসে
নিরখিতে কান্তে নয়ন ভরি,
আসিয়া রাক্ষস যেন লো গরাসে
সেমুখ-কমল কবলে ধরি।
উহু উহু করি কাঁদে প্রাণ মম—
উপায় বিহীনা অবলা আমি,

কি দুঃখে কাটাই সে দুঃখের তম
জানে মাত্র সই অন্তরযামী।
শশাঙ্ক-রমণী শঙ্কিত সতত
পল দণ্ড গণি দিবস নিশি,
পলকে প্রলয় ঘটে অবিরত
শশী-প্রিয়া হয়ে লভি গো মসী।
দেখ গো স্বজনী এ বড় বালাই
পাইয়া না পাই—নিরাশ আশে,
আমি অভাগিনী জীবন গোঁয়াই
থাকিয়া আঁধারে আলোর পাশে।”
শুনিয়া এতেক বচন মহিলা
কহিলা মৃদুলে মৃদুলে হাসি,
“শশধর তব পূর্ণ ষোলকলা
আসিবে গো আজি সুখের নিশি।
শান্ত হও সখি এ'ল কান্ত তব
দুশ্চিন্তা অসার ক'র না মনে,
উঠিছে উথলি কর-স্রোত সব
চেয়ে দেখ পূর্ব্ব গগন পানে।
তব পতি সম শান্তি-সুধাময়
আছে কেবা আর এ তিন ভবে?

সে মুখ-সুষমা সুখের নিলয়
বৃথা চিন্তা কেন কর লো তবে ?
জগ-জন-মন-মোহন মধুর—
দেখ গো উদিছে সুধাংশু ওই,
চলি আমি এবে, যাইব সুদূর
দেখো যেন মোরে ভুল না সই।”
এতেক বলিয়া মধুরে হাসিয়া
উড়িলা গোধূলী অম্বরতলে,
ভাবে ডগমগ শশধর-প্রিয়া
হাসিলা সুমুখী সরসী-জলে।

মধু যামিনী।

চন্দ্রমা কিরণে আনন্দিত মনে—
অমিয়া নিশিতে ভ্রমণ-তরে,
উপনীত আমি দেখিতে দেখিতে
কানন শোভন তটিনীতীরে।
চলিতে চলিতে দেখি সনমুখে
তৃণ-ভূমি এক হরিত বরণ,

চাঁদের কিরণে চারু চমকিয়া
রমণীয় শোভা করিছে ধারণ।
তিনপাশে তার গাছের কাতার
ঝাউ, দেবদারু, অশোক, চাঁপা,
শিরীষের ফুল, কদম, বকুল,
সৌরভে আকুল, ফুলেতে ঝাঁপা।
পুলকিত মনে বসিয়া সেখানে
শোভা বিলোকনে হইনু রত,
দেখিলাম কিবা স্বভাব সুন্দরী—
সরলা ললনা, হাসিছে কত॥

কিবা শোভা পূর্ব্বদিকে দেখি সে সময়,
উদিত গগনে পূর্ণশশী সুধাময়,
অনন্ত উচ্ছাসে ঢালি অমৃত কিরণ
করিতেছে অতুল আনন্দ বিতরণ,
সমর্পিছে সুখ শান্তি ক্লান্ত জীবগণে,
মনোহারী রূপরঙ্গ ভূতলে গগনে।
সতেজ সবুজ তৃণ তরু লতাগণ,
পরিতৃপ্ত পিয়ে সুধা পুলকে মগন।

সন্নিহিত তটিনীর তরল তরঙ্গে,
চন্দ্র প্রতিবিম্ব শত খেলিতেছে রঙ্গে।
আলোকিত সুশীতল সলিল নির্ম্মল,
করিছে প্রমোদভরে কিবা টলমল।
কুল কুল কল গানে, সুখ সমাকুল,
চলিয়াছে তরঙ্গিনী বহিয়া দুকূল।
পতিপ্রেম-মুগ্ধা সতী ললনা যেমন,
স্বামীসঙ্গ-সুখ আশে পুলকিত মন,—
যৌবন দিবেক ডালি পতি পদতলে,
নারী পক্ষে হেন সুখ আর কি ভূতলে,-
ভাবে গদ গদ চিত্ত চলে সুযতনে,
জনক-নিবাস হ'তে পতি নিকেতনে।
সেই মত ছাড়ি দূরে ভূধর জঙ্গমে—
কল্লোলিনী চলি যায় সাগর সঙ্গমে।

পৌর্ণমাসী সুধাময়ী ধবলা যামিনী,
প্রকৃতি মধুরা অতি ভুবনমোহিনী।
নিরখি চন্দ্রিকাময় গগন মেদিনী,
নিশান্তে আগত ভাবি উষা বিনোদিনী,

"চুকুবু, চুকুবু" কভু বন-বৃক্ষ পরে
উঠিছে নাদিয়া উচ্চে বিহঙ্গনিকরে।
কোকিলা কুহরে "কুহু" কাননে কাননে,
মুখরা ডাহুকী ঘন গরজে গহনে।
একান্ত অন্তরে ওই দূর বনান্তরে
সুকণ্ঠ বিহঙ্গবর কাঁদিছে কাতরে,
"বউ কথা কও" বলি থাকিয়া থাকিয়া
সুতীক্ষ্ণ নিস্বনে প্রাণ লইছে কাড়িয়া।
সুদূর হইতে আসি মৃদু গন্ধবহ
চুপি চুপি গুপ্ত কথা কহে বৃক্ষসহ।
কোমল কল্লোল নাদে কল্লোলিনী বহে,
শ্বেতাঙ্গ মরালগণ ভাসমান তাহে।
নির্ম্মল সলিলপূর্ণ সুন্দর সরসে
সরস কুমুদকুল হাসিছে হরষে।
সুধাংশুর অংশু লভি প্রসূন নিচয়
শোভিছে কাননে কিবা হাসি রাশিময়।
চক্রবাক চন্দ্রকরে উড়িয়া বেড়ায়
সুধাসিন্ধু নীরে বিধু আনন্দ যোগায়।
আমোদিত দশ দিশ শশীর পরশে,
প্রত্যেক কিরণে সুধা সুধাংশু বরষে।

বিপুল বিমান পথে তারকা নিচয়,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ডে দিয়া পরিচয়,
শ্বেত রক্ত নীল পীত হরিত কিরণে
ঝিকি মিকি জ্বলিতেছে বিবিধ বরণে।
নিশাকর করজাল ছাইয়া গগন
ঢাকিয়াছে সমুদয় ক্ষুদ্র তারাগণ।
উৎসব মণ্ডপে যথা প্রতিমা সমীপে
দীপমালা দীপ্তিহীন প্রধান প্রদীপে।
বিপিনেতে শিখী নাচে মেলিয়া কলাপ,
সরোবরে সরোজিনী কুমুদে আলাপ।
বনে বিহঙ্গিনীকুল জলে কুমুদিনী
প্রধান সমীপে কেহ নহে সুশোভিনী।
অথচ প্রধান শোভা সমাজ সংহতি,
একাকী সে মনোহারী নহে ত তেমতি!
সখী সঙ্গে নৃপবালা, পুষ্প-কলিকুলে,
রাখাল মাঝেতে সাজে গোপাল গোকুলে
রাজ সমাগমে যথা অধিরাজ শোভা,
তেমতি তারকাদলে শশী মনোলোভা।

সুনীল গগনে মনোহর দৃশ্য
নক্ষত্র মণ্ডলে পূর্ণিমা শশী।
অম্বুরাশি মাঝে কমল কাননে
কমলা যেন গো আছেন বসি ॥
রূপের তরঙ্গ উথলি গলিছে,
কিরণ ছটাতে ভুবন আল।
যে দিকে নিরখি শান্তিপূর্ণ দেখি,
দিগন্ত ব্যাপিয়া সাজিছে ভাল ॥

নিশার্দ্ধ বিগত ক্রমে। মধ্য নভঃস্থলে
পূর্ণ শোভা পূর্ণশশী করিছে ধারণ।
যৌবনের পরাকাষ্ঠা লভিলে মোহিনী
চারুতম রূপে করে চিত্ত বিমোহন ॥
নির্ম্মিত হইলে দেহ দিয়া তাহে মন
যৌবন বিচারে কিছু আছে কি না দোষ,
থাকিলে তখনি তাহা করে সংশোধন,—
চিত্রকর তুলি হস্তে যথা চিত্র-দোষ।
সেই মত পূর্ণশশী পূর্ণ যৌবনেতে
বিকাশিছে পরিপূর্ণ রূপের মা

ভুবন পূর্ণিত কিবা আলোকরাশিতে—
সুস্নিগ্ধ শীতল অতি রম্য মধুকরী ॥
স্বভাব শান্তিতে পূর্ণ। অনন্ত নির্ঝরে
ঝরিছে কিরণ স্রোত সন্তাপ নিবারি।
পড়িছে যেন গো মরি গঙ্গাধর-শিরে
ব্রহ্ম কমণ্ডলু হ'তে মন্দাকিনী-বারি।
স্নাত ত্রিভুবন আজি শান্তিময় করে—
সন্তাপ, তপন, ক্লান্তি সর্ব্বগদ হরা।
শান্তিতে নিমগ্ন যথা শান্ত সদাশিব,
তেমতি শান্তিতে আজি পরিপ্লুত ধরা ॥

বর্ষা রজনী।

আকাশে মেঘের ঘটা আঁধারিয়া রজনী।
ঝর ঝরে অবিরাম ভাসিতেছে মেদিনী
দেবতা গরজে দূরে গুরু গুরু করিয়া।
শীতল বাতাস বহে শন শন শ্বাসিয়া ॥

চপলা চমক মারে থাকি থাকি থাকিয়া।
আলো করি ত্রিভুবন পুন যায় লুকিয়া॥
যেন বা বারেক বালা সচকিতে চাহিয়া।
বদন কমলে দেয় ঘোমটাটি টানিয়া॥
আবার গরজি ঘোর কাঁপাইয়া মেদিনী।
শ্রবণ বধির করি পড়ি গেল অশনি॥
আতঙ্কে উঠিল কাঁপি সুকোমল কামিনী।
নায়ক হৃদয়ে মুখ লুকাইল অমনি॥
বরষিছে মেঘ তাহে সুগভীরা যামিনী।
প্রেমিক প্রেমিকা কহে প্রণয়ের কাহিনী॥
তরুর কোটরে সুখী শুকপাশে সারিকা।
বিলাস ভবনে তোষে নায়কেরে নায়িকা॥
পথিক তিতিছে দেখ পথ পাশে বসিয়া।
আশ্রয় না আছে কাছে কোথা যাবে চলিয়া॥
চলিতে না পারে পথী, হাতে তার ধরিয়া
চালাইত যেই জন সে গিয়েছে ছুটিয়া॥
আসিবে বলিয়া গেল আসে না সে আর।
বুঝি বা হয়েছে তার আসা অতি ভার॥
এ দিকে পথিক তার আসার আশায়
জীয়ন্তে মরিছে কাল বরিষা ধারায়॥

উপায় নাহিক তার আর অবনীতে।
এবার বুঝি বা তার হইবে মরিতে॥
কারো ভাগ্যে চৈত্র মাস সর্ব্বনাশ কারো।
দুনিয়ায় তামাসা আছে না জানি কি আরো॥

অমা নিশি।

অমানিশি। কৃষ্ণতম তামসী শর্ব্বরী,—
কজ্জলের রাশি যেন দিগন্ত ব্যাপিয়া
রহিয়াছে অখণ্ডিত মণ্ডলি আকারে।
না দেখি আকাশ ছত্র না দেখি তারকা,
আচ্ছাদিত সমুদায় সুগভীর মেঘে।
নহে মেঘ দৃশ্যমান, মাত্র অনুভূত,
তমোপূর্ণ অন্ধকূপে কৃষ্ণ ফণি যথা।
স্তম্ভিত শূন্যেতে বায়ু, নিস্তব্ধ সংসার,
জীবন বিগত যেন সৃষ্টি দেহ হ'তে।
নিকটে অথবা দূরে দৃশ্য নাহি কিছু,
তরুলতা, জীবজন্তু, পৃথিবী, সলিল,

সচেতন, অচেতন, পদার্থ যতেক,
ইতস্ততঃ কুত্রাপিও না হয় গোচর।
মৃত পৃথ্বী-পিণ্ড যেন সমাধি-অনলে
হইয়াছে ভস্মীভূত, বিনষ্ট, বিলোপ।
ক্ষিতি, অপ, তেজো, বায়ু, নাদ, গন্ধ, রূপ,
বিশ্বকাণ্ড সমুদায় বিলুপ্ত প্রলয়ে।
এক মাত্র মহাশূন্য—অনন্ত অসীম—
রহিয়াছে পরিপূর্ণ গভীর তিমিরে॥

প্রভাত।

১

আর ঘুমিও না ত্যজ গো শয়ন,
নিশি অবসান, মেল গো নয়ন,
উদিবে গগনে সুখের তপন,
দেখ গো পূরবে কাঞ্চন কিরণ
উঠিছে উথলি প্রমোদ ভরে।
খুলিয়াছে স্বর্গে সুবর্ণ দুয়ার,
দিবের বিভায় নাশিয়া আঁধার

বিস্তারিছে ঊষা সুষমা অপার,
সর্ব্ব চরাচর দেখ পরিষ্কার
করিছে ললনা কোমল-করে॥

২

টল-মল-মল এ মহীমণ্ডল,
সোণার বরণ ধরিয়া সকল
তরুলতাগণ শোভিছে উজল,
শোভিছে সুন্দর নব-দূর্ব্বাদল,
সাজিছে মেদিনী কুসুম-সাজে।
নিশির শিশিরে ধুইয়া আনন,
সুকুসুম-হাসি হাসিছে কানন.
মেলিল গোলাব সহাস্য বদন,
ভরিল সৌরভে সকল ভুবন,
নমিল সমীর কুসুমরাজে॥

৩

ফুটিয়াছে জবা বনান্ত উজলি,
সুচারু চম্পক, বন-পুষ্পাবলি।
সমীরান্দোলনে মৃদু মন্দ দুলি
ঢালিছে বকুল কুসুম-অঞ্জলি।

বিকচ কদম্ব, কানন ধবলি—
বিকসিত কত গন্ধরাজ বেলী।
পুন্নাগকেশর, কুন্দ কুতূহলি,
মল্লিকা মুকুল প্রস্ফুট সকলি।
কুসুমে কুসুমে সুচঞ্চল অলি
চলিছে, টলিছে কুসুম-প্রাণ।
মধুকরবৃন্দ মধুর ঝঙ্কারে
শুন গো অঙ্গনে সম্ভাষে তোমারে,
উষার সুমন্দ মলয় সমীরে
আনিছে গুঞ্জন এ কুঞ্জ-কুটীরে।
বনান্তরে পুন, শুন গো সুস্বরে
মিলাইয়া রব সে মধু গুঞ্জরে,
নির্ঝরিণী ওই লহরি লহরে
উছলি উছলি, ঝর ঝর ঝরে
ললিত মধুর ধরিছে তান॥

৪

কুহু কুহু মরি কাননে কাননে
গাইছে কোকিলা মধুর নিস্বনে,
"বউ কথা কও" বলিয়া সঘনে

সাধিছে প[illegible]ীয়া আকুল পরাণে,
শুন লো ললনে পাতিয়া কাণ।
শুন গো আবার, ললিত ভঙ্গিতে
তরঙ্গিনী ওই, মগনা সঙ্গীতে
চলিছে রঙ্গিনী নবীন রঙ্গেতে,
আহা কি মোহন মধুর ধ্বনিতে
কুল কুল কুল করিছে গান॥

৫

হের গো অপাঙ্গে মেলিয়া নয়ন
মঞ্জুল বঞ্জুল, নিকুঞ্জ কানন,
লতিকাভরণে দেখ গো শোভন
কত তরুরাজি নয়ন-রঞ্জন—
রসাল পিয়াল তমাল তাল।
তর তর তরে তরুর পল্লব
শুন গো করিছে সুমধুর রব ;
যেন বা মৃতুলে, বাদিত্র বিভব
বাজায়ে তবল যতেক বিটপ
ঊষার সঙ্গীতে ধরিছে তাল॥

৬

অবসান এবে ত্বখের শর্ব্বরী,
আঁধিয়ারা ক্রমে যাইতেছে সরি,

সরোবরে ওই ফুল-কুলেশ্বরী
হাসিছে দেখ গো পঙ্কজ কিশোরী—
আহা কি অপার রূপের মাধুরী—
হাসিছে সুমুখী সরসী-নীরে।
তোমার অতুল লাবণ্য তরলে
সুমুখ পঙ্কজ কেন গো বিরলে
রয়েছে প্রষুপ্ত ? জাগ গো সকালে,
জাগ বিধুমুখি, বদন কমলে
সুমঙ্গল হাসি হাস গো মঙ্গলে—
সম্ভাষিছে ঊষা, তোষ গো তারে॥

৭

অলি-করম্বিত কুসুম সম্ভারে
অলঙ্কৃত নব নিকুঞ্জ মাঝারে
সমাগত ঊষা, উঠ গো সত্বরে,
কর সুকুসুমে বরাঙ্গ ভূষা।
ঊষার সুষমা এ ভব ভবনে
অপূর্ণ সকলি তোমার বিহনে,
দিয়ে দরশন সহাস্য বদনে
কর পূর্ণ সুখী সমাশ্রিত জনে,
সুখময়ি আজি সুখের ঊষা॥

ভিখারী ভোলানাথের নোটিস

১

কে আমারে ভালবাসে এ তিন ভুবনে,
কাহার নয়নে আমি চন্দ্র সম চারু।
জীবন-কুসুম আমি কার ফুলবনে,
হৃদয়-কাননে কার বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
মম দুঃখে দুঃখী কেবা সুখী মোর সুখে,
অমিয় মমতা কার আমাতেই মতি।
তরঙ্গিনী ধায় যথা সিন্ধু-অভিমুখে,
কার মন প্রধাবিত আমাতে তেমতি ॥
গ্রথিত জীবন কার আমার জীবনে।
কে আমারে ভালবাসে এ তিন ভুবনে ?

২

কে আমারে ভালবাসে এ তিন ভুবনে,
এক মাত্র আমি কার জ্যোতির্ম্ময় ভানু।
আঁধার জগত কার আমার বিহনে,
মম দরশনে কার পুলকিত তনু ॥
কুসুম চন্দন যথা শঙ্কর-চরণে
অর্পিলেন শৈল-সুতা, তেমতি মতন,

জীবনের সাধ কার পরম যতনে
অর্পণ করিতে মোরে দেহ প্রাণ মন॥
প্রতিষ্ঠিত আমি কার হৃদি-পদ্মাসনে।
কে আমারে ভালবাসে এ তিন ভুবনে?

৩

কে আমারে ভালবাসে এ ত্রিন ভুবনে,
আমি কার কণ্ঠ-মণি, আমি কার প্রাণ।
কার প্রাণ শূন্য হবে আমার বিহনে,
আমার আসনে অন্যে পাইবে না স্থান॥
কাহার মধুর হাসি আমারি কারণে,
আমার অভাবে শুষ্ক বদন-কমল।
তপন কিরণে হাসি, তপন বিহনে
ম্লান যথা সরোবরে ফুল্ল শতদল॥
কে বল আমাকে ছাড়া অন্য নাহি জানে।
কে আমারে ভালবাসে এ তিন ভুবনে?

৪

কে আমারে ভালবাসে এ তিন ভুবনে,
হইয়াছি আমি কার মনের মতন।
মম সম নহে কেহ কাহার নয়নে,
আমাতেই অনুরক্ত সদা কোন জন॥

চিন্তে কে সতত মোরে জাগ্রতে স্বপনে,
অনুদিন কে আমার ধ্যানেতে মগন !
নাহিক সময়, নাহি ইচ্ছা কভু মনে
আমা বিনা অন্য চিন্তা করিতে কখন ॥
আমি কার চিন্তামণি, আমি কার প্রাণে,
কে আমারে ভালবাসে এ তিন ভুবনে ?

৫

কে আমারে ভালবাসে এ তিন ভুবনে।
সুপক্ক রসাল যথা পূর্ণ মধুরসে—
রহিয়াছে পরিপূর্ণ আমারি কারণে
অতুলিত প্রেম-মধু কাহার মানসে ॥
জীবনের বাঞ্ছা কার অর্পিতে আমায়
অন্তর-পূর্ণিত সেই প্রেম সুধারস।
ঐই মাত্র সাধ প্রাণে, অন্য নাহি চায়,
নহিলে কাহার বল জীবন বিরস ॥
ভূতলে অতুল স্বর্গ মম সংমিলনে—
কাহার এমন মন এ তিন ভুবনে ?

৬

কে আমারে ভালবাসে এ তিন ভুবনে।
রাঘব-রমণী যথা রাঘব সংহতি,

স্বর্গসম রাজ্য-সুখ ছাড়ি হৃষ্টমনে
করিলেন মহানন্দে বনেতে বসতি—
মম সঙ্গে বনবাসে বাসনা কাহার,
আমি কার ধনরত্ন রাজ্য পরিজন।
মম সঙ্গ তুলনায় স্বর্গ কোন্ ছার—
একান্ত মনের ভাব কাহার এমন ॥
অমরা অরণ্য কার আমার বিহনে।
কে আমারে ভালবাসে এ তিন ভুবনে ?

৭

কে আমারে ভালবাসে এ তিন ভুবনে।
খুলিয়া মনের দ্বার দেখাবে আমারে
অতি গুহ্য গুহ্যতম বস্তু সযতনে—
ভালমন্দ যত কিছু আছে সে মন্দিরে ॥
বলিবে "এ সব তব, রাখ কিম্বা মার,
তোমার নিকটে নাহি রহিল গোপন।
কর যাহা ইচ্ছা তব, নাহিক আমার
আপত্তি, সঁপিনু এই লহ প্রাণ মন,
আমাতে তোমাতে নাহি প্রভেদ জীবনে।"
এত কে বলিবে মোরে এ তিন ভুবনে ?

৮

কে আমারে ভালবাস এ তিন ভুবনে ?
বল শীঘ্র বল। অতি উৎকণ্ঠিত মনে
জিজ্ঞাসি, জানাও মোরে, আমি দুঃখী জন—
করিতেছি ত্রিভুবনে সুখ অন্বেষণ।
কোথায় পাইব বল প্রেমের রতন !
থাকে যদি শীঘ্র মোরে করহ অর্পণ।
শুনিয়াছি গুণ-কথা, তাহার প্রভাবে
দুঃখ নাকি যায় দূরে এ ভারত-ভবে।
আছে কি কাহারো কাছে সে অমূল্য নিধি ?
দেও মোরে, দেখিবে থাকিব নিরবধি
চরণে হইয়া দাস, সত্য করে বলি,
দেও মোরে ভিক্ষা, আমি প্রেমের কাঙ্গালী॥

ভোলানাথ।

স্বপ্ন ও জাগরণ।

স্বপনেতে দেখিলাম নন্দন কানন,
ফুটিয়াছে পারিজাত তাহে অগণন,
বহিছে সুমন্দ বায়ু। সৌরভে আকুল
গুঞ্জরিছে কুঞ্জমাঝে সুখে অলিকুল।
কলকণ্ঠ কোকিলের কুহু কুহু রব—
নিনাদিত বনস্থলি অতুল্য বিভব।
"বউ কথাকও" বলি সুকণ্ঠ পাপীয়া
মধুর নিনাদে প্রাণ লইছে কাড়িয়া।
বৃক্ষশাখে শুকসারী মুগ্ধ প্রেমালাপে,
তরুতলে নাচে শিখী শোভিত কলাপে।
বহিতেছে অবিরাম মন্দাকিনী বারি,
কল কল কল্লোলিনী, সন্তাপ নিবারী।
এ হেন সুখের ধামে সচী পুরন্দর
বিরাজিছে প্রেমভরে দোঁহে নিরন্তর।

ভাঙ্গিল স্বপন, আমি দেখিনু জাগিয়া
তপ্ত বালু রাশি রাশি রয়েছে পড়িয়া।

নন্দন কানন নহে শুষ্ক মরু দেশ,
জ্বলিতেছে রবিকরে বহ্নি-নির্ব্বিশেষ।
পুরন্দর নহে সে যে সামান্য পথিক,
ভ্রমিতেছে দিগ্‌ভ্রমে এ দিক্ সে দিক্
ছিল যেই এত ক্ষণ তাহার সঙ্গিনী,
সচী নহে, পালাইল আশা মায়াবিনী

সরসী ও অরণ্য

ষোড়শী রূপসী তুমি সরসী সুন্দর।
বদন সরোজ তব নয়ন সফর॥
শৈবাল কুন্তলরাশি লম্বিত চাঁচর।
চক্রবাক যুগল সুপীন পয়োধর॥
টলমল তরল লাবণ্য লিলাজল,
মনসিজ পবন দোলিত কেলিচল॥
চঞ্চল লহরীনাদ নূপুর-নিক্কণ।
সুললিত কণ্ঠরব ভ্রমর-গুঞ্জন॥
বেশ ভূষা তীর তরু, পুষ্প অভরণ।
মধুময়, সুরভী নিশ্বাস সমীরণ॥

বিকশিত কোকনদ সুরাগ রঞ্জন।
সৌন্দর্য্য সমষ্টি তব নবীন যৌবন ॥

শুষ্ক হবে সরোবর রবিকর-জালে,
বিষম দুর্দ্দিন ঘোর নিদাঘের কালে।
নব ঘন না করিবে বারি বিতরণ,
হরিবে বিভব সব ক্রমে শত্রুগণ।
প্রমত্ত মাতঙ্গগণ ছিঁড়িবে মৃণাল,
চিরিবে তলার মাটি শূকরের পাল।
না ফুটিবে সরোজিনী পঙ্কিল সলিলে,
ছোঁ মারিয়া নিবে মৎস্য শ্যেন কাক চিলে
রবিকর ক্রমে ক্রমে হইবে প্রবল,
না রহিবে অবশেষে বিন্দুমাত্র জল।
আশে পাশে তরু যত যাইবে মরিয়া,
সন্তাপে হইবে মাটি চৌচার ফাটিয়া।
ঘেরিবে ক্রমশঃ তাহা কণ্টকের বনে,
শৃগালেরা ঘোর রোলে ডাকিবে সেখানে।
হইবে ভূমিতে কত সর্পের বিবর,
গর্ত্ত করি থাকিবেক শৃগাল শূকর।

থাকিবে জঙ্গল মাঝে মহা অজগর,
সরসী অরণ্য হবে মহা ভয়ঙ্কর।

একটি গল্প।

কমল কলিকা সলিলে ফুটিল
অলি আসি তাহে পুলকে বসিল
পরিমল লাভ আশে।
বিহঙ্গম এক পতঙ্গ নিরখি
বিস্তারিয়া পাখা তাকে তাকে থাকি
দ্রুতগতি তাকে গ্রাসে॥
রিপু সমাকুল সদা মহীতল,
অমৃত সেবনে উপজে গরল,
একে অন্যে সদা নাশে।
পর সুখ প্রতি দৃষ্টি কার এত,
সাধিতে আপন কার্য্য অভিমত
কভু তাহা নাহি নাশে॥

সুন্দর বরণী মধুপ-মোহিনী
পক্ষাঘাতছিন্ন প্রিয় বিরহিণী
কমলিনী জলে ভাসে।
পরম হরষে উচ্চ শাখা'পরে
অলি দেহ ধরি প্রখর নখরে
বিহগ ভুখিছে ব'সে॥
বিহঙ্গে নিরখি বৃক্ষ-মূলে থাকি
তীক্ষ্ণ শর করে অনিমিষ আঁখি
লক্ষ্য করিয়াছে ব্যাধ তারে।
রহি ক্ষণকাল সুস্থির সন্ধানে
ঝটিতি নিষাদ নিক্ষেপিল বাণে
মৃত পক্ষীদেহ নীচে পড়ে॥
চিন্তি মনে মনে মাংসাহার-সুখ
ব্যাধ পুলকিত রসপূর্ণ মুখ,
কত সুখ লভি বিহঙ্গমে।
তখনি অমনি পড়িল ঢলিয়া,
এক বার মাত্র চমকে চাহিয়া
দংশিয়াছে তারে ভুজঙ্গমে॥

রজনী।

কেন গো রজনী কঠিনা এমনি
মরম বেদনা জানিয়া মোর,
কেন না রহিল যুগান্ত যুড়িল,
সুখ নিশা কেন হইল ভোর ?

দুটি পুষ্প যেন একটি বোঁটাতে,
অথবা কুলায়ে কপোতী কপোতে,
থাকে যথা সুখে মিলিয়া দুজন,
মরমে মরমে জীবনে জীবন,
ভুলিয়া সকল সংসার পীড়ন,
রজনী সংযোগে সেই সে মতন,
কতই যে সুখে ছিলাম দোঁহে।
কেন হেন কালে কোকিল কুজন
প্রভাতীয় রাগে করিল কূজন,
বিন্ধিল শ্রবণে সে তীক্ষ্ণ নিস্বন,
শিহরিনু পেয়ে মরম পীড়ন,
শিথিল হইল সুদৃঢ় বন্ধন,

ভাঙ্গিল সজোরে সুখের স্বপন,
অন্তর দহিল দারুণ দাহে !!

কেন গো রজনী নিঠুরা এমনি,
এত নিদারুণ, মরম ঘাতিনী,
সমতা মমতা রহিতা ভামিনী,
আশা সঞ্চারিয়া হাতে স্বর্গ দিয়া
কাড়িয়া লইয়া ছুটিল অমনি ?
কেন আশা দিল কেন কাড়ি নিল
আপনি আসিয়া পুন পালাইল,
চিরকাল তরে কেন না রহিল,
কেন বা আসিল কেন চলি গেল,
মরমে মারিল বিচ্ছেদ-শূল।
মহা সুখ ভোগে দুঃখ লভিলাম—
সুখ কি কেবলি দুঃখের মূল ?
আলোক যেমন, সুখ যে তেমন,
সুখ আলোঘেরা, বিরহ আঁধারে।
মন্দ ভাগ বেসি এ ঘোর সংসারে ॥
আলোক নিবিবে আঁধার থাকিবে,
জ্বাল পুনরায় আবার নিবিবে।

জ্বলিবে নিবিবে, জ্বলিবে নিবিবে,
অন্ধকার কিসে একেবারে যাবে ?
এ বড় অহিত কেন বিপরীত,
সুখ কেন যায় বারেক আসি,
ভাল ভাগ কেন হ'ল না বেশি ?
বিধাতা বিগুণ কপালে আগুণ,
আঁধার যাইয়া থাকে না আল,
খড়ি পেতে কেন গড়িল কাল ?
কেন করে রোষ পাইল কি দোষ,
সৃজিত জীবী কি তাহার অরি,
চাতক সৃজিয়া তৃষিত করিয়া,
ফোটা ফোটা কেন দিয়াছে বারি ?
কিবা অপরাধ সাধে কেন বাদ
বাসনা মাখিয়া সুখের আশে,
সুখ দেখাইয়া মন ভুলাইয়া
জীয়ন্তে মারিছে বিরহ বিষে॥

এ ঘোর সংসার দুঃখের আগার
বিরহ আঁধার কালিম ঘন।

ভাবনা তুফান করি শান শান
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছুটিছে মন ॥
আছে কত মত বিঘ্ন শত শত,
ঘটিছে নিয়ত বিপদ ঘোর।
হিংসা দ্বেষ পাপ রোগ শোক তাপ,
আক্রমিছে সদা করিয়া জোর ॥
সকল কাটিলে অবসান কালে
জরা মৃত্যু পথে আছে ত বসি।
কি উপায় করি লঙ্ঘিবে সে অরি?
অলঙ্ঘ্য তাহারা খাইবে গ্রাসি!
তামসী নিশিতে প্রবল ঝঞ্ঝাতে,
দুঃখ-জলধিতে জীবন-তরি।
শত ছিদ্র তলে তল তল জলে,
কোন অনুবলে যাইবে তরি?
একমাত্র বল আছে ত কেবল,
প্রণয় সরল কাণ্ডারী ভাল।
দূর উপকূলে মেঘ সমাকুলে
সুখের প্রদীপ দিতেছে আল ॥
বারেক নিরখি আবার না দেখি,
সন্দিগ্ধ-কিরণ জ্বলে ঝিকি মিকি।

সদা ভয় মনে কি জানি কখনে
একেবারে মেঘে ফেলিবে ঢাকি ॥
প্রণয় বিহীন জীবন কঠিন
নাবিক-বিহীন তরণী জলে।
নাবিক সহিতে চলে এক মতে
সুদিনে অথবা তুফান হ'লে ॥
জীবনে প্রণয় কিবা সুধাময়
সারভূত সে যে স্বর্ণ সুরভী।
প্রণয় বিহীন জীবন যেমন
রসগন্ধহীন কুসুম ছবি ॥

কেন গো রজনী কঠিনা এমনি
মরম কাহিনী শুনিয়া মোর।
কেন না রহিল যুগান্ত বুড়িল
সুখ-নিশা কেন হইল ভোর ?

পর সুখে দুঃখী পর দুঃখে সুখী
তাহারে বলিলে হইবে কি ফল।
নিরস তরুতে ধরে কি ফল ?
আর বলিব না আর কাঁদিব না

পাষাণে কাঁদিলে কখনো গলে না,
দুঃখ-স্রোত আরো বাড়ে কেবল ॥

পরের পীড়নে সুখী যেই জন
সে কি কভু শুনে কাতর বচন ?
কঠিন পামর নিঠুর কু জন
কি হবে তাহাকে ডাকিলে এখন।
আর কি রজনী আসিবে ফিরি ?
আসিবে রজনী এসেছে ত এই,
সে সুখ স্বপন সঙ্গিনী কই ?—
দিন দিন কত আসিবে ঘুরি।
দুঃখ-বিভাবরী, সুদীর্ঘ যাতনা
মন্ত্র তন্ত্র বলে কিছুতে যাবে না,
যাইবে কেবল মরমে মারি।

এসেছে রজনী আজি একাকিনী
কোথা বা আমার সে মনোমোহিনী !
কেমনে যাপিব গভীরা যামিনী,
দুঃখ-নিশা দিবে যাতনা ঘোর।

সুখের রজনী তড়িত গামিনী
সঙ্গে ছিল মম হৃদয় রঙ্গিনী,
কত আরাধিনু তবু মায়াবিনী
দেখিতে দেখিতে হইল ভোর !!

অসহনীয় দুঃখ।

১

সুখের আস্বাদে যবে ছিলাম বঞ্চিত
দুঃখের কটুত্ব তবে নাহি ছিল বোধ।
নিরস মরুতে যেই তরু উৎপাদিত
জল বিনা জিউ তার নাহি হয় রোধ॥

২

দীন ভাবে চির দিন যায় এক মতে,
প্রাদুর্ভাব নাহি তবু নাহি তার নাশ।
সলিল সিঞ্চিত যদি হয় কোন মতে,
অচিরে তরুতে হয় শোভার বিকাশ॥

৩

স্থগিত হইলে জল সেই তরুবর—
অন্তস্থলি শুষ্ক তার শীর্ণ কলেবর—
সুমন্দ পবনে পড়ে ভূমিতে ঢলিয়া,
অকালে জীবন তার যায় ফুরাইয়া।

৪

আগে ছিল ভাল যবে নাহি ছিল জল,—
প্রচণ্ড আতপতাপ, অগ্নি-কল্প বায়ু;
উত্তপ্ত সৈকতরাশি, সহিত সকল,
দুঃখেতে জনম, দুঃখে না কমিত আয়ু।

৫

দুঃখের মাঝারে সুখ হইল সঞ্চার,
মরু ভূমে জল সেক করিলেন বিধি।
আশার অতীত ফল— আনন্দ অপার—
সুখের আস্বাদে জিউ হৃষ্ট নিরবধি॥

৬

বিধি বাম, মনস্কাম হইল বিফল,
সম্পূর্ণ ভোগের কালে ফুরাইল জল।
বিনম যাতনা এবে—গেল রে জীবন—
সুখান্তে দুঃখের বেগ না যায় সহন॥

ভারতী।

১

ইন্দুমুখী কে গো তুমি বসিয়া সিন্ধুর তীরে
গাইছ মধুর গান, মলয়ে মিলায়ে তান
বাদন করিছ বীণা কোমল কমল করে ?
কুরঙ্গনয়নী কে গো আকুল সঙ্গীতভরে ?

২

তুমি কি গো দেবাঙ্গনা ? বল গো বল গো মোরে,
কি হেতু ধরণীতলে গাইছ কোমল কলে,
প্লাবিত করিছ ধরা অতুল সঙ্গীত-নীরে,
অমর-ললনা তুমি, এ নহে সম্ভব নরে।

৩

মগ্ন মনে কে গো তুমি গাইছ মধুর গান ?
আকুল হইয়া ভাবে আকুল করিছ সবে,
আকুল অকূল সিন্ধু নীরবে পাতিয়া কাণ
যেন বা শুনিছে তব সরস সঙ্গীত তান।

৪

সমাকুল সমীরণ লঙ্ঘিয়া অকূল বারি,
যেন বা শুনিতে তব মোহন মধুর রব
আসিছে সুদূর হ'তে, কে তারে রাখিবে বারি?
সঙ্গীত-নিনাদে তার নিয়েছ পরাণ কাড়ি।

৫

চলিছে তরল তনু মিলাইয়া রবে রবে,
সঙ্গীত লহরী সঙ্গে কেলিছে পরম রঙ্গে,
হিল্লোলে হিল্লোলে দূরে বহিছে আকুল ভাবে,
সরস সঙ্গীত তব অমূল্য অতুল ভবে।

৬

আহা কি অমল মধু পশিছে শ্রবণ-যুগে!
উঠিছে অন্তর ভরি, জীবন আকুল করি,
উদ্বেলিত মনোমধ্যে হইছে মোহন রাগে
কতই অতুল ভাব না ধরে অন্তরভাগে।

৭

না ধরি অন্তরে ভাব গলিছে নয়ন নীরে,
না পারি রাখিতে বারি, আপনি গলিছে বারি,
বিগলিত ভাব-স্রোত পড়িছে সুধার ধারে,
বিগলিত অন্তরাত্মা সরস সঙ্গীত-স্বরে।

৮

সন্নিহিত তরু শাখে নীরবে বিহঙ্গগণ
আকুল সঙ্গীত রসে, শার্দ্দূল গবয়পাশে
তরু মূলে একতানে, দেখি আজি এ কেমন,
করী সঙ্গে পশুরাজ সঙ্গীতে দিয়াছে মন।

৯

স্থাপিত আনত শীর্ষ সম্মুখ চরণ পরে,
কেশরী নিশ্চল ভাবে, রয়েছে মজিয়া ভাবে
পশুরাজে ঘেরি পশু বসিয়াছে চারি ধারে,
শার্দ্দূল মহিষ খড়্গী সঙ্গে নিয়া করীবরে।

১০

শৃগাল শশক সঙ্গে মোহিত মধুর গানে,
ময়ূর ময়ূরীগণে ভুজঙ্গম দরশনে
না হইছে উত্তেজিত, রয়েছে সংযত মনে,
তুরঙ্গ পাতিয়া কর্ণ শুনিছে মাতঙ্গ সনে।

১১

নিরুপম শান্তি মন্ত্র তোমার মধুর গানে,
মুগ্ধ যত জীবগণ ভুলি আত্ম পরজ্ঞান
হইয়াছে সমবেত সকলে আপনা জ্ঞানে,
নিরুপম শান্তি আজি রাজিছে সবার মনে।

১২

আনন্দ লহরীময় মধুর সঙ্গীত রবে,
ভুলিয়া ক্ষুধার পীড়া, ভুলি রোগ, দুঃখ, জরা
অযত্নে লভিছে কিবা অতুল আনন্দ সবে,
মজিয়াছে শ্রোত্র মন সবার মধুর ভাবে।

১৩

সরস সঙ্গীত তব পশিয়া হৃদয় মাঝে,
নিবারিয়া রুক্ষমতি, করিছে সহজে অতি
কোমল করুণ রসে রসান্বিত পশুরাজে,
কঠোর নয়নে আজি অশ্রু ধারা ভাল সাজে

১৪

নিবারিছ হিংসা তুমি হিংস্রক পশুর মনে,
অপার শকতি তব, করিতেছ সমুদ্ভব
গরলে পরমামৃত, বন্ধু ভাব বৈরিজনে,
মেদিনী অমরা আজি তব সুখ-সংমিলনে।

১৫

পশুর প্রকৃতিগত বিষম তিমির কাল—
নিবারিয়া অবহেলে, বল বল কি কৌশলে
দীপিত অন্তরে তার করিছ ভাবের আল?
মানব সমান সবে সঙ্গীতে মজিছে ভাল।

১৬

জড়তা নাশিনী দেবি তুমিও গো এ সংসারে,
তোমার সঙ্গীতে ভুলি, কুরঙ্গ ভাবেতে গলি
চিত্র পুত্তলিকা সম রয়েছে নিশ্চল দূরে,
গদ গদ ভাবে পশু তিতিছে নয়ন-নীরে।

১৭

শ্বেতাব্জ বদন কান্তি কে তুমি গো শ্বেতভুজে?
সুবঙ্কিম কম্বুকণ্ঠ, সরস অধর গণ্ড
শোভন কুন্তলরাশি পৃষ্ঠ দেশে, কে বিরাজে?
চঞ্চলা যেন রে আজি অচঞ্চল মেঘ মাঝে।

১৮

শান্তি রূপা কে তুমি গো শ্বেতাম্বর পরিধানে?
ঈষত নমিত শিরে, হৈম কোলম্বক করে
সরস সুরুচিময় সুরস নিমগ্ন মনে
সুললিত গীত-কাব্য আলাপিছ সুবদনে।

১৯

দর্শনে শ্রবণে দেবি হেন লয় মম মনে,
তুমি মাত্র এ সংসারে সক্ষম দূরিতে দূরে
নিদারুণ দুঃখতাপ, সান্ত্বিতে তাপিত জনে,
নাহি সুখ, নাহি শান্তি এক মাত্র তোমা বিনে।

২০

দেখিয়াছি একে একে অন্বেষিয়া সযতনে,
পশি রাজ-নিকেতনে, অথবা গহন বনে,
দেবতা-মন্দীরে কিম্বা কেলিময় কুঞ্জবনে,
নাহি সুখ,নাহি শান্তি,নাহি শান্তি কোন খানে।

২১

ধন জন সমাকীর্ণ দেখিয়াছি জনপদে,
নগরে নগরে কত ভ্রমিয়াছি অবিরত
তরিশ্রেণী সমাবৃত সাগরে কি নদে নদে,
কেবল অসুখ আমি দেখিয়াছি পদে পদে।

২২

হানিছে একেরে অন্যে স্বার্থ হেতু কত মতে,
চিন্তায় আকুল সবে, যাপিছে শঙ্কিত ভাবে
কষ্টের জীবন সদা, হানিছে অসত সতে,
ভাল কিবা মন্দ, নহে সুখী কেহ কোন মতে।

২৩

কেহ দিয়া দুঃখ পরে লভিছে অশান্তি নিজে,
প্রকৃতির এই নীতি, লঙ্ঘিবার নাহি গতি
আঘাতের প্রতিঘাত হবেই ত কাজে কাজে—
ডাকিয়া আনিলে বায়ু পড়িবে ঝড়ের মাঝে।

২৪

দণ্ডিত হইছে কেহ নির্দ্দোষী পরের দোষে।
হয় শ্রেণী যথা রথে, তেমতি এ অবনীতে
নিবদ্ধ মানবগণ পরস্পর মায়া-পাশে,
নির্দ্দোষী পাইছে পীড়া থাকিয়া দোষীর পাশে।

২৫

বিফল জীবন কারো মনোবাঞ্ছা অপূরণে,
অশেষ যতন করি, হারাইছে কূলে তরি,
শূন্য হৃদিকোষে তার জ্বলিতেছে দিনে দিনে—
অপূর্ণ-বাসনানল অবরুদ্ধ মনে মনে।

২৬

লভিয়াছে ভাগ্যে কেহ কেলিতে পরম সুখে—
প্রাণের পুত্তলি, যারে অশেষ যতন ক'রে
দেয় বস্ত্র অভরণ, মিষ্টান্ন তুলিয়া মুখে ;
ভাঙ্গিল পুতুল, শূল কৃতান্ত হানিল বুকে !

২৭

হারাইয়া ধন, জন, রাজ্য, সুখ, বন্ধু, জায়া,
শূন্যে যথা মৃগতৃষা, বিলুপ্ত সকল আশা,
নিরাশ্রয়, নিরালম্ব, চ্ছেদিত সকল মায়া,
জীবনেরি ভার কারো বহনে অশক্ত কায়া

২৮

সুখের সামগ্রী যত ধন, রত্ন, পরিজন,
সকল থাকিতে কার কর্ম্ম-দোষে অনিবার
অমৃতে গরলোৎপত্তি হইতেছে অকারণ,
সংসার শ্মশান তার, সুখ দুঃখ হুতাশন।

২৯

বন-সম জনাকীর্ণ সুবিস্তার ধরাতলে,
ভ্রমিছে বা কত জনে একাকী বিরস মনে—
মমতা বিরহে সদা, বন্ধু ত কভু না মিলে,
উদাস উদাস আহা! দহিছে নিরাশানলে।

৩০

সর্ব্ব-সুখ-সার-ভূত স্বাধীনতা সুখনিধি
হারায়ে, নিগড়-বদ্ধ থাকি সদা অবরুদ্ধ
সিংহ যথা কারামাঝে, কেহবা অন্তর ভেদী
মর্ম্মদাহে নিরুপায় জ্বলিতেছে নিরবধি।

৩১

জ্বলিছে সংসার সদা ঘোর দুঃখ হুতাশনে।
নানা রূপে জীবগণ জ্বলিতেছে আমরণ,
এ বহ্নির নাহি শেষ, দগ্ধীভূত দিনে দিনে
নবোদ্ভুত জীবগণ, নব কাষ্ঠ এ দহনে।

৩২

রাবণের চিতাকুণ্ড জ্বলন্ত সকল কালে,
নাহি তার প্রশমন, জ্বলিতেছে অনুক্ষণ—
জ্বলন্ত সংসার সদা সেই মত দুঃখানলে,
নিক্ষিপ্ত ইন্ধন তাহে জীবগণ পলে পলে।

৩৩

সহিতে সহিতে কেহ এ ঘোর বিষম জ্বালা
হয়েছে অবশ হায়! আর নাহি বোধ তায়,
দুঃখে দুঃখে একেবারে মরম হয়েছে কালা,
নাহি সুখ নাহি দুঃখ, ভস্ম ত না যায় জ্বালা।

৩৪

ভস্মিত জীবন কেহ করিতে সরস পুন
আমোদে দিতেছে মন, সদা যাহা উচাটন
কিছুতে কি পশে কভু? ভোগে আরো বিড়ম্বন,
তার পক্ষে সুধু ছাই ভস্মময় ত্রিভুবন।

৩৫

নিবাইতে দুঃখদাহ কেন বা শীতল জ্ঞানে,
আগ্রহে মারিয়া টান, অন্তর ভরিয়া পান
করিছে তরল বহ্নি অমৃত জানিয়া মনে,
কপট অমৃত দাহ বাড়াইছে শত গুণে।

৩৬

সুধার সন্ধানে কেহ বিষয় ভুজঙ্গ বলে,
মথিছে সংসার সিন্ধু, নাহি মিলে সুধাবিন্দু
অথবা প্রমোদ ইন্দু উঠে না ত ভাগ্য ফলে,
পণ্ড শ্রম, হলাহল কেবল ভাসিছে জলে।

৩৭

প্রবোধিতে মনে কেহ করিছে যতন বলে,
বলে মনে এই সুখ, মন বলে মহা দুখ,
বলে কি মনের সুখ হয় কারো কোন কালে?
মন ত না হয় সান্ত্ব ছলে কিম্বা জোরে বলে।

৩৮

দুঃখেতে পাপের সৃষ্টি। জ্বলিছে যে দুঃখানলে
সে কি তার তপ্ত মনে প্রমাদের ভয় গণে?
আশু মিষ্ট পাপ বিষ গিলে ত সে অবহেলে,
জ্বরদাহে দগ্ধ রোগী ছাড়ে কি দূষিত জলে?

৩৯

মার্জ্জনীয় এই হেতু পাপীগণ সর্ব্বকালে।
দণ্ডে ত না যায় দুখ, পাপাচারে পরাঙ্মুখ
হয় না ত পাপ মন নিবদ্ধ কলুষ-জালে,
দণ্ডিলে দৃঢ়তা আরো বাড়ে তার পলে পলে।

৪০

এ দুঃখ দহন হ'তে কে পারে করিতে ত্রাণ ?
তোমা বিনা এ সংসারে আর কে সান্ত্বিতে পারে
শান্তি জল অভিষেকে সন্তপ্ত জীবের প্রাণ ?
এ হেন অমল মধু আর কে করিবে দান ?

৪১

আহা কি অতুল দেবি তোমার মধুর গাথা ?
প্রাণ যা শুনিতে চায়, কেমনে বুঝিয়া তায়,
ভাব সহ সুর লয়ে মিলায়ে সকল কথা,
সঞ্চার সুধার স্রোত জীবের অন্তরে সদা ?

৪২

তব সম আর কেহ বুঝে না মনের কথা,
অপার মমতাময়ী, তব তুল্য আর কই ?
গলে কে গো তোমা বই বুঝিয়া মর্ম্মের ব্যথা—
মনঃ প্রাণ আকর্ষিয়া বিতরে বাঞ্ছিত সুধা ?

৪৩

সুস্বর লহরী তব মিলিয়া বীণার তানে
উথলি উথলি, মরি, উঠিছে ভুবন ভরি,
স্বর্গের আনন্দ দেবি বিতরিছ মর্ত্ত্য-জনে,
সামান্য বঞ্চিত নহে দেবের অমৃত পানে।

৪৪

তোমার বিহনে ওগো মানব জীবন বৃথা,
আহা কি মমতা ভরে গলিছ পরের তরে,
কে পর ? সকলে তব মমতার ডোরে গাঁথা,
পর মনোভাবে গলি রচ গো মধুর গাথা।

৪৫

অমরা-বাসিনী তুমি, অতুল মমতা ভরে
উদিলে গো অবনীতে, পর দুঃখ নিবারিতে,
নতুবা কি কাজ তব দুঃখ-কারাগারে ?
পর-মনোদুঃখে তুমি তিতিছ নয়ন নীরে।

৪৬

দ্রবীভূত মন যবে তোমার মমতা-নীরে,
না রহে গো দুঃখরাশি, আনন্দ সলিলে ভাসি,
তুমি বুঝ দুঃখ, আহা মিষ্ট কি তাহার পরে ?
প্রাণ মন সমর্পিয়া মজি গো তোমার তরে।

৪৭

অসহ্য বেদনা, দুঃখ, পাসরি সকলি তবে,
পাসরি সংসার যত, ভূত আর ভবিষ্যত,
অন্য চিন্তা ভুলি সব, কেবল তোমারি ভাবে।
মজে মন, আনন্দিত স্বর্গ-সুখ অনুভবে।

৪৮

পার গো নাশিতে তুমি বিঘোর ভবের জ্বালা,
নাশিতে কলুষরাশি, অজ্ঞান তিমির নাশী
জন-চিত্ত-পরকাশী তোমার সঙ্গীত মালা,
অতুল সদ্ভাব তব সংসার তরণে ভেলা।

৪৯

কে গো তুমি বীণাপাণী? বল গো কাতর নরে,
বল কিবা নাম ধরি থাক কোথা আলো করি,
মানব-নিবাস এই মর্ত্ত্য কি অমরপুরে
মূর্ত্তিমতী শান্তি কি গো তুমি সর্ব্ব চরাচরে?

৫০

সকল মঙ্গলময় মধুর সঙ্গীত তব,
শুনিল যে এক বার ভুলিবে না কভু আর,
বাঞ্ছা এই, অনিবার শুনি প্রাণ যুড়াইব,
কে তুমি বল গো দেবি আমি তব সঙ্গে যাব।

৫১

"কেমনে যাইবে পান্থ গভীর জলধি-তলে"?
বলিলেন দেবী মোরে "ক্ষিরোদ সিন্ধুর নীরে
প্রফুল্ল কমল বনে থাকি আমি কুতূহলে,
কে পারে যাইতে সেই অনন্ত পাতাল মূলে?"

৫২

"ভগিনী লক্ষ্মীর সহ থাকি সে গম্ভীর জলে।
ভারতী আমার নাম, জীবনের অভিরাম—
সুকাব্য সঙ্গীত সুধা বিতরি ধরণী তলে,
অমরে ভ্রমণ কিম্বা করি কভু কুতূহলে।"

৫৩

"যাইব এক্ষণে আমি স্মরিয়াছে লক্ষ্মী মোরে।
মহারত্নরাজি লয়ে কেলিব সে পদ্মালয়ে,
প্রফুল্ল পঙ্কজচয়-রচিত মোহন হারে
রমার বরাঙ্গ আমি সাজাইব প্রেম-ভরে"

৫৪

একি শুনাইলে দেবি? রাষ্ট্র আছে ধরাতলে—
পঙ্কজ-বাসিনী রমা, সরস্বতী মনোরমা,
উভয় অতুল গুণে অতুল্য রমনীকুলে,
তবু নাকি একে অন্যে মিলে না গো কোন কালে?

৫৫

"মিথ্যা অপবাদ পান্থ ক্ষান্ত পারে কে করিতে?
ডাকিলে কমলা মোরে সম্ভাষি যতনে তারে,
রমা সরস্বতী তবে একাত্মা সকল মতে,
কি সুখ সঞ্চারে তাহে পারে তাহা কে জানিতে।

৫৬

পঙ্কজ-বাসিনী বাণী এতেক বলিয়া মোরে
উড়িলেন শূন্যভরে চৌদিক উজলা ক'রে,
উপায়বিহীন আমি নিশ্চল রহিনু তীরে,
নির্ব্বাক, বয়ান মম তিতিল নয়ন-নীরে।

৫৭

দাঁড়াইল পশুগণ সকলে সাগর-কূলে,
উড়িল বিহঙ্গগণ, ব্যাকুল সবার মন,
কাঁদিল সকল জীব বিমানে কি ধরাতলে,
শূন্যপানে চাহি সবে তিতিল চক্ষুর জলে।

৫৮

ব্যাকুল পরাণ মম কাঁদিল "ভারতী" বলে,
বাস্পাকুল কণ্ঠে তবে কাঁদিনু কম্পিত রবে–
"ভারতি! ভারতি কি গো একান্তই গেলা চলে
শূন্য দেখি সব আমি, যেয়ো না! যেয়ো না ফেলে

৫৯

শুনিয়া ক্রন্দন দেবী দাঁড়াইলা শূন্য ভরে,
বলিলা—"ভকতি ভাবে, একান্ত মজিয়া ভাবে
কল্পনার বীজে পান্থ স্মরণ করিও মোরে,
আমার সঙ্গীত তবে শুনিবে অন্তর ভরে।"

৬০

ধ্যানগত জাগরণে অথবা স্বপন যোগে—
অবশ্য দেখিবে মোরে, ভক্তিতে ডাকিলে ফিরে
অবশ্য শুনিবে গান, পাইবে পরম যোগে,
ভুলিও না তবে পান্থ দুঃখ কি সম্পদ ভোগে।

৬১

এতেক বলিয়া দেবী বিমান হইতে পুন
নামিলা সাগর পরে, নিমগ্ন হইলা নীরে,
নৈশাকাশ তেয়াগিয়া অস্তমিত শশী যেন,
বিষাদ-তিমির ঘোর আঁধারিল ত্রিভুবন।

৬২

বিষাদে কাঁদিল জীব বিবিধ ক্রন্দন রোলে!
উহু! উহু! করি কত কাঁদিল কোকিলা যত,
পাপীয়া মরম-দুঃখে উড়িয়া গগনতলে
সাধিল কাঁদিয়া কত "—কথা কও" ব'লে ব'লে।

৬৩

বিষাদিত পশুগণ কাঁদিল ধরণীতলে,
নিশ্বাসিয়া বৃক্ষ সনে কাঁদিল পবন বনে,
ক্রন্দন-গরজে অশ্রু বিসর্জ্জিল ঘনদলে,
উঠিল কাঁদিয়া সিন্ধু গম্ভীর রোদন-রোলে!

৬৪

কাঁদিল জগত সর্ব্ব! নিতান্ত বিষাদ ভরে
কাঁদিল অন্তর মম। মুহূর্ত্ত যুগান্ত সম,—
কত কালে কত কাল চলিগেল ধীরে ধীরে
না জানি কি রূপে, আমি রহিনু জলধি-তীরে

৬৫

কতক্ষণ পরে তবে পড়িল আপনি মনে
বাণীর বিদায়-বাণী, সার উপদেশ জানি
ভাবিলাম তাঁয় আমি আরাধিব সযতনে
কল্পনার বীজে তাঁরে ডাকিব অনন্যমনে।

৬৬

ভুলিব সকল ক্ষিতি, ক্ষতি কি আমার তায়
অচির, ভঙ্গুর ফেলি চির সুখে নিব তুলি,
হৃদয় আসনে আমি বসাব ধরিয়া পায়,
মিলিবে পরমামৃত পূজিলে যতনে যাঁয়।

৬৭

ভ্রমে কেবা ইতস্ততঃ আঁধার জগত যদি?
অন্তরে ভাবের আল, বাহিরে গভীর কাল,
সহে কে আঁধারে দুঃখ নিরখিলে নিরবধি
অঙ্কিত মানসাকাশে শশাঙ্ক সুধার নিধি?

৬৮

নিবস ভারতী যদি গভীর জলধি-জলে,
মম হৃদি-সরোবরে বিকচ পঙ্কজপরে
বিরাজিও, এই ভিক্ষা ও রাজীব পদতলে,—
কৈলাস-বাসিনী যথা ভক্তের কুটীর তলে।

৬৯

আমি নিরুপায় তবে চিন্তিয়া এতেক মনে
চলিলাম মন্দগতি, নিবিষ্ট তাঁহাতে মতি,
বাঞ্ছি তাঁরে দেখিবারে হৃদয়-কমলাসনে,
মজাইতে চিত্ত তাঁর কাব্য-সুধা আলাপনে।

কবিতাকুসুমাঞ্জলি।

আবির্ভাব

১

সামান্য মানব আমি জানাইব কেমনে
কি অপূর্ব্ব শোভা আজি দেখিলাম কাননে।
তরুরাজি লতাবলি মণ্ডিত কাননস্থলি
রহিয়াছে বিভূষিত ফল ফুল ভূষণে,
আন্দোলিত মৃদু মৃদু মন্দগতি পবনে॥

২

কূজিছে কোকিলা কত কুহুকুহু রবেতে,
ভরিছে বিপিন সেই সুমধুর ধ্বনিতে।
প্রণয়-আলাপে পাখী সম্ভাষিছে, থাকি থাকি
চুম্বিছে প্রিয়ার মুখ, কত সুখ দেখিতে,
হইতেছে সুখী দোঁহে দোঁহাকারি সুখেতে॥

৩

প্রেমে গর গর দেহ প্রেমীবর পাপীয়া,
প্রেমের ভিখারী যেন প্রেমধন লাগিয়া—
অতি উৎকণ্ঠিত মনে　　কাঁদিছে সঘন ঘনে
"বউ-কথাকও-বউ-কথাকও" বলিয়া,
মর্ম্মভেদী নাদে পাখী মরিতেছে কাঁদিয়া ॥

৪

তবু নাহি কয় কথা সে নিনাদ শুনিয়া,
প্রণয়িনী দেখ তার আছে কাছে লুকিয়া,
অতীব চপলা বালা,　প্রাণ লয়ে করে খেলা,
আরো করে উপহাস গোপনেতে থাকিয়া,
কোন্ প্রাণে হাসে পাখী "চ'খ গেল" বলিয়া।

৫

আরো কত নানা জাতি বিহঙ্গমগণ
করিতেছে নিনাদিত সেই রম্য বন,
গুঞ্জরিছে অলিকুল,　　সুকুসুম সমাকুল
মঞ্জু কুঞ্জ শোভা কিবা চারু দরশন,
বাসব-বাঞ্ছিত যেন নন্দন কানন।

৬

মধ্যে তার সরোবর, অতুলিত ভূতলে—
টলমল নিরমল সুশীতল সলিলে,
বিকশিত শতদলে অলিকুল দলে দলে
উড়িছে ঘুরিছে কত গুঞ্জরিছে সুকলে,
লুটিতেছে পরিমল ফুলদল সকলে ॥

৭

কি অপূর্ব্ব শোভা আমি দেখিলাম কাননে,
অপূর্ব্ব রমণী এক সরোজিনী-আসনে।
নিরুপমা সেই বামা, সুন্দরী প্রতিমা, রমা,
রম্ভা কিবা তিলোত্তমা নহে তুল্যা তুলনে,
কমলে কামিনী মরি কমলেরি কাননে ॥

৮

কিবা সে লাবণ্য পরিপূর্ণ নবযৌবনে,
সরসী-পুলিন-পূর্ণা যথা নর জীবনে,
না রহে অভাব তায়, বেলা বহি আরো ধায়
সলিল উচ্ছ্বাস কত উচ্ছ্বসিত ঝরণে,
উচ্ছ্বসিছে রূপরাশি সেই মত কাননে ॥

৯

কিম্বা যথা মধুমাসে সুবিমল গগনে,
অমৃতাভিষেকে যেন, সমুজ্জ্বল কিরণে—
সন্ধ্যার মলিমা নাশি   উদে পরিপূর্ণ শশী,
তেমতি এ বামারূপ নিরখিনু নয়নে—
পরিপূর্ণ ষোলকলা সমুদিতা কাননে॥

১০

সামান্য ভূষণে নহে বিভূষিতা সে বামা।
ভূষণ কলঙ্ক সম নাশিত সে সুষমা।
যথা ফুল্ল কমলিনী   আপনিই সুশোভিনী
কেমনে হইবে তার ভূষণের গরিমা?
পদ্মিনী চন্দন যোগে ধরে সুধু মলিমা॥

১১

সমাবৃত শুক্লতম বসনে সে ললনা,
ধবল কিরণে যথা শশী, অতি শোভনা।
কিম্বা একি পদ্মাসনে   শ্বেতাম্বর পরিধানে
ভারতী কবীশকুল আরাধিতা আসীনা?
শান্তির প্রতিমা দেবী শান্তি-রস-মগনা॥

১২

রূপের নিধান বামা ত্রিভুবন-মোহিনী,
কুসুমিত কুঞ্জবনে কমলেতে কামিনী।
অপরূপ দরশনে চমক লাগিল মনে,
নবীন ভাবেতে হৃদি ভরিল যে তখনি,
অনিমিষ নেত্রে আমি রহিলাম অমনি।

১৩

রহিলাম কতকাল পারি না ত বলিতে,
যুগ কিম্বা হবে পল, কেবা ধরে মনেতে।
কেবা করে বিবেচনা কাল যাবে রবে কি না,
আমি যবে আমাতে না তুচ্ছ সব জগতে,
ভুলিয়া সকল আমি থাকিলাম দেখিতে॥

১৪

মনের প্রতিমা কভু দে'খে সাধ মিটে না,
যত দেখি বাড়ে তত দেখিবার বাসনা।
চকোর চাঁদেরে দে'খে আনন্দে ভাসিতে থাকে,
নিসাদ বধিবে তাকে সে ত কভু ভাবে না,
প্রিয় দরশনে তার নেত্র কভু টলে না॥

১৫

নয়নের পথে রূপ মরমেতে পশিয়া
অলক্ষিতে প্রাণ মন নিল মম হরিয়া।
বাসনা হইল মনে লভিব সে মহা ধনে,
কি হইবে থেকে দূরে শূন্য দেহ লইয়া,
ঝাঁপ দিনু সরোবরে কাছে যাব বলিয়া।

১৬

ঝাঁপ দিনু সরোবরে বড় আশা করিয়া,
অমনি সুখের স্বপ্ন গেল মোর ভাঙ্গিয়া।
কোথা বা সে বন-শোভা, কোথা সে পঙ্কজনিভা
নিষ্কলঙ্ক বামারূপ? কি হইল জাগিয়া—
শূন্য দেখি ত্রিভুবন মরমেতে মরিয়া॥

১৭

হয়েছিল বড় সাধ সাজাইব যতনে
ফুলদলে কত মত সে রমণী রতনে।
কি করিব হায় হায়! আর কি দেখিব তাঁয়!
অন্তর্হিতা বনদেবী দেখা দিয়া স্বপনে,
বড় দুঃখ পাইলাম আশালতা ছেদনে!!

১৮

কেন না রহিল স্বপ্ন এ জনম ভরিয়া,
হাতে দিয়ে স্বর্গ কেন নিল বিধি কাড়িয়া।
দুঃখ বড় নিদারুণ, নাশে গন্ধ, মধু, গুণ,
জীবন-কুসুম যায় অকালেতে শুখিয়া !
প্রাণের বিহঙ্গ মোর এসে গেল উড়িয়া !!.

১৯

স্বপ্নের প্রতিমা কভু মিলে না এ জীবনে,
চিন্তা করি সেই রূপ দেখি তবে এখনে—
মানস-সরসী-জলে ভাসমান শতদলে
দেখি কি না দেখি তাঁরে, পালাবে সে কেমনে
মনেতে লেগেছে ছবী মুছিবে না জীবনে।

২০

ওই দেখি প্রতিষ্ঠিতা হৃদি-পদ্ম-আসনে
মনোময়ী রূপ তাঁর গাঁথা মম জীবনে।
নয়ন মুদিয়া দেখি রাকা চারু চন্দ্রমুখী,
ধ্যানগত থাকি সদা সেই রূপ চিন্তনে,
ওই মাত্র সুখ মোর দুঃখময় ভুবনে॥

২১

দেবতা-মন্দিরে তাঁয় করিবারে স্থাপনা,
আরাধিতে প্রতিদিন হয়েছিল বাসনা।
সে সুখ হরিল বিধি, হারাইনু পেয়ে নিধি!
গৃহেতে কখনো তাঁয় পাব না ত পাব না,
অনুদিন করি তাই মানসেতে অর্চ্চনা॥

২২

ধ্যান করি সেই রূপ নিমীলিত নয়নে
যোগ-গুরু যেন গো নিমগ্ন যোগ সাধনে।
বাঞ্ছা এই অনিবার— গাঁথি নব নব হার
হৃদয়-কানন-ফুলে পূজা করি যতনে,
কবিতা কুসুমাঞ্জলি ডালি দেই চরণে॥

বহির্জ্জগত।

না বুঝি কারণ, হইল কেমন,
পড়িনু এ কোন ফাঁদে।
বাধা না মানিয়া থাকিয়া থাকিয়া
কেন রে পরাণ কাঁদে॥
যে দিকে নিরখি এ কেমন দেখি,
আগে ত না ছিল হেন।
বুঝিতে না পারি কি গিয়েছে ছাড়ি,
বিরূপ সকল কেন॥
দিবস রজনী নিরখি যখনি
কিছুই না লাগে ভাল।
দেখিতে না পাই দেখিতে যা চাই,
আলোকে নিরখি কাল॥
তরুণ তপন মলিন বরণ
অমৃত নাহি ত চাঁদে।
আকাশের তারা দুঃখে যেন ভরা
মিটিমিটি করি কাঁদে॥

মহীর বসন সবুজ বরণ
তৃণ দূর্ব্বাদল যত।
কিবা তরুলতা ফল ফুল যুতা
কিবা জীব নানা মত॥
গিরি সিন্ধু আদি কিবা নদ নদী
কিবা গিরি প্রস্রবণ।
কুসুম বিকাশী অথবা সরসী
অথবা কুসুম-বন॥
কিবা লোকালয় গৃহ যান চয়
কিছুতে না দেখি শোভা।
এ কেমন সব দেখি যেন শব
রহিত জীবন-বিভা॥
পিঞ্জর ছাড়িয়া যেন বা উড়িয়া
গিয়াছে সাধের পাখী।
তেমতি সকল গগন ভূতল
শূন্যময় আমি দেখি॥
শুনি না তেমন আগের মতন,
বিহঙ্গ না করে গান।
সঙ্গিত-লহরী রহিতমাধুরী
ধরে যেন কটু তান॥

অন্নে নাহি রস, সলিল বিরস,
পিয়াস না যায় জলে।
একি হ'ল ছাই মাথা যেন ছাই
ভস্ম সব জলে স্থলে॥
চলিয়া ফিরিয়া দেখিয়া শুনিয়া
কিছুতে না হই সুখী।
অসনে বসনে শয়নে গমনে
কেবল গরল ভুখি॥
চাহিয়া চাহিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
কিছুতে না পাই আশা।
আগুণ লাগিয়া গেল রে পুড়িয়া
গিয়াছে সুখের বাসা॥

অন্তর্জ্জগত।

নিবিড়ে বসিয়া নয়ন মুদিয়া
ধেয়ানে যখনে মগন হই।
সকল পাসরি সে রূপ নেহারি
তাহারি ভাবেতে মজিয়া রই॥
আমার হৃদয় ভাবের আলয়
সুন্দর সকল প্রদেশ তথা।
মজিয়া ভাবেতে আপন মনেতে
অবিরোধে করি ভ্রমণ সদা॥
নাহি কোন ভয় মম অরিচয়
আমার অজ্ঞাতে কেহ না পশে।
আমি না চাহিলে কেহ কোন কালে
রহিতে না পারে আমার দেশে॥
হৃদয়-গগনে রঞ্জিত কিরণে
খেলিছে কতই আলোকমালা।
কত তারা শশী দিক পরকাশী
তপনে নাহিক প্রখর জ্বালা॥

আমি যবে চাই দেখিবারে পাই
সুনীল নিবিড় মেঘের ঘটা।
থাকিয়া থাকিয়া চিত চমকিয়া
খেলে তাহে কত বিজলি-ছটা॥
কভু অলক্তক কভু বা কনক
কভু বা রজত বসন পরি।
কাদম্বিনীগণ করে বিচরণ
প্রভাত প্রদোষ গগণ ভরি॥
যুড়াইতে মোরে বহে ধীরে ধীরে
সুমন্দ শীতল মলয় বায়ু॥
না ফুরায় কাল সদা সম কাল
সে দেশেতে কাল না হরে আয়ু॥
আমি যবে চাই পুনরায় পাই
নবীন বয়স কিশোর কাল।
নবীন উদ্যমে নবীন বিক্রমে
যাপি আজীবন সুখের কাল॥
আছে কত গিরি তুঙ্গবেশ-ধারী
সুন্দর কন্দর শোভন চারু॥
নিবিড় গহন কল্পনা কানন
কতই তাহাতে সুবেশ তরু॥

কত যে লতিকা কুসুম বিথিকা
প্রফুল্ল কুসুম পীযূষ ময়।
সৌরভে আকুল কত অলিকুল
কতই বিহগ পতঙ্গ-চয়॥
আছে মধুমতী কত স্রোতস্বতি
মধু পূর্ণা কত সরসীগণ।
আছে তাহে কত দিব্য কোকনদ
প্রফুল্ল কুমুদ কমল-বন॥
প্রেম-সুধানিধি গম্ভীর জলধি
মম হৃদি দেশে রয়েছে ঘেরা।
সে মহাসাগর প্রেম-রত্নাকর
অমূল অতুল রতন ভরা॥
আমার এ সব পরম বিভব
পরম যতনে সঁপিয়া তায়।
বাসনার ধনে রাখি মনে মনে
মনোসাধ মম সাধিত হয়॥
আমার হৃদয় ধন-রত্নময়
নাহিক তথায় অভাব-লেশ।
ভুবন মোহিনী সেই তথা রাণী,
সে বিনে আঁধার সকল দেশ॥

সেই সে কামিনী নব কাদম্বিনী
আমার মানস-চাতক-পাখী।
তাহার সকাশে পানীয় পিয়াসে
"পিয়া পিয়া" আমি ডাকিতে থাকি ॥
সেই সে রমণী অমিয়া রজনী
আমার মানস-রজনী-ফুল।
তাহার সকাশে বিকাশে হরষে
সুবাসে কুসুম বন আকুল ॥
সেই সে ললনা নলিনী বদনা
আমার মানস মধুপ অলি!
দেখিয়া প্রফুল্ল বদন-কমল
গুঞ্জে মধু রবে আমোদে ভুলি ॥
সেই মনোরমা সুখের চন্দ্রমা
অমিয় কিরণ ঢালিছে সদা
মানস চকোর পিয়াসা-কাতর
পিয়ে নিরবধি তাহার সুধা ॥
আমার অন্তর রতন-মন্দির
হৃদি-রত্ন-বেদি তাহার মাঝে।
স্থাপিনু প্রতিমা তাহে সেই বামা
শোভিত বিবিধ কুসুম সাজে ॥

সেই সে দেবতা আছে প্রতিষ্ঠিতা
আমি উপাসক দিবস নিশি।
পূজি ভক্তিভাবে মজি তার ভাবে
অতুল আনন্দ-সলিলে ভাসি ॥
পূজি অনুদিন কাটাইব দিন
এই সে বাসনা কেবল মনে।
আর নাহি চাই সদা যেন পাই
দরশন তব থাকিয়া ধ্যানে ॥
দেও গো অভয় যত রিপুচয়
পারে না যেন গো ভাঙ্গিতে ধ্যান।
রেখো সদা মনে থেকো মম মনে
অনলে অঙ্গার প্রতিভামান ॥
হয় যদি পাপ নিবারি সন্তাপ
গঙ্গা হয়ে তুমি হ'রো গো তাই।
তব অনুধ্যানে যাপিব জীবনে
সতত মানসে বাসনা এই ॥
নয়ন মেলিলে সংসার দেখিলে
সার-বিহীনতা বিন্ধয়ে চখে।
মুদিলে নয়ন ও চাঁদ বদন
নিরখিয়া আমি থাকি গো সুখে ॥

মনের মতন কুসুম ভূষণ
মনে মনে আমি পরায়ে গায়।
ভাবেতে গলিয়া অঞ্জলি রচিয়া
মনোসাধে দেই তোমার পায়॥

ধ্যান ও অঞ্জলি প্রদান

১

একি চমৎকার আজি দেখি আমি নয়নে,
মোহন মধুর হাসি তব চন্দ্রবদনে।
সরস অধর ভাতি, সুন্দর দশন পাঁতি,
ফুটিল কি পারিজাত সুনন্দন কাননে,
কিম্বা শশী কোলে বসি সৌদামিনী গগনে ?

২

মধুরা মধুরা মরি মৃদু মৃদু দোলনে,
সুললিত মনোহর কেলিচল গমনে,
খেলিছে চিবুক, কণ্ঠ, অধর, নয়ন, গণ্ড,
কোমল কুসুমকুল যথা মন্দ পবনে,
সরস বসন্ত আজি রাজিছে কি আননে ?

৩

ঈষত ঈষত হাসি থাকি থাকি থাকিয়া—
পড়িছে যেন রে মরি চঞ্চলা গলিয়া।
নয়নে বিজলি-ছটা, দশনে দামিনী-ঘটা,
অধরে তড়িত লতা ত্রিভুবন মোহিয়া—
চকিতে চমক মারি আছে কি গো লাগিয়া?

৪

পঙ্‌কজ তনুরুচি অন্ধচিত দীপিকা,
সরস কোমল কান্তি নেত্রসুখ দায়িকা।
সুন্দর শরীর সব, মধুমতী অবয়ব,
ললিত দোলিত কিবা নম্র ভুজ লতিকা,
চটুল অঙ্গুলি কুল চম্‌পক কলিকা॥

৫

হাসিছে অতুল কান্তি অবয়ব সকলে,
ললিত চরণতল রক্ত কর কমলে।
সুশোভন তনুরাজি বিদ্যুৎ প্রভায় সাজি
হাসিছে কি মনোহর সুলাবণ্য তরলে,
জড়িত বিদ্যুত কি গো নবঘন কুন্তলে?

৬

অনুদিন করি পূজা দেখি আমি সংপ্রতি—
জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ হাস্যময়ী মূরতি।
ভুবন অধীর করি, নব নব শোভা ধরি,
খেলিছে সৌন্দর্য্য ছটা নাহি তায় বিরতি,
জানি না হাসিতে আছে এতই যে শকতি॥

৭

দেখিয়াছি ওই রূপ একি রূপ সতত,
জনক-নন্দিনী যথা কান্চন গঠিত।
সতত একই শোভা, তাহে জন-মনোলোভা,
আজি যে জীবন বিভা খেলিতেছে নিয়ত,
সাধের প্রতিমা আজি হইল কি জীবিত?

৮

জানি না এতই মধুমাখা তব হাসি গো
এ জনমে কভু আমি দেখিব নয়নে গো।
দেখিয়া হইনু সুখী, আবার হাস গো দেখি
ভক্তিবলে বলি আমি হাস পুনরায় গো,
না দেখিয়া পারি আর আছে কি শকতি গো?

৯

নিরমল হাসি তব পশিয়া মরমে গো
উচ্ছ্বাসিছে কত সুখ পারি না বলিতে গো।
খুসি দেখি চন্দ্র-মুখ, এই কি স্বর্গীয় সুখ?
সমান নাহিক তার আর অবনীতে গো,
নিয়তই দেখি যেন হাসিতে খুসিতে গো॥

১০

সুকোমল ভাবে তব অন্তর পূরিত গো,
কোমল হাসিতে দেখি কমনীয় ভাব গো।
ভাবেতে মাজিলে মন, হয় অতি সুশোভন,
কাঞ্চনে রসান-ছটা সুন্দর যেমন গো,
আহা কিবা রমণীয় ভাবের স্বভাব গো॥

১১

জানি নাই আগে আমি তুমি মনোময়ী গো,
তোমার জীবন ভরা ভাবের রসান গো।
ভাবেতে যাইছে দেখা, বিদ্যুতে শরীর মাখা,
তোমার জীবনে মোর আকুল জীবন গো,
জলেতে জলের মত এই কি মিলন গো?

১২

মনে লয় কত মত নিয়ত হাসাই গো,
বাসনার ধন নিয়ে বাসনা পূরাই গো।
মনেতে লাগিলে মন মিলে যায় মনে মন,
ভুলিয়া সকল তবে সকল ভুলাই গো,
মনে মনে কত সুখে জীবন গোঁয়াই গো॥

১৩

তোমার নয়ন-যুগ কহিতেছে কথা গো,
কহিতেছে কথা তব অবয়ব সকলে।
কুসুম কাননে যথা কহে পুষ্পাবলী গো—
সন্তোষিয়া সমীরণে পরিমল অমলে।
তেমতি মধুরা, মরি, ললিত ভাব লহরি
ভরিছে অন্তর মম শান্তি-জল তরলে,
করিতেছে দূরাভূত দুঃখ দর গরলে॥

১৪

এই কি স্বর্গীয় রব, স্বর্গের দেবতা গো—
এমনি অস্ফুট রবে কহে কি গো কাহিনা?
নির্ম্মল গগনশশী তারক মণ্ডিতা গো—
মধুর আলাপময় যথা, মধুযামিনী।

তেমতি মৃদুল তব অমর-সম্ভব রব
মর-শ্রুতি-পথ-যুগ পরশে না কখনি,
অন্তরে শুনি গো আমি রব মনোমোহিনী ॥

১৫

কি বলে বদনচন্দ্র কি বলিছে নয়নে,
সকল মঙ্গলময় তব কান্তি সুষমা ?
লাগে ভাল নিবসিতে মম হৃদি-কাননে—
আমার ভকত মন তব সুখ চন্দ্রমা ?
আহা কি শুনি গো বল, বল বল পুন বল,
আছ সুখে মম হৃদে নাহি অন্য বাসনা—
আমার পরম যোগে তব সুখ সাধনা ?

১৬

অপার আনন্দ আজি। মম হৃদি কন্দরে
উচ্ছ্বসিত অতুল অমৃতময়-স্রবণ,
বহিছে অমিয় বায়ু, অমৃতের সাগরে
অমৃত লহরী বেগে করিতে গমন,
রাজিছে অমৃত ঋতু, অমৃতের কাননে
অমিয় কুসুমগণ রহিয়াছে শোভন,
অমিয় চন্দ্রমা আজি মম হৃদি-গগনে
ঢালিতেছে অজস্র অমৃতময় কিরণ,

অমৃতায়মান আজি মম হৃদি-ভুবন,
অমৃত অমৃত সব অমৃতে গো পূরণ।
অমৃত নিধান মম তব রূপ নিরুপম
তব আবির্ভাব স্বধু অমৃতের কারণ,
তব রূপামৃতে আজি হয়েছি গো মগন॥

১৭

কে তুমি বল গো মোরে, ছাড়িয়া অমরা গো
লইতে অর্চ্চনা মম উদিলে কি স্বপনে?
সন্তাপে তাপিত যথা শূন্য মরু ধরা গো
আছিল অন্তর মম সর্ব্ব সুখ বিহনে,
একটী কুসুম যেন ফুটিল মরুতে গো
ভুবনমোহিনী রূপে দেখা দিলে স্বপনে,
মোহিত হইল মন, মজিনু সুখেতে গো
অভিষিক্ত মরু যেন শান্তি জল সিঞ্চনে।
না বুঝি গো কি কৌশলে বিরচিলে অবহেলে
তরু লতা ফল ফুল, আচ্ছাদিলে কেমনে—
নিতান্ত নিরস মরু মঞ্জুতর বিপিনে॥

১৮

হেলায় সৃজিলে তুমি আমার অন্তরে গো
সুখের সামগ্রী যত, হৃদয়ের রতন,

কত কত বনরাজি ফল ফুল ভারে গো।
নমিত সদ্গুণে যেন, হইয়াছে শোভন,
গিরি প্রস্রবণগণ অনন্ত নির্ঝরে গো।
শান্তির শীতল বারি করিতেছে অর্পণ,
নির্ম্মল সরসী কত স্থির ধীর নীরে গো।
প্রশান্ত ভাবেতে যেন মেলিয়াছে দর্পণ,
মহান ভূধরগণ উন্নত শিখরে গো।
স্বর্গ পরশিতে যেন ভেদিয়াছে গগন,
অসীম প্রেমাম্বুরাশি—গভীর সাগরে গো।
প্রকৃতি গম্ভীর ভাবে হইয়াছে মগন।
মানস-সরসী জলে বিকাশিল দলে দলে
সরস-কমল-দল মম হৃদি রঞ্জন,
প্রমোদ মধুপ তাহে করিতেছে গুঞ্জন॥

১৯

এ মহান শক্তি কার? কি হইবে জানিয়া—
এই মাত্র জানি আমি পাইয়াছি স্বপনে
আরাধ্য দেবতা, যাঁরে মনঃ প্রাণ সঁপিয়া
অতুল আনন্দে সদা পূজা করি যতনে।
তোমা ছাড়া এতদিন শূন্য ছিল পড়িয়া
হৃদয় মন্দির মম। রিপুদল সেখানে,

আরণ্য-শ্বাপদ যেন, উনমত্ত হইয়া—
দুরন্ত প্রকোপ ভরে গরজিত সঘনে।
এবে সে মন্দির মাঝে, ভূষিত কুসুম সাজে,
রাজিছে মোহিনীমূর্ত্তি কুসুমের আসনে,
কুসুমের মালা আলা করিছে গো তোরণে॥

২০

তোমা ছাড়া এত দিন ছিল শুষ্ক হইয়া
জীবন-বিটপী মম রসহীন মরুতে।
অতি কষ্টে কোনমতে তপ্ত বায়ু সেবিয়া
রুক্ষতম ভাবে ছিল দুঃখে কাল কাটিতে।
তোমার পরশে এবে নব শোভা ধরিয়া
পল্লব উদ্গম কত হয়েছে গো তরুতে,
ভাবের সৌরভে তাহে দশ দিক ভরিয়া
ফুটিয়াছে ভক্তি-ফুল পূর্ণ প্রেম-মধুতে।
নিতি নিতি ফুটে ফুল মম হৃদি-কাননে,
মলিন না হয় কভু। বসি অতি গোপনে—
গাঁথিয়াছি মালা এই, দেখি, পরাইয়া দেই?
সে নব কুসুমে আরো রচিয়াছি যতনে,
সাধের অঞ্জলি এই, দেই তব চরণে॥

ধ্যানান্তে।

মজিয়াছে মন মম তোমাতে কেবল গো—
তোমার মূরতি মম হৃদি-পদ্মে বিরাজে,
পার্থিব যতেক দুঃখ দূরীত সকল গো—
তোমার সংগীতে মম চিত্ত সদা গরজে।
তব চিন্তা-সুখ-ভোগে মৃত্যু মোরে নাহি লাগে,
অন্তিমে পরম যোগে দিব অতি সহজে—
জীবন-পঙ্কজ মম তব পদ-পঙ্কজে॥

শ্মশান।

নগরের প্রান্তভাগে, নির্জ্জন নীরব,
অরণ্য বেষ্টিত অতি ভয়াবহ স্থান।
চিতাকুণ্ড শত শত দেখি চারিভিতে,
নরাস্থি, অঙ্গার, ভস্ম যেখানে সেখানে।
ভস্মীভূত এইখানে হইয়াছে কালে
কোমল মানব দেহ সমাধি অনলে।
বিস্তীর্ণ শ্মশান ভূমি! চতুর্দ্দিকে তার—
বটাশ্বত্থ, দেবদারু, নিম্বক, শাল্মলী,
শিংসপা শিরীষ, শমি, জটাধারী তাল,
আরো কত কতমত বৃক্ষ গম্ভীর মূরতি,—
একে অন্য স্কন্ধোপরি বাহু প্রসারিয়া,
স্থির ভাবে, এক তানে, আছে দাঁড়াইয়া;
ভবের খেলার শেষ করি বিলোকন
গভীর চিন্তায় যেন নিমগ্ন সকলি।
বহিতেছে সন্নিকটে খরধার স্রোতে,
উত্তাল তরঙ্গবতী, পঙ্কিল সলিলা,

সুবিস্তীর্ণা মহানদী জলধি সমান—
দৃষ্টির গোচর নহে অন্যতর কূল।
বিমানের প্রান্ত সীমা সুগোল রেখায়
মিলিয়াছে মহাদূরে অম্বুরাশি সহ।
শ্মশান দর্শনে যেন প্রকৃতি পরমা—
অসীম চরম চিন্তা বিস্ফারিত-মনা—
ত্যজিয়া অলিক লীলা, দ্রবময়ী রূপে,
দিগন্তে, অসীম শূন্যে হইয়াছে লয়!

এই সেই মহাস্থান, অন্তিমে যথায়
মমতা বন্ধুতা আদি ভবের বন্ধন,
মায়ার শৃঙ্খল হয় চ্ছেদিত নিশ্চয়।
যেই স্থানে কভু নাহি পারেন ক্ষেপিতে
মোহের কুটিল জাল দেবী মহামায়া।
ভবের বিষম ভ্রান্তি আসিলে যে স্থানে
নিমেষের মধ্যে হয় নির্ব্বাপিত সব।
শিশু, বৃদ্ধ, সবল, দুর্ব্বল নর নারী,
সুশ্রী, বিশ্রী, সুখী, দুঃখী, রাজেন্দ্র, ভিক্ষুক,
হয় যথা নিরপেক্ষ মহাকাল করে
একাঘাতে একেবারে সকলি সমান।
অসার সংসার কাণ্ড নিঃশেষিত যথা,

উপলব্ধি যেই স্থানে হয় নিরন্তর
ভবের চরম ফল—একান্ত বিরহ—
প্রতিকার কভু যার নাহি এ জনমে !
যত সুখ, যত আশা, ভালবাসা যত,
সে সবার প্রভাবেতে ভাসিত সতত
আনন্দের লহরীতে সুখের জীবন,
সকলি এখানে হয় সমূলে বিনাশ!
মনোহারী রূপ রঙ্গে চমকিত দেহ,
হর্ষ-বিস্ফারিত নেত্রে খেলিত বিদ্যুৎ,
সরস পীযূষযুক্ত ওষ্ঠাধর চারু
দোলিত খেলিত কত মধুর হাসিতে,
স্বর্গের সুবর্ণ দ্বার যেন বা খুলিয়া
বিকাশিত থাকি থাকি মোহিয়া ভুবন,
সুন্দর দশন পংক্তি ভাস্বর মুকুতা,
কৃতান্ত কবলে সব চর্ব্বিত এখানে !
রস পরিপূর্ণ যথা সুরভি রসাল,
অন্তর থাকিত পূর্ণ প্রেম-সুধা রসে—
প্রাণের বাঞ্ছিত প্রাণ-প্রিয়জন হেতু,
চরমে কৃতান্ত করে বিনষ্ট সকল,
অমৃতের পরিনাম গরল কেবল !

জীবনের ভালবাসা, জীবনের আশা,
অপার অসীম কত সুখের নিদান,
সঞ্চারিল মনোমধ্যে জনম অবধি.
ক্রমশঃ হইল বৃদ্ধি বয়সের সহ,
অঙ্কুরিয়া উদ্যানেতে তরুরাজি যথা
কাণ্ড শাখা পল্লবাদি বিস্তারে ক্রমশঃ।
মানব জীবনোদ্যান হইল অচিরে
সুখময় ফল ফুলে শোভিত সুন্দর।
আশা মনে সুখের না হবে অবসান,
চিরকাল একি ভাবে রহিবে জীবন।
উঠিল প্রলয় ঝড় অনিবার্য্য বেগে,
মর্ম্মরিয়া ভাঙ্গিল যতেক বৃক্ষগণ,
বহু দিনে বহু যত্নে সৃজিত উদ্যান
ক্ষণ মধ্যে মূল সহ হইল বিনাশ।
এই খানে হয় দেখ কালের ফুৎকারে
সাধের জীবন-দীপ নিমেষে নির্ব্বাণ—
অবশিষ্ট পরে সুধু বিরহ আঁধার।
এই সে শ্মশান ভূমি, জ্ঞানের আলয়;
মায়া, মোহ, কুটিলতা, আর যত রিপু,
জ্ঞানের বিষম অরি, শান্তির নাশক,

এই মহাস্থানে কভু না পারে পশিতে।
যত কিছু পাপ, তাপ, ক্লেশের কারণ,
জনম অবধি যার প্রভাবে যাহার
মানব জীবন স্বধু বৃথা বিড়ম্বনে,—
অতৃপ্তি, অসুখ যার উৎপন্ন কেবল,
এই স্থানে কভু নাহি করে আক্রমণ।

কামরিপু।

বিলাস-বিভোর নেত্র, অন্তর অধীর,
প্রকম্পিত কলেবর দুর্দ্দমিত বেগে,
অনুদিন দুর্ব্বিসহ ভোগ-লিপ্সা হেতু
ঘৃণা, লজ্জা, হিতাহিত বিবেচনা-হীন,—
প্রভাতে তস্কর সম, মহারিপু কাম
শ্মশান হইতে ত্রাসে করে পলায়ন।

ক্রোধ।

ভ্রূকুটি বিকৃত মুখে বিকট দশন,
বিস্ফারিত নাসাপথে নিশ্বাস পবন
বহিছে প্রবল বেগে কাঁপাইয়া দেহ,
সিন্ধু যেন আন্দোলিত প্রলয়ের ঝড়ে।
অথবা প্রকোপভরে আস্ফালিয়া ফণা
গর্জ্জন করিছে যেন বিষধর ফণী।

বহ্নিশিখা উগারিছে চক্ষু ভয়ঙ্কর,
যেন বা করিতে পারে অনল দৃষ্টিতে
জলধির জলরাশি পলকে শোষণ।
কুঞ্চিত ভ্রূযুগ, অতি কঠোর দর্শন,
বিকৃত সুন্দর দেহ নিদারুণ কোপে—
বারেক দেখিলে তারে অন্তর শুখায়।
এহেন দুরন্ত রিপু ক্রোধ ভয়ানক
শ্মশানে কখনো নাহি পারে প্রবেশিতে।

লোভ।

নীচাশয়, নীচদৃষ্টি, নিস্তেজ নয়ন,
বদন কুঞ্চিত যেন তিক্ত আস্বাদনে।
খর্ব্বাকৃতি, কদাকার, বলবীর্য্যহীন,
অস্থি চর্ম্ম সার দেহ নিতান্ত মলিন।
সঙ্কোচিত হৃদিস্থলে মহত্বের কণা
ভ্রমেও কখনো নাহি হইল সঞ্চার।
স্বার্থ ছাড়া কোন কর্ম্মে নাহিক যতন,
লালায়িত অনুদিন নিজ পূর্ত্তি হেতু।
লোভেতে লোলুপ সদা, ক্ষুধিত সতত,
এক মাত্র কার্য্য তার ভক্ষ্য অন্বেষণ।
পড়িলে নয়নে ভক্ষ্য সুতীক্ষ্ণ আগ্রহে

ধাবিত পশ্চাতে তার, বিস্মৃত আপনা—
মণ্ডূক দর্শনে যথা ক্ষুধান্বিত ফণী।
জঘন্য বৃত্তিতে কভু নাহি ঘৃণালেশ,
অঙ্গ বিনিময়ে করে অন্ন উপার্জ্জন।
কৃমি, কীট, ভস্ম, বিষ্ঠা, বীভৎস যতেক,
স্বর্ণ সম সমাদৃত লাভের কারণ।
লজ্জা-ভয়, পাপ-তাপ, লোক পরিবাদ,
লাভের গৌরবে তুচ্ছ সকলি তাহার।
কুৎসিত কুরিপু হেন নীচাশয় লোভ
শ্মশান ভূমিতে কভু না করে প্রবেশ।

মোহ।

অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্র প্রতিভা বিহীন,
সতত কাতর যেন নিদ্রার আবেশে।
ভাল রূপে কখনও না জাগে চেতনা,
নিজ ভার বহনেই অশক্ত শরীর।
নাহি জানে ভাল মন্দ, না চাহে জানিতে,
নাহি যত্ন কিছুতেই, সর্ব্বদা শিথিল।
গাঢ় মলিনতা লিপ্ত মানস দর্পণে
স্পষ্ট প্রতিবিম্ব কভু না পারে পড়িতে।
সুরভি সুরস ফল পরিহরি দূরে

গলিত কদর্য্য যাহা তুলি দেয় মুখে।
কোন্ কার্য্যে কিবা ফল হয় উৎপাদিত,
সদসৎ, কিছু মাত্র নাহি বিবেচনা।
নিজে কেবা, অন্যে কেবা, দ্রব্য কিবা সব,
নিজে নাহি বুঝে অন্যে বুঝাইতে নারে।
ভ্রান্তি পঙ্কে অনুদিন থাকিয়া মগন
যাপয়ে জীবন ব্যর্থ শূকর সমান।
শ্মশান সন্নিধি হয় অন্ধ রিপু মোহ
আলোকে তিমির তুল্য ত্বরায় বিনাশ।

অহঙ্কার।

অতি দুর্ব্বিনীত মতি, আত্মম্ভরী সদা,
পর অপমানে মানে নিজের গৌরব।
নাহি কিছু গুণ তবু বিশ্বাস মনের
তার সম নহে কেহ শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে।
কৃশ, খর্ব্ব কলেবর সামান্য আকার,
আচরণ তবু যেন ভীম আয়তন।
পশ্চাতে হেলিয়া ক্ষুদ্র কেশহীন শির,
কুঞ্চিত নাসাগ্র আছে ঊর্দ্ধেতে উঠিয়া,
ঘৃণা প্রকাশিছে সদা মুখের ভ্রূঃ

নয়ন করিছে তুচ্ছ জগত সংসার।
স্ফীতবক্ষ, স্ফীতোদর, স্ফীত গ্রীবাদেশ,
মদগর্ব্বে দেহ যেন পড়িছে ফাটিয়া।
কটিতটে রাখি হস্ত, চাহি ঊর্দ্ধ দিকে,
উছটিয়া চলে ধীরে দীর্ঘ পদ ক্ষেপে।
কটু অবহেলা মাখা বাক্যের তরঙ্গে
সঞ্চারে দুঃসহ দুঃখ শ্রোতৃগণ মনে।
তৃণ সম তুচ্ছ তার সুমেরু ভূধর.
সম যোগ্য কেহ যেন নাহি ধরাতলে।
প্রয়াস যেন বা করে মনের গৌরবে,
বজ্র দন্ত বিন্ধাইয়া ক্ষুদ্র পিপীলিকা
করিবরে ধরি নিজ গর্ত্তে লইবারে,
সেই মত না বুঝিয়া আত্ম পরিমাণ
ব্রহ্ম পদে তুচ্ছ করে মূর্খ দুরাচার।
অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয় গহ্বর ;
নিবদ্ধ তাহাতে মদ গর্ব্ব বিস বায়ু,
ছাড়িছে নিশ্বাস তাহে সঘনে গর্জ্জিয়া—
বিসম কলুষ কাল মহাভুজঙ্গম।
নিকটে আনিলে নিবে জ্ঞানের প্রদীপ,
কেমনে ঘুচিবে তবে মূর্খতা আঁধার ?

এহেন বিষম রিপু দুষ্ট অহঙ্কার
কদাপিও নাহি পারে পশিতে শ্মশানে।

হিংসা।

কালকূট-কটুতম বিষ দরশনে,
কালান্তক ফণী যথা জিঘাংসা কারণ,
তড়িৎ করিয়া দেহে শোণিত প্রবাহ,
স্তম্ভিয়া অন্তরাত্মা, অবশিয়া বপু,
দৃষ্টিতে বিমুগ্ধ করি রাখে ভক্ষ্য জীবে :
মন্ত্র বশীভূত প্রায় নিরুপায় জীবা
আপনি প্রবেশ করে মৃত্যুর কবলে।
সেই মত তীব্রতম মরম শোষক
ঝলসিছে বিষময় নয়নের আভা,—
যে দিকে নিরখে করে বিষ বরষণ।
হর্ষের বিষম অরি, হর্ষ পূর্ণ মনে
বিষ নিরীক্ষণে করে নিরানন্দ ভরা।
পর সুখে সদা তার বিমর্ষ অন্তর,
পৈশাচিক হাসি হাসে অমঙ্গল দেখি।
অথবা অন্তর তার দুরিত এমনি—
সুনাম, সুযশঃ কীর্ত্তি পৃথিবীতে কাহারো
সহিতে না পারে মনে। মিথ্যা দোষারোপে

নিস্কলঙ্ক নামে করে কলঙ্ক অর্পণ।
এমনি গরল পূর্ণ পাপাত্মার হৃদি!
জীবন প্রবাহে তার বহে পরদ্বেষ,
পর নিন্দাবাদে তুষ্ট সন্তুষ্ট সদাই।

অতিশয় বৃদ্ধ তাহে বয়সের সহ
পরিপক্ক হইয়াছে কুবৃত্তি যতেক।
ভাল দেখি পায় মনে বিষম যাতনা,
সকলের প্রিয় যাহা অপ্রিয় তাহার।
—সুনীল গগন পটে দিনমণি শোভা,
নিশাযোগে নিশানাথ, তারকা নিচয়।
কভু কত কেলিচল শুভ্র অভ্র রাশি,
সুরাগ রঞ্জিত কভু রম্য মেঘমালা,
কভু অতি সুগভীর জলদ বক্ষেতে
চপলা চপল হাসি খেলে থাকি থাকি;
অচল অচল সম, চঞ্চল কভু বা,
বিবিধ মেঘেতে পরিশোভিত বিমান।
—ধরাতলে মনোহারী নব দূর্ব্বাদল,
তরুরাজি, লতাবলী সতেজ সবুজ,
নানাবর্ণ, নানাবিধ ফল ফুল ভারে
দুলিছে খেলিছে কত কাণ্ড শাখা নাড়ি।

কুমুদ কহ্লারগণ বিমল সলিলে
বিকাশিছে নিশি দিবা সুমধুর হাসি,
প্রমোদ উচ্ছাসে তাহে মধুর গুঞ্জনে—
মধুগন্ধ মাতোয়ারা মধুপ নিকর,
কত সুখে কেলিরঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কুসুমে কুসুমে মধু করিতেছে পান।
—সুকণ্ঠ, সুন্দর দেহ বিহঙ্গম গণ,
বিচিত্র বরণ কত পতঙ্গ নিচয়,
সুরূপ, বিরূপ কত নানারূপ জীবী
কৌতুক সঞ্চারি করে আনন্দ বিধান।
—কলকল কল্লোলিনী তরঙ্গিনী নদী,
অসীম নীলাম্বুরাশি—সিন্ধু সুগভীর।
সুরম্য কাননশালী সুন্দর ভূধর,
তুষার মণ্ডিত কিম্বা মহাতুঙ্গ গিরি।
রমণীয় দৃশ্য যত গগন ভূতলে—
মনোহারী, সুখকরী, স্বভাব প্রতিমা,—
শরত বসন্তে যথা ভকত মন্দিরে
সদাশিব সিমন্তিনী মোহিনী মূরতি,—
সঞ্চারি অপূর্ব্ব শোভা নয়নের পথে
পরিপ্লুত করে মন আনন্দ সলিলে।—

সঙ্কলি দুরিত চিত্ত হিংস্রক নয়নে,
রুচি হীন রুগ্ন মুখে সুখ-সেব্য যথা,
নিতান্ত দুঃসহতর ক্লেশের কারণ।
জ্বলিছে অন্তরে তার ঈর্ষা হুতাশন,
সুখের সামগ্রী যত, ঘৃতাহুতি প্রায়
দ্বিগুণিত করে আরো অসহ্য দহন!
আপন স্বভাব দোষে আপনি দুর্ম্মতি
জ্বলিতেছে নিরবধি উপায় বিহীন।
চিন্তে সদা খলমতি কিরূপে, কখন
ডুবাইবে সুখীজনে দুঃখ পঙ্ক তলে,
কপোত কপোতী বসি উচ্চ বৃক্ষ ডালে,
চঞ্চুপুটে ধরি চঞ্চু করে যবে পান
প্রণয় পীযূষ রস সুখে দুই জনে;
থাকি অন্তরালে তবে, কৃতান্ত সমান,
বাঞ্ছে মনে সঙ্গোপনে পুরিয়া সন্ধান
দোহারে বিন্ধিতে দুষ্ট তীক্ষ্ণতর শরে;
অথবা পরাণে মারি কেবলি কপোতে
ধরি নিতে কপোতীকে, এমনি নিঠুর—
বন্ধি করি রাখি তার দেখিতে যাতনা।
পারিলে করিত নাশ জগত সংসার—

উপাড়িয়া চন্দ্র সূর্য্য করিত চর্ব্বণ,
নিবাইত বিমানেতে আছে যত তারা,
সুখের আলোক নাশি রাখিত আঁধার।
উঠাইত মহাবেগে প্রচণ্ড ঝটিকা,
তুলিত তরঙ্গ ভীম সাগরের জলে,
মারিত লহরী জোরে পর্ব্বত শিখরে।
গম্ভীর জলদ নাদে অম্বর ভরিয়া
বরসিত শিলা বৃষ্টি খরধার স্রোতে,
মুহুর্ম্মুহুঃ বজ্রাঘাতে ভেদিত মেদিনী,
হুলস্থুল লাগাইত ত্রিভুবন ভরি।
নানাজীয় জীবজন্তু প্রলয় প্রমাদে
আর্ত্তনাদ ছাড়ি তার বাঞ্ছা পুরাইত।
জীবনের শত্রু যথা তীক্ষ্ণবিষা ফণী—
সকল সুখের শত্রু এ ভব সংসারে
কালান্তক মহারিপু হিংসা ভয়ানক।
হিংসার বিষম বিষ পশিলে অন্তরে
নষ্ট হয়, দুগ্ধ যথা গোমূত্র পরশে,
পার্থিব জীবনে আছে যত কিছু সুখ।
এ হেন দুরন্ত রিপু না পশে শ্মশানে—
না আছে তথায় তার কোনো অধিকার।

কপটতা।

অপূর্ব্বা রমণী। বামা ভুবন মোহিনী,
পূর্ণ ইন্দু নিভাননে সুচারু হাসিনী,
সুললিত কলকণ্ঠ, মধুর ভাষিনী,
চঞ্চল নয়নী, চারু চম্পক বরণী,
সুশোভন তনুরুচি লাবণ্য শালিনী,
তরুণ কমল কিবা নবীনা রমণী।
সুঘন নীরদ নিভ ঘন কুন্তলিনী,
সুন্দর বদন কান্তি স্থির সৌদামিনী,
কঠিন জঘন পীন গুরু নিতম্বিনী,
মৃদু মৃদু বিদোলিত ললিত গামিনী।
বিগলিত উথলিত রূপতরঙ্গিনী,
বিমুগ্ধ নয়ন-জন-মানস রঙ্গিনী।
মনোজ্ঞ ভূষণ কত সুবেশ শোভিনী।
কিবা মনোহারী যেন মহেশ মোহিনী।

নির্ম্মল নয়নাকাশে কজ্জ্বল পুতলি
প্রকাশিছে পরিশুদ্ধ সত্য সরলতা।
গৃহ অভ্যন্তর স্থিত আলোক তিমির
গবাক্ষের পথে যথা হয় অনুভূত,
সেই মত মনোগত ভাব যত কিছু,

সদসত, ভাল মন্দ, সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি,
জীবের নয়ন পথে হয় পরকাশ।
সততা শীলতা আদি সদ্‌গুণ নিচয়
হইতেছে বিকাশিত বামার নয়নে।
নয়ন হিল্লোলে তার অপার মমতা
করিছে কোমল ভাবে ভুবন আকুল।
চাহিলে নয়ন পানে কেবা না বলিবে—
সত্যের প্রতিমা আছে কাছে দাঁড়াইয়া ?
মার্জ্জিত দর্পণ সম বদন প্রতিভা,
বিম্বিত তাহাতে তার মানস প্রতিমা।
এমনি সরলা বালা, উদার এমনি—
হইলে মানসে কোন ভাবের উদয়
না বলিতে মুখ দেখি আগে যায় জানা।
নাহি তায় ছল তর্ক, না জানে চাতুরি,
মনে যাহা মুখে তাহা, নহে ত অন্যথা –
ডাল পালা শূন্য অতি সোঝা সত্য কথা
সরল স্বভাবে বলে বালিকা সমান।
শুনিলে তাহার কথা, সত্যের প্রকৃতি
মরমে পশিয়া করে চিত্ত আকর্ষণ।
অরুণ কিরণে যথা তিমির মলিমা

বিদূরিত সমুদায় নিশা অবসানে,
নিরমল কর জাল দিগন্ত যুড়িয়া
পুলকে পূর্ণিত করে চরাচর ধরা।
সেই মত হৃদয়ের কলুষ কালিমা
সত্যের প্রভাবে হয় অচিরে বিনাশ।
সত্যের বিমল বিভা বিকাশিত মনে
উপজে আনন্দ যার নাহিক তুলনা।
মহাপাপ করি যদি বলে সত্য কথা—
সরল অন্তরে বলে স্বার্থ না দেখিয়া,
দূরে যায় পাপরাশি, নিস্কলঙ্ক মন
নির্ম্মেঘ সুধাংশু সম শোভে পুনরায়।
সত্য ধর্ম্ম, সত্য সুখ, সত্যই জীবন,
অপার আনন্দময় সত্যই কেবল।
অজর অমর সত্য সদা দীপ্তিমান,
নাহি রূপান্তর তার নাহিক বিনাশ।
মেঘের কালিম ঘন আবরণ তলে
রবি যথা চিরকাল না থাকে আবৃত,
সেই মত সত্য কভু না রহে গোপন,
মিথ্যার বিনাশে হয় সত্যের প্রকাশ।
অতীব সহজ সত্য সদা জাগরূক,

সকলেরি সমায়ত্ত সকল সময়ে।
শিশু যথা শিক্ষা বিনা স্তন্য করে পান,
সত্য কথা সেই মত না হয় শিখিতে।
হৃদয় মন্দির মাঝে অকুতোভয়েতে
আপনি জাগেন সত্য আপনারি তেজে।
সদানন্দময় সত্য বিকার বিহীন,
এক মাত্র, অদ্বিতীয়, জ্ঞানের আধার।
অতীব সুন্দর, কিবা নিরুপম ভাব—
সত্য সম প্রিয় কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
শুনিলে বামার কথা হেন লয় মনে,
প্রিয়তম সত্য যেন থাকি জাগরূক
বামার হৃদয় মাঝে, বলিছে আপনি
প্রিয় কথা সুমধুর সুললিত তানে।
বামাকণ্ঠ কলনাদী, শ্রবণ মধুর—
সত্যের সরল বাণী বিনিস্থত তাহে,
আহা কি মোহন মধু! পশিলে মরমে
পাসরি সকল দুঃখ থাকি মহা সুখে।
এ কোন ললনা? অতি সরল স্বভাবে
জানে না করিছে কত আনন্দ বিধান।
প্রফুল্ল কুসুম যথা কুসুম-কাননে

সঞ্চারে অপূর্ব্ব সুখ মানব-অন্তরে,
অজানত মতে সদা, তেমতি এ বামা—
নিষ্কলঙ্ক রূপরাশি অতুল্য সুষমা,
সদ্‌গুণ সৌরভ যার স্বাভাবিক গুণ,
অন্তর-কোরক পূর্ণ সত্য সুধারসে,
সংসার উদ্যানে কিবা অপূর্ব্ব কুসুম।
কিন্তু কি বলিব হায়! বিপরীত কত,
কত যে অদ্ভুত কাণ্ড এ মহীমণ্ডলে
ঘটিতেছে অহর্নিশি, কে পারে বুঝিতে?
দেখি শুনি মনে যাহা মানি একরূপ
ফলে বিপরীত তার হয় অবশেষে।
ভাল বলি পরশনে মন্দ হয় লাভ,
জীবনের অন্বেষণে মৃত্যু সনে দেখা।
—পুলকে পতঙ্গ পড়ে প্রসূন উপরে—
পান করি পরিমল পোষিতে জীবন,
জীব-হিংসাকারী সে যে মাংসাসী কুসুম—
গরাসে পতঙ্গে ধরি কোমল কবলে।
—অতি সমুজ্জ্বল এক বিচিত্র নির্ম্মাণ,
কিবা মনোহারী মরি মণি কণ্ঠহার।
পথ পার্শ্বে দেখি তাহা পথিক জনেক

ক্ষতই আগ্রহে কণ্ঠে করিল ধারণ।
কণ্ঠহার নহে সে যে তীক্ষ্ণ-বিষা ফণী
হৃদি-স্থলে বিষ-দংষ্ট্রা বিন্ধাইল হেলে।
ঢালিল গরল, পথি বিষের জ্বলনে
ছট ফট করি প্রাণ ত্যজিল তখনি।
—প্রেমিক বিহঙ্গবর কাঁদি আর্ত্তনাদে
"বউ কথা কও" বলি ডাকিছে কাতরে।
বহু দিন কাঁদি কাঁদি শুনে আচম্বিতে
বহুদূর বনান্তরে প্রণয়িনী-বাণী।
সার্থক রোদন বুঝি হ'ল এত দিনে,
নিরাশ জীবনে তার সঞ্চারিল আশা।
ঝটিতি উড়িল পাখী শব্দ অনুসারে,
সঘনে ফুকারী করে প্রিয়া অন্বেষণ।
প্রবেশিল শব্দ যথা, নিবিড় কাননে,
নেহারিল চারিদিক চকিত নয়নে।
নাহি দেখে প্রিয়া-মুখ শুনে মাত্র বাণী—
কাছে আসি নাহি মিলে বিধি-বিড়ম্বনা।
বৃক্ষে বৃক্ষে, কাণ্ডে কাণ্ডে, প্রত্যেক শাখায়
পত্র-অন্তরালে কত কোটরাভ্যন্তরে,
যতনে কত যে করে প্রিয়া অন্বেষণ

নাহি পায় দেখা তবু শুনে তার বাণী।
অসহ্য বিষাদে তবে বসি এক ডালে
কাঁদিতে লাগিল পাখী মর্ম্মভেদী নাদে।
প্রিয়া-কণ্ঠ-বিনিস্থত সুললিত বাণী
সন্নিকটে শুনি পাখী বিচারিল মনে,—
প্রণয়িনী খেলিতেছে প্রণয়ের খেলা,
অবিলম্বে কাছে আসি দিবে দরশন।
আশায় নির্ভর করি ভাবিতেছে বসি,
হেন কালে তীক্ষ্ণ শর বিন্ধে তার বুকে।
যে শব্দ শুনিয়া পাখী আইল উড়িয়া
প্রিয়া-শব্দ নহে সে ত নিষাদের ফাঁকী।
ছদ্ম করি কণ্ঠ-রব ব্যাধ দুষ্টমতি—
সম্মোহিনী মহামন্ত্র উচ্চারিল ঘন,
আকর্ষিয়া প্রিয়-শব্দে আনি সন্নিকটে
বিন্ধিল বিহঙ্গবরে সঙ্গোপনে থাকি।
—অভিনয়-গৃহে বসি দেখিছ সম্মুখে
বাল্মিকির তপোবনে নির্ব্বাসিতা সীতা!
জনম-দুঃখিনী আহা! বসি বৃক্ষ-মূলে,
নীরবে কাঁদিছে সতী নিমগ্ন বিষাদে!
রাজরাণী একাকিনী সম্বল-বিহীন,

পূর্ণলক্ষ্মী আচ্ছাদিতা বৃক্ষের বল্কলে !
ধ্যান করি দিবানিশি রঘুমণি রূপ
বিনা দোষে বনবাসে যাপিছে জীবন !
ভক্তি ভরে প্রেম ডোরে বাঁধি সেই রূপ
হৃদি-পদ্মে রাখিয়াছে হৃদয়ের ধনে।
চিন্তে যারে সদা তারে আপন ইচ্ছায়
নয়ন মুদিয়া দেখে হৃদি-পদ্মাসনে।
সেই দেয় এত দুঃখ এত ভক্তি যারে,
এত দুঃখ দেয় তবু সেই প্রাণ-ধন।
দুঃখিনীর দুঃখ দেখি কাঁদিছে পরাণ,
নিবারিতে নাহি পার নয়নাশ্রু ধারা।
এত দুঃখ যার লাগি সে নহে দুঃখিনী,
সতীত্ব রতনে তার নাহি ত যতন,
ব্যসন-লালসা তার জাগিছে অন্তরে,
পতি-ভক্তি কত মিষ্ট কভু নাহি জানে।
সীতা সম পতিব্রতা নারী-রত্নগণে
নির্ব্বোধ বলিয়া সে যে করে উপহাস।
অর্থ-লোভে রঙ্গভূমে ধরি ছদ্মবেশ
দুঃখ-খেলা খেলিতেছে পূর্ণ বিলাসিনী।
এই মত কপটতা সত্যের মূরতি—

ভুবন মোহিতে তার চাতুরী অসীম।
আবরিয়া স্বীয় রূপ সরলতা ভাণে
সত্য বেশে সাজিয়াছে মিথ্যা কুহকিনী
ঘোর মায়াবিনী বামা, মায়া-বিদ্যাবলে
করিয়াছে অবহেলে অপ্রকৃত যাহা
সুচারু সুন্দরতর প্রকৃত হইতে।
দণ্ডক কানন মাঝে যথা শূর্পনখা—
ভয়ানকা রক্ষোনারী নর-মাংস ভুকী—
ধরিয়া মোহিনী রূপ, সাজি রম্য সাজে
বিস্তারিল মায়াজাল ছলিতে রাঘবে।
সেই মত কামরূপী, এই মায়াবিনী
ধরে নানাবিধ রূপ প্রয়োজন মতে।
কভু নর, নারী কভু, বৃদ্ধ কি যুবক,
বৃদ্ধা কি যৌবন রসে রসিকা রঙ্গিণী।
কভু অতি দীন বেশে মানব-অন্তরে
সঞ্চারে অমৃতময় দয়ার সলিল।
কুবের হইয়া কভু করিছে হেলায়
চতুর্দ্দিকে অগণিত ধন বরষণ।
কখনো রূপসী বালা, কভু বা কুরূপা,
অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, উপায় বিহীন।

কভু শান্তিময়ী কভু ঘোর করালিনী,
অমিয় বিরাম কিম্বা ভীতি সঞ্চারিণী।
আরো কত মত সাজে সাজে কুহকিনী,
সকলি বঞ্চনা, নহে প্রকৃত কিছুই।
জীবনের কার্য্য তার কেবল বঞ্চনা,
শান্তির বিনাশ, নর-হৃদি-রক্ত-পান।
শোণিত পিয়াসী যথা রাক্ষস-বাদুড়—
পক্ষযুগ-পবনে নিদ্রিত রাখি জীবে,
অতি তীক্ষ্ণ দশনাগ্র শরীরে তাহার
বিন্ধাইয়া করে পান জীবনের ধারা—
সেই মত এই বামা বিষম ডাকিনী,
অন্তর-শোণিতপায়ী, সুখ বিনাশিনী,—
মুগ্ধ করি সম্মোহিনী মায়ার কুহকে,
সঞ্চারি অপূর্ব্ব সুখ সর্ব্বশক্তি-হরা,
বিদ্ধ করি হৃদিস্থলে বিশ্বাস-শলাকা
চুমুকে টানিয়া লয় জীবনের সার।
অথবা থাকিয়া কণ্ঠে, নারী-কণ্ঠমণি,
পিয়াইয়া প্রাণ ভরা অমিয় মমতা,
বিনাশে দিবস নিশি বিশ্বাসী জীবন
প্রবঞ্চনা হলাহলে, বিশ্বাসঘাতিনী।

সত্য সুধা বলি যাহা পিয়ে নিরবধি
উচ্ছ্বসিল মনোমধ্যে আনন্দ লহরী,
নহে ত সত্যের সুধা, মিথ্যা কালকূট,
আস্বাদ সুমিষ্ট কিন্তু ফলেতে গরল।
বামার সারল্য আদি সদ্‌গুণ নিচয়—
সমাকুল ত্রিভুবন সৌরভে যাহার,
বিষম কলুষরাশি, নহে ত সদ্‌গুণ,
কুহক উৎপন্ন সব কপট সৌরভ—
চিত্তহারী বটে কিন্তু পলকে পলকে
বিস্তারিছে ত্রিভুবনে বিষ-পরমাণু।
এ কি ভয়ানক পুষ্প! নাশিতে সংসার
রহিয়াছে পরিপূর্ণ মধুর গরলে!
সত্যরূপী ঘোর মিথ্যা! কপট সরল,
স্বভাবের ভেল্‌কী বামা সংসার-উদ্যানে!
আপনি ছলিছে বামা বিবিধ বিধানে,
করিয়াছে আরো তার সহকারী কত
জীব জন্তু, তরু লতা, কীট পতঙ্গমে।
চেতন, উদ্ভিদ, কিম্বা অচেতন জড়,
কেহ না এড়ায়, সবে নানাবিধ রূপে—
ধরিছে কপট রূপ কুহকিনী করে।

রজ্জুকে করিয়া সর্প সঞ্চারিছে ভীতি,
ফুলবনে মানবে করিছে ফুল-তরু।
পুরুষে করিছে নারী, নারীকে পুরুষ,
মায়ার প্রভাবে কভু মানবে মার্জ্জার।
মনুষ্যে করিছে পশু, পশুকে মানব,
এক দ্রব্যে অন্য রূপ ইচ্ছামতে সব।
অথবা আশ্চর্য্য রূপে করিছে উদ্ভব
ছিল না কখনো যাহা বর্ত্তমান কাছে,
ছিল যাহা পল মধ্যে লুপ্ত একেবারে।
কুহকী কুহক-জালে আচ্ছাদিয়া ধরা
করিতেছে ইচ্ছা যাহা। সাধ্য নাহি কারো
বুঝিতে নিগূঢ় তত্ত্ব, যেন বা আঁধটী
দিয়াছে সবার নেত্রে দুষ্ট মায়াবিনী।
সাধিতে আপন কাজ কুহক শিক্ষায়
ছদ্ম রূপে দেখাইছে সকল স্বভাব।
করিয়াছে ওতপ্রোত অস্থির সকল,
ত্রিভুবন প্রপীড়িত, নিশ্চয়তা-হীন।
শান্তি-বিনাশিনী বামা! বিশ্বাসঘাতিনী!
কঠিন তাড়নে তোর শান্তির নিদান—
অটল বিশ্বাস, হায়! পৃথিবী হইতে

হইয়াছে ক্রমে ক্রমে তিরোহিত প্রায় !!
ভীষণা ডাকিনি ওরে ঘোর মিথ্যাময়ি,
মিথ্যা-মূল ধর্ম্ম তোর মিথ্যাই প্রকৃতি।
প্রতি পাদক্ষেপে মিথ্যা নয়ন পলকে,
কথা মিথ্যা, কার্য্য মিথ্যা, মিথ্যা বুদ্ধি বল।
মিথ্যা ধ্যানে, মিথ্যা জ্ঞানে, মিথ্যা আচরণে,
যাপিছ জীবন মিথ্যা দুষ্ট কুহকিনী।
আশ্চর্য্য কুহক-বলে ঢাকিয়াছ সব
সত্যের আদর্শশালী কপটতা জালে।
আছে কেবা জ্ঞানী হেন পারিবে ভেদিতে,
উড়াইতে জ্ঞানবলে মায়া-আবরণ ?
জ্ঞানী যথা রঘুমণি অটল অলড়,
রাক্ষসীর ছলনে না টলিলা দণ্ডকে,
কামরূপী কামিনীর বুঝিলা কুহক,
ছেদিলা নাসিকা তার তীক্ষ্ণতর শরে—
কাপট্যে না দেখি ফল শূর্পনখা যবে
প্রকাশিল নিজ মূর্ত্তি মহা ভয়ঙ্করী।
থাকে যদি কেহ হেন, পারিবে দেখিতে
অনাবৃত ঘোর মিথ্যা বিভৎস রূপিনী।
সকল পাপের মূল মিথ্যা মহাপাপে

লুণ্ঠিতেছে পিশাচিনী কৃমি ক্লেদে যথা।
উগারিছে, গিলিতেছে, মিথ্যা ক্লেদরাশি
ছড়াইছে চতুর্দ্দিকে বিকট হরষে।
নাশিছে বিশুদ্ধ যত মিথ্যা প্রলেপনে,
অপবিত্র করিতেছে জগত সংসার!
পৃথিবীর ঘোর শত্রু ভীষণা প্রেতেনী—
মূর্ত্তিমতী কপটতা মিথ্যা কুহকিনী!
মুনি, ঋষি, যোগী কিম্বা নিরীহ সন্ন্যাসী,
বিদ্যার্ণব-পারদর্শী পণ্ডিত মহান্,
পক্ষপাত পরিশূন্য প্রবল ভূপাল,
কঠোর কর্কশ অতি দুর্দ্ধর্শ সেনানী,
পুত্তলিকা তুল্য সবে কুহকিনী-করে,
যাদুতে আচ্ছন্ন নাহি শক্তি আপনার—
উঠে, বসে, ফিরে, ঘুরে, হাসে কিম্বা কাঁদে,
মায়ারজ্জু আকর্ষণে দণ্ডে শত বার।
ত্রিলোক অস্থির দেখ তাড়নে ইহার,
প্রেতেনী নাচায় সবে অমোঘ সন্ধানে।
থাকে যদি কোন স্থান এ ভব মণ্ডলে,
মুক্ত কপটতা করে, তবে সে শ্মশান।

কাম, ক্রোধ, লোভ আদি অহঙ্কার, মোহ,
হিংসা, কপটতা, আরো আছে রিপু কত—
নিদারুণ চির শত্রু শান্তির, মহীতে,
শ্মশান ভূমিতে কেহ না করে প্রবেশ।
দুর্নিবার রিপুদল সঞ্চারে হৃদয়ে
মানবের, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নাহি যার—
বিষম পিপাসা, যার তৃপ্তি নাহি কভু
ক্রমশঃ ক্রমশঃ আরো বিবর্দ্ধিত পানে—
অসহ্য পীড়নে যার জর্জ্জরিত সবে,
অন্তিম চিন্তায় হয় ক্ষয় একেবারে।
প্রবৃত্তি, বাসনা-তৃষা, দোষ, রিপুচয়,
দূরীভূত, নিঃশেষিত, বিলুপ্ত শ্মশানে,
নিবৃত্তির স্থান এই, চরম চিন্তায়
গম্ভীর পরম জ্ঞান উপজে এখানে।
সলিল বুদ্বুদ যথা চারু দরশন,
কিরণ পরশে ধরে রূপ-রঙ্গ-ছটা,
অথচ অন্তর শূন্য, ক্ষণিক, ভঙ্গুর,
তেমতি অসার যত সংসারের লিলা।
কেবল পরম জ্ঞান—স্বর্গীয় প্রতিভা,
সংসারের অসারত্ব, অস্থায়ীত্ব যাহে

হইতেছে অনুভূত, সার এ জগতে।
সেই সার তত্ত্ব-জ্ঞান, নিবৃত্তির হেতু,
শান্তিপ্রদ নিরন্তর মানব-অন্তরে।
আর যত কিছু সব মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
দিতেছে শ্মশান এই শিক্ষা অনিবার।
মানব—প্রকৃতি-কীর্ত্তি, (নির্ম্মিয়া যাহাকে,
জ্ঞানের উন্নতি আর দেহের গঠন
আশ্চর্য্য কৌশলে করি সমঞ্জস দোঁহে,
প্রকাশিলা শিল্পিকা নিজ গুণপনা—
লভিয়াছে যত দূর সৃষ্টি নিপুণতা,)
ক্রীড়মান নিরবধি, পুত্তলিকা যথা
দুরন্ত রিপুর করে সংসারে অসার।
বিলুপ্ত গৌরব সব মানব নামের
রিপুদল-পরবল কঠিন পীড়নে।
স্বাধীনতা কোথা তার মহত্ত্ব মনের ?
দাসত্ব কেবল হায়! রিপুর অধীনে।
পরম চরম চিন্তা, অন্তিম দর্শন,
শ্মশান-বৈরাগ্য সদা সক্ষম কেবল
বিদূরিতে রিপুদলে, করিতে মোচন
মানবেরে মহাঘোর মায়ার বন্ধনে।

সংসারে কেবল জ্বালা, অজ্ঞান তিমির,
অধীনতা, ক্ষুদ্রতা, যাতনা দিনে দিনে।
শ্মশানে উদিত সদা চৈতন্য-মিহির,
মানব মহত তথা তত্ত্ব আলোচনে।
সংসার ত্যজিয়া তেঁই পরম সন্ন্যাসী
যোগ গুরু সদাশিব শ্মশান নিবাসী॥

চিন্ত রে চরম চিন্তা নিরন্তর মনে,
নহিলে রহিবে সদা মোহেরি বন্ধনে॥

ব্রহ্মাণ্ড।

নিশীথে।

মহাশূন্য পথে সন্দিগ্ধ কিরণ,
নিরখি নিরখি ব্যথিত নয়ন,
ক্ষুদ্র তারা যেন হীরক অণু।
নহে ত সে ক্ষুদ্র মহান গোলক,
মহা তেজঃপুঞ্জ জ্বলে ধক ধক্,
কেন্দ্রভূত সে যে প্রকাণ্ড ভানু॥
প্রদক্ষিণ তারে করে অবিরত
ঘুরিয়া ঘুরিয়া, গ্রহগণ কত,
গ্রহগণে ঘেরি ঘুরিছে সতত
উপগ্রহ কত বিবিধ রূপ।
গ্রহচন্দ্র সাথে সে মহা তপন
আলোকে ভাতিয়া সে দূর গগন,

ধীরগতি অতি, করিছে গমন
চতুরঙ্গ দলে যেন বা ভূপ ॥
কোটি কোটিতম কত এই মত
সৌর জগত ঘুরিছে নিয়ত,
দৃষ্টি পথে কত, কত যে অতীত—
অনন্ত পদার্থ অনন্ত আকার।
ভূত প্রপঞ্চে গঠিত গোলক,
মানব-নিবাস যেমন ভূলোক,
বসতি তাহাতে করে কত লোক—
অনন্ত জীবন, অনন্ত আধার ॥
অনন্ত হইলে হইবে অসীম,
সীমা না থাকিলে কোথায় আকার ?
অনন্ত অসীম, নিরাকার দেহ—
অভাব্য ভাবনা, অচিন্ত্য ব্যাপার ॥
অণুতে অণুতে মিলিয়া মিলিয়া
কীটাণু অবধি হইল ভানু।
ভানুতে ভানুতে, জগতে জগতে,
মিলিত যদি বা যতেক অণু—
অনন্ত পদার্থ একত্র মিলিয়া
করিত ধারণ অনন্ত দেহ।

অনন্ত জীবন তাহে সঞ্চারিয়া
কিবা যে হইত না জানে কেহ॥
অনাদি অনন্ত অসীম আকাশে
অগণিত কত তারকা রাশি।
কারণ বারিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড
কাল স্রোত বেগে চলিছে ভাসি॥
চলিছে চলিবে, চলিতে চলিতে
কোথা যে যাইবে কে পারে বলিতে?
অনন্ত কালের অনন্ত গতিতে
কিবা যে হইবে কে পারে জানিতে?
এখনি কি নহে, কে পারে চিনিতে?
অনন্ত ভাবনা—অতীব গুরু।
অখণ্ড মণ্ডল ব্যাপ্ত চরাচর,
দেহ, দেহী, শূন্য, বহিরভ্যন্তর,
সংসার মূরতি নিত্য নিরন্তর,
সদানন্দময়, দিক শোভাকর,
সদা বিদ্যমান তবু অগোচর—
ধ্যান পথাতীত জগত গুরু॥

কল্পনা। *

নির্ম্মল সলিলা, পূত স্রোতস্বতী—
সন্নিকটে তার নিকুঞ্জ বন,
লতিকা মণ্ডিত, মনোরম্য অতি
শোভে তাহে গুল্ম বিটপীগণ।
সেবিতে সুমন্দ প্রভাত সমীর
অথবা প্রদোষে ভ্রমণ তরে,
কিম্বা যবে তপ্ত সন্তাপে শরীর
মধ্যাহ্নে প্রখর রবির করে,—
নিবারিতে শ্রান্তি, লভিতে বিরাম
স্নিগ্ধ ছায়াময় তরুর তলে,
যাইতাম সেই নির্জ্জন আরাম—
নিনাদিত পিকনিকর কলে।
নিরখি সে বনে, বসি বৃক্ষ মূলে
তাপসিনী এক তৎপর তপে,

---

* যোগিনী ভাবে বর্ণিত।

আচ্ছাদিত দেহ কেবল বল্কলে
অথচ ভুবনমোহিনী রূপে।
নিতি নিতি যাই, দেখিবারে পাই
আসীনা সদাই মগন মনে,
ভাবিলাম তবে কেন না সুধাই—
কে বিরাজে এই, বিজন বনে।
কে এ'ল রমণী যৌবনে যোগিনী
কেন রে এমনি বিভোর ভাবে,
খুঁজিছে কাহাকে,—শুনিব কাহিনী
এত ভাবি আমি বলিনু তবে।—

কে তুমি অঙ্গনে কুরঙ্গ নয়নে
এ কুঞ্জ কাননে রূপের রাশি,
প্রশান্ত বদনে, অনন্য নয়নে
বিল্বতরু মূলে রয়েছ বসি?
নিমগ্ন ধেয়ানে, ও চন্দ্র আননে
ভাতিছে এ কোন্ ভাবের বিভা,
কি হেতু এভাবে, বল গো অঙ্গনে
কি চিন্তায় যাপ যামিনী দিবা?

যোগিনীর বেশে নিবসি নিবিড়ে
কি সাধনা সাধ কি মনোসাধে ?
হেন লয় মনে এ ভব সংসারে
দুশ্চিন্তা তোমায় কভু না বাধে।
বিলাস লালসা বিষম পিয়াসা
বাসনা অশেষ আসে না পাশে,
দুঃখের আকর দুর্ব্বার দুরাশা
ছলে না গো মিষ্ট কপট ভাষে।
রিপুকুল দুষ্ট কীট কোটি কোটি
কঠোর দংশনে শান্তি না নাশে,
কুবৃত্তি মশক পুনঃ পুন যুটি
না নিনাদে কটু নিকটে এ'সে।
আনন্দিত মনে পিয় শান্তি সুধা
শ্রান্তি নাহি তব পরম যোগে,
কি সার চিন্তনে থাকি মগ্ন সদা
ত্যজিয়াছ তুচ্ছ অসার ভোগে ?
শান্তি হরা যত অসার অলীক
দুঃখাকর সুখ ভুলেছ সব,
মিষ্ট আস্বাদনে অথচ ক্ষণিক
সে সুখে প্রসক্তি না দেখি তব।

ঘুচায়েছ তুমি রুচি সে আসবে
কি চিন্তার বলে, বল গো মোরে,
মনোবাঞ্ছা তব পূজি কোন্ দেবে
কর চরিতার্থ, বল কি ক'রে ?
না হেরি সম্মুখে কুসুম চন্দন
দূর্ব্বা, ধূপ, দীপ, তণ্ডুল কণা,
না করি দর্শন পূজা-প্রকরণ
প্রয়োজন মত সামগ্রী নানা।
বল বল শুনি বসি একাকিনী
এ নিবিড় বনে বিটপী মূলে,
একতান মনে, হে বনবাসিনি
পূজ কোন্ দেবে জগতি তলে ?
মানসে অর্চ্চনা কর সুলোচনা
নিয়ত নিমগ্ন ধেয়ান যোগে,
আড়ম্বরময় বাহ্য আরাধনা
না হেরি কখনো এ বন ভাগে।
দিবস রজনী আসি গো যখনি
নিরখি তোমায় একই ভাবে,
একাগ্র মানসে, কি সুখে সুখিনী ?
থাক তুমি সদা বিভোর ভাবে।

ভাবের প্রতিভা প্রদীপ্ত তোমার
অতুল রূপের মাধুরি, ধনি—
না জানি কি সুখ লভ গো অপার
কি ভাব এ ভাবে বল গো শুনি।
শোভে মরি কত সুরাগ, সুমুখি
ভাবেরি উদ্রেকে ও চাঁদ মুখে,
নিরখি নিরখি হই কত সুখী
ইচ্ছা শুনিবারে ভাব গো কাকে।
না জানি তোমার অন্তর মাঝারে
উদ্বেলিত কত ভাবাম্বু রাশি,
সুখের উচ্ছ্বাস লহরী লহরে
না জানি, কতই চলিছে ভাসি।
মহারত্ন-রাজি সে জল গম্ভীরে
না জানি, অতুল, রয়েছে কত;
কত সুধারস সে ভাব-সাগরে
সুখেন্দু বা কত সহস্র শত।
কে যোগায় বল এ ভাব লহরী
চিন্তামণি তব কেবা এ ভবে,
কে আরাধ্য তব, বল গো সুন্দরী
মগনা সতত কাহারি ভাবে ?

কি সে সুখ, বল, সুখ কি ত্রিলোকে
ভবের উদ্বেগ ভুলি গো কিসে,
বিনাশি তিমির কি দিব্য আলোকে
ইন্দ্রিয়াদি মন রাখি গো বশে ?
দমিয়া অশেষ রিপু গুরুতর
বিঘ্ন শত শত সাধন পথে,
কি শৃঙ্খলে মত্ত মানস কুঞ্জর
বাঁধি, কোন কল্পতরুর সাথে ?
দেহ শিক্ষা মোরে, এ ভিক্ষা চরণে—
কি কৌশলে পাপ পিশাচে নাশি,
কি বিদ্যার বলে, বল গো ললনে—
নাশি অনায়াসে কলুষরাশি ?
প্রলোভনময় এ ভব ভবনে
কেমনে সংযত রাখি গো চিতে,
কার আরাধনে, কি মন্ত্র সাধনে
পরতন্ত্র আর হবে না হ'তে ?
হইব স্বতন্ত্র, স্বাধীন প্রকৃতি—
আপনারি ভাবে আপনি সুখী,
থাকিব সতত সদানন্দ-মতি—
ভব দুঃখে আর হব না দুখী।

যে ভাবে তোমায় নিরখি নিয়ত
থাকিব তেমতি বিভোর ভাবে,
আনন্দ লহরী রবে না বিরত
খেলিবে সতত প্রবল ভাবে।
দেহ দীক্ষা দেবি এ দুঃখী দাসেরে
পূজিব আমিও সে মহাদেবে,
লভিয়াছ তুমি পূজিয়া যাঁহারে
ভূমানন্দ কত অতুল ভবে।
বিরাজেন কোথা সে দেবেন্দ্র বল
কি কার্য্যে তাঁহারে জানিতে পারি,
গিরি, সিন্ধু আদি বায়ু, জল, স্থল
কি পদার্থে তাঁর ক্ষমতা ভারি ?
কি বাহন তাঁর, কিবা বিভূষণ,
কি আকৃতি, তিনি কি অস্ত্রধারী,
করেছেন তিনি কি দৈত্যে দমন,
কোন্ যুগে কোন্ অসুর অরি ?
কে তুমি তাপসী, বলগো কাহারে
পূজিছ অতুল ভকতি ভাবে,
বল বল শুনি সদুপায় মোরে
মজিব কিরূপে তাঁহারি ভাবে।

বারম্বার আমি মিনতি বচনে
জিজ্ঞাসিতে কত লাগিনু তাঁয়,
ধ্যান-মগ্ন দেবী, সংযমিত মনে
শুনিল না যেন শুনিয়া তায়।
ঐকান্তিক ভাবে লোটায়ে ধরণী
জিজ্ঞাসিনু পুন ধরিয়া পায়,
চাহি মম পানে তবে সে রমণী
পুনরুক্তি মোর শুনিতে পায়।
শুনি বাণী মম, সুমধুর ভাষে
বলিলেন সতী ঈষত হাসি,
নীল নভস্তলে চন্দ্র পরকাশে
হাসিল যেন রে অমিয়া নিশি।—

"সে দেবতা নহে বলিছ যেমন
নিরূপিত কোন দেশের দেশী,
নাহি কোন স্থান যথা সর্ব্বক্ষণ
না রহেন তিনি এ বিশ্ববাসী।
গিরিসিন্ধু কিহে? ভূপিণ্ড সকল—
গ্রহাদি, তপন-মণ্ডল কিবা,

রেণুকা সমান উড়িছে কেবল—
অসীম সংসারে যামিনী দিবা।
ক্ষমতার সীমা কিরূপে তাঁহার
দেখিবে এ সব সামান্য বলে ?
জল, স্থল, বায়ু যেমন নিহার
উত্থিত পতিত কারণ জলে।
সে কারণ-সিন্ধু পরমাণুময়
চরাচর ব্যাপী, প্রবল স্রোতে—
বহিতেছে তাহে প্রবাহ নিচয়
অবিরাম-গতি, অনন্ত পথে।
গতিময় বিশ্ব। সে গতি হইতে
তেজোদ্গম বিশ্বে হইছে সদা,
ঘটিছে সংযোগ বিয়োগ তাহাতে
এ নিয়মে কভু না পড়ে বাধা।
পরমাণু মাঝে রয়েছে নিহিত
অতি গুহ্য ভাবে জীবন বিভা,
সংযোগেরি গুণে, জীবদেহে যত
স্বপ্রকাশ রূপে পাইছে শোভা
ক্রমান্বয় রূপে সমুন্নত সেই
জীবন-শকতি জীবের দেহে,

ডিম্ব মাঝে আছে সুপ্ত ভাবে, তেঁই
বিহঙ্গ শাবকে সজাগ রহে।
কীটাদি মানবে ক্রমোন্নত কত .
দেখহ বিচারি জীবন বল,
খদ্যোত হইতে খর প্রভাযুত
তমোহা মিহির কত উজল।
ক্ষিতি, অপ, বায়ু প্রতি ক্ষণে ক্ষণ
হইছে উদ্ভব, হইছে লয়,
বিযুক্ত অণুতে অভিনব পুন
হইছে বিবিধ পদার্থ চয়।
গ্রহ, উপগ্রহ, হইছে তপন
উল্কা অগণন গগন দেশে,
অচেতন, যত উদ্‌ভিদ, চেতন
শোভে এ সংসারে বিবিধ বেশে।
সদাকাল বস্তু হইতেছে ক্ষয়
অভাব পূরণ হইছে সদা,
লয় হ'তে সৃষ্টি, সৃষ্টিতে বিলয়
এই সে পরম রহস্য কথা।
নাহি ক্ষান্ত কভু ; জনমিছে নব
পদার্থ, নিয়ত হইছে লয়,

এ ব্রহ্ম মণ্ডলে প্রকৃতি সম্ভব
এই (ই) সৃষ্টি স্থিতি বিলয় রয়।
সর্ব্বময় সেই পরম দেবতা
সেই সে আদিম কারণ-বারি,
সেই সে সৃজন পালন বিধাতা
সেই সদাকাল প্রলয়কারী।
সৃজনাদি কার্য্যে এ ভব সংসার
আছে অবস্থিত সকল কালে,
এই(ই) কার্য্য। তিনি কারণ তাহার
জানি তাঁরে বায়ু স্থলে কি জলে
নিরখি যে দিকে পাই দেখিবারে
তাঁহারি সৃজন পালন লিপি,
পাঠ করি তাহে প্রদীপ্ত অক্ষরে
তাঁহারি মহিমা, তাঁহারি ছবি।
কেমনে বলিব কিরূপ তাঁহার
তিনি বিশ্বরূপী, প্রকৃতি, বিভু,
নাহি অন্ত আদি, অখণ্ড আধার
পরিপূর্ণ, নাহি অভাব কভু।
কি বলিব কিবা বেশ বিভূষণ—
এ বিশ্বই তাঁর বাহন ভূষা,

জ্ঞানাস্ত্র সতেজ, বস্ত্র সুশোভন—
নিশি, দিবা কিবা প্রদোষ, ঊষা।
হিংসা দ্বেষ আদি দৈত্য দুরাশয়
মিথ্যা কপটতা প্রবল অরি,
জ্ঞানান্ধ যতেক দুষ্ট রিপুচয়
সকলের(ই) তিনি দমনকারী।
মহাসিন্ধু মাঝে বিন্দু পরিমাণ
ভাসে যথা জল-বুদ্বুদ কণা,
এ বিশ্ব মাঝারে তাহারি সমান
ক্ষুদ্র মম বুদ্ধি যাইছে জানা।
সাধ্য নাই জানি কত যে গম্ভীর
বোধাগম্য সেই কারণ-বারি,
এই মাত্র জানি—এ মম শরীর
মনঃ প্রাণ বুদ্ধি বুদ্বুদ তার(ই)।
আপন স্বভাবে স্বভাব তাহার
চিন্তি মনে মনে জানিতে পারি,
আমি বিন্দু, সে যে অকুল পাথার
আমি ক্ষুদ্র, তার তরঙ্গ ভারি।
এই মাত্র ভেদ তাহাতে আমাতে—
আমি অংশ, সেযে সমষ্টি রাশি,

উদ্ভব তাহাতে, বিহার তাহাতে
তাহাতেই আমি সতত ভাসি।
ক্রমোন্নতিশীল প্রকৃতি আমার
সে ব্রহ্ম অসীম শকতিময়,
আনন্দিত মনে জানি এই সার—
তাঁহাতেই আমি হইব লয়।
সে ই চিন্তামণি। তাঁহারি চিন্তনে
নিরন্তর থাকি মগন ভাবে,
জাগরুক যদি সেই চিন্তা মনে
কি অভাব তবে এ তিন ভবে ?
অভাবেরি ভাব দুঃখ এ ভুবনে
অভাব অভাবে সকলি সুখ,
তাঁর(ই) ভাবে আছি সদাপূর্ণ মনে
এ সংসারে তবে কিসের দুখ ?
ভারতীর দাসী আমি হে কল্পনা
কল্পতরু মম জগতপতি,
ত্যজিয়াছি আমি অসার জল্পনা
জগত-নিধানে রেখেছি মতি।
সেই কল্পতরু করিয়া আশ্রয়
রহিয়াছে মম মানস পাখী,

যে ইচ্ছা যখনে হইছে উদয়
সে সুস্বাদু ফল তখনি ভুখি।
শুনিবারে যবে সুস্বর লহরী
মনোসাধে চায় আমার প্রাণ,
তাঁহার আদেশে তখনি শ্রীহরি
বাজায়ে বাঁশরী করে গো গান।
গায় জয়দেব সুললিত গীতি
মজিয়া ব্রজের মধুর ভাবে,
আনন্দে উথলি, নেত্র-নীরে তিতি
মনোবাঞ্ছা মোর পুরে গো তবে।
শুনি আমি ব্যাস বাল্মীকির গাথা
সে ঋষিগণের আপন মুখে,
আর্য্যকুল কীর্ত্তি, পুরাবৃত্ত-কথা
শুনি আমি কত অতুল সুখে।
জ্ঞানদাতা যেই, প্রসাদে তাঁহারি
পাই দেখিবারে বীরেন্দ্র গণে,
আনন্দিত মনে নয়নে নেহারি
বীর ধনঞ্জয়ে যাদব সনে।
দানব রচিত ইন্দ্রপ্রস্থ সভা
রোমাঞ্চিত হয়ে নিরখি সুখে,

ক্ষত্র যোধগণ করে তাহে শোভা
স্বাধীনতা দীপ্তি প্রদীপ্ত মুখে।
ভারত-ঈশ্বর শ্বেত ছত্র তলে
বিরাজিত সিংহ-আসন পরে,
ধর্ম্মের প্রতিভা বদন মণ্ডলে
রাজদণ্ড তাঁর দক্ষিণ করে।
দেখি ভীমার্জ্জুনে, দেখি মাদ্রী-সুতে
অদ্রি সম কিবা অটল সবে,
সত্যবতী সুত বীররস-স্রোতে
মজি, গায় কীর্ত্তি অতুল ভবে।
দেখি আমি পুন ক্ষত্রকুল রণে
পাণ্ডব-তিলকে গাণ্ডিব করে,
প্রকাণ্ড মূরতি দেখি ভীমসেনে
ভীষ্ম, দ্রোণগুরু, কর্ণাদি বীরে।
মার্ত্তণ্ড সমান এক এক বীর
শর করজাল বরষে ঘন,
দীপ্তিমান কভু, কভুবা শরীর
আচ্ছাদিছে শরে যেন বা ঘন।
দেখি আমি কভু রাঘবেন্দ্র বীরে
রণদক্ষ ভাই লক্ষ্মণ সনে,

লঙ্ঘিয়া জলধি, পশি রক্ষোপুরে
নাশিতে দুর্ম্মতি রাক্ষস গণে।
বীর বীর্য্যে বলী বীর-সিংহ যত
দে'খে আনন্দিত হই গো আমি,
বীর-ধর্ম্মশীল, বীর কর্ম্মে রত
বীরময় হেরি ভারত ভূমি।
দেখি শুনি আমি যাহা বাঞ্ছা মম
ভূত বর্ত্তমান সমান ভাবে,
আমার অন্তরে নাহি পশে তমঃ
আছে আলোকিত সতত ভাবে।"

এতেক বলিয়া বন-নিবাসিনী
হইলা নীরব নয়ন মীলি,
যোগ চিন্তা বলে যেন রে যোগিনী
লাগিলা দেখিতে ভবের কেলি
চিন্তিলাম মনে,—এ ভব সংসারে
কল্পনাই বুঝি সুখের দ্বার
চিন্তাসুখে সুখী যে জন, তাহারে
নাহি লাগে কভু দুঃখের ধার।

চিন্তাতেই সুখ, চিন্তাতেই দুখ—
যাহা চিন্ত, মনে তাহাই লবে,
অসার চিন্তনে হ'লে পরাঙ্মুখ
সুচিন্তাতে মন মগন রবে।
ভারতীর দাসী যোগিনী কল্পনা
আমিও তাঁহার(ই) দাসানুদাস,
একান্ত মানসে এই সে বাসনা
এক সঙ্গে দোঁহে করিব বাস।
শুনিব সুরস রহস্য অশেষ
শুনিব ভবের নিগূঢ় কথা,
অদৃশ্য, অগম্য, অজ্ঞেয় যে দেশ
কল্পনা সহায়ে যাইব তথা।
ইন্দ্রিয় মনের অতীত বিষয়
করিব আয়ত্ত ইঁহারি বলে,
বাসনা পুরাব, লভিব নিশ্চয়
যাহা প্রাণে চায় জগতি তলে।
কল্পনা বিহনে সক্ষম মানব
অক্ষম বনের বিহঙ্গ হ'তে,
অকারণ তার মনের গৌরব
শূন্য ব্যোমযান চলে কিমতে ?

কল্পনারি বলে এক স্থানে বসি
পাঠাইব মনে বাসনা যথা,
লভিবে চকোর সুধা পূর্ণ শশী
যাঁচিবে না জল চাতকে বৃথা।
উড়িবে বিহঙ্গ জগত-বিহারী
কে পারে তাহার রোধিতে গতি,
করিবে রে পান আনন্দে আহরি
আত্মার প্রসাদ সুরস অতি।

সম্পূর্ণ